

নির্বাচিত  
কুরআন ও হাদীস  
সঞ্চয়ন



মুহাম্মদ গোলাম মাওলা

# নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সংকলন

সংকলনে

মুহাম্মদ গোলাম মাওলা

সম্পাদনায়

ড. হাফিজ মুজতবা রিজ্জা আহমেদ

সহযোগী অধ্যাপক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ মাসুম বিল্লাহ বিন রেজ্জা

প্রভাষক, টিভি আলোচক, লেখক

মাওলানা মুহাম্মদ নুরুলজামান

প্রধান মুহাদ্দিস

নিচ্চিন্তপুর কামিল মাদ্রাসা, চাঁদপুর

পরিবেশনায়

আহসান পাবলিকেশন

মগবাজার ♦ কাটাবন ♦ বাংলাবাজার

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সংকলন

সংকলনে : মুহাম্মদ গোলাম মাওলা

ISBN : 978-984-8808-47-4

প্রকাশনায়

মাওলা প্রকাশনী

১৯১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট

ঢাকা-১২১৭

স্বত্ব : সংকলক

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ

মার্চ, ২০১৪

রবি. সানি, ১৪৩৫

ফাল্গুন, ১৪২০

কম্পোজ

মাওলানা ফরিদ উদ্দীন আহমদ

আহসান কম্পিউটার

কাঁটাবন, ঢাকা, ফোন : ৮৬২২১৯৫

প্রচ্ছদ

আহসান কম্পিউটার

মুদ্রণ

রয়াকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ

ঢাকা-১২০৫।

মূল্য : ৩০০ টাকা মাত্র

---

Nirbachito Quran O Hadith Sonchowon Compiled by Md. Golam Mawla Published by Mawla Prokashoni, 191 Boro Moghbazar wareless railgate, Dhaka-1217 First Print March, 2014, Price Taka 300.00 Only. (\$8.00)

AP-75

## সংকলকের কথা

نحمده ونصلى على عبده المجتبي المصطفى.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যাঁর অশেষ রহমতে এ মূল্যবান সংকলনটি জনগণের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। এরপর দরুদ (প্রশান্তি) সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর। যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ ধীন ইসলামকে পূর্ণতা দান করেছেন, যার শুরু হয়েছিল হযরত আদমের (আ.) দ্বারা। আরও দরুদ তাঁর (নবীর) পরিবারবর্গ, সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ, শহীদ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যাঁরা হিদায়াতে শামিল হবেন তাঁদের প্রতি।

মহান আল্লাহ দু'জাতিকে (মানুষ ও জিন) শুধুই তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। (সূরা যারিয়াত-৫৬) অনেক মানুষ এখনও ইবাদত বলতে কিছু আনুষ্ঠানিক উপাসনাকে বুঝে। অথচ বিষয়টি এমন নয়, ব্যাপক অর্থবোধক। ইবাদত 'আবদ' থেকে এসেছে। অর্থ- দাস হওয়া, গোলাম হওয়া, পরাধীন হওয়া। জীবনের সর্বাবস্থায় (প্রতিনিয়ত ঘুম থেকে উঠে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত) নিজেকে আল্লাহর দাসরূপে (কুপ্রবৃত্তির আনুগত্য ত্যাগ করে) পরিচয় দেয়াই ইবাদত।

অব্রাহাম সত্যের চূড়ান্ত এবং একমাত্র উৎস হলো ওহী। ওহী দু'ধরনের হয়- (১) ওহী মাতলু (পবিত্র কুরআন) ও (২) ওহী গাইরে মাতলু (পবিত্র হাদীস)। পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে কারো সন্দেহ নেই। তবে হাদীসের সত্যতা ও মানার ব্যাপারে অনেকে প্রশ্ন তোলে। অনেকে বলে হাদীস মানবো না, শুধুই কুরআন মানবো। এটি সঠিক নয়। হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

“আর তিনি মনগড়া কথাও বলেন না, এ কুরআন ওহী ছাড়া অন্য কিছু নয়, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।” (সূরা নাজম : ৩-৪)

রাসূলে মাকবুল (সা) বলেন, “যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা দু'টি জিনিস আঁকড়ে ধরবে

ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না, (১) আল কুরআন এবং (২) আল হাদীস (আমার সূন্নাহ)।” (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, মিশকাত) নবীজি (সা) আরও বলেন, সর্বোত্তম বাণী হলো আদ্বাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদের প্রদর্শিত পথ।” (মুসলিম)

বিশুদ্ধ ইবাদতের জন্য পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসকে অনুসরণ করতেই হবে। কুরআন ও হাদীস থেকেই ফিক্‌হর উদ্ভব। কুরআনের হাজার হাজার আয়াত এবং হাজার হাজার হাদীস জানা সবার পক্ষে সম্ভব নয়, সংগ্রহও অসম্ভব। এছাড়াও একবিংশ শতাব্দীতে মানুষ মহাব্যস্ত।

এজন্য মানব জীবনের অতি প্রয়োজনীয় দিকগুলোর ব্যাপারে কুরআনের আয়াত এবং হাদীসের সংকলন প্রয়োজন। যা অধ্যয়ন করে অসংখ্য মুসলিম পৃথিবীতে ভারসাম্যপূর্ণ ও মহৎ জীবন (আদর্শ জীবন) গড়ে তুলতে পারবে এবং পরকালে (জাহান্নামের কঠিন শাস্তি হতে বেঁচে) কাঙ্ক্ষিত জান্নাত (অসংখ্য নেয়ামতপূর্ণ) লাভ করতে পারবে।

সংকলনটিতে যেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেসব বিষয়ে যথেষ্ট আয়াত ও হাদীস দেয়া হয়েছে। বাংলা অক্ষরের ভিত্তিতে বিষয় না সাজিয়ে সংকলনটি বিষয়ের তাৎপর্য অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। ইমাম, খতিব, বক্তা, শিক্ষকসহ সাধারণ পাঠক সংকলনটি অধ্যয়নের মাধ্যমে অনেক অজানা বিষয়ের সূক্ষ্ম সমাধান দিতে পারবেন।

এ গ্রন্থটি সংকলন করতে যেয়ে আমাকে অনেক লেখকের সাহায্য নিতে হয়েছে আমি তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। এ সংকলনে কোনো ভুল পরিলক্ষিত হলে তা জানালে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ তা সংশোধন করবো। এ সংকলনের সাথে যুক্ত সবাইকে আদ্বাহ জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন, আমীন।

বিনীত

মুহাম্মদ গোলাম মাওলা

## সূচীপত্র

১. ঈমান ॥ ৯
২. নামায ॥ ১৫
৩. রোযা ॥ ২২
৪. যাকাত ॥ ২৮
৫. হজ্জ ॥ ৩৪
৬. তাওহীদ ॥ ৩৮
৭. ফেরেশতা ॥ ৪৫
৮. তাকদীর ॥ ৪৮
৯. শির্ক ॥ ৫৬
১০. কুফর ॥ ৬৩
১১. নেকাক ॥ ৬৫
১২. রিসালাত ॥ ৬৭
১৩. দরুদ ॥ ৭৩
১৪. মৃত্যু ॥ ৭৪
১৫. আশেরাত ॥ ৭৬
১৬. খেলাফত ॥ ৮৭
১৭. আব্বাহর পথে জিহাদ ॥ ৯১
১৮. আব্বাহর পথে অর্থ ব্যয় ॥ ১০১
১৯. ইসলামী রাজনীতি ॥ ১০৯
২০. নির্বাচন প্রথা ॥ ১১৩
২১. মুমিন জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ॥ ১১৬

২২. মুমিনের গুণাবলী ॥ ১১৯
২৩. দাওয়াত ॥ ১২৬
২৪. সংগঠন ॥ ১৩৩
২৫. সংগঠন না করার পরিণাম ॥ ১৪০
২৬. প্রশিক্ষণ ॥ ১৪৩
২৭. শাহাদাতের মর্যাদা ॥ ১৫০
২৮. বাইয়াত ॥ ১৫৮
২৯. আনুগত্য ॥ ১৬০
৩০. ত্যাগ-কুরবানী পরীক্ষা ॥ ১৬৩
৩১. বিত্ত্ব কুরআন তিলাওয়াত ॥ ১৬৯
৩২. নিয়ত ॥ ১৭১
৩৩. পবিত্রতা ॥ ১৭৬
৩৪. মিসওয়াক ॥ ১৮০
৩৫. শুযু ॥ ১৮২
৩৬. তায়াম্মুম ॥ ১৮৫
৩৭. গোসল ॥ ১৮৭
৩৮. নামাযের সময়সূচি ॥ ১৯২
৩৯. তাহাজ্জুদ নামায ॥ ১৯২
৪০. পর্দা ॥ ১৯৪
৪১. নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রথা ॥ ২০২
৪২. যিনা-ব্যভিচার ॥ ২০৩
৪৩. সমকামিতা ॥ ২০৫
৪৪. বিবাহ ॥ ২০৭
৪৫. মোহর ॥ ২১১
৪৬. জন্ম নিয়ন্ত্রণ ॥ ২১২
৪৭. যাদেরকে বিবাহ করা হারাম ॥ ২১৪
৪৮. ইলম-জ্ঞান অর্জন ॥ ২১৫
৪৯. তাকওয়া ॥ ২১৯

୫୦. ব্যକ୍ତିଗତ କାଞ୍ଜେର ରିପୋର୍ଟ । ୨୨୫  
 ୫୧. ଏହତ୍ତେସାବ-ଗଠନମୂଳକ ସମାଲୋଚନା । ୨୨୬  
 ୫୨. ଡାଓୟାକ୍ଟୁଲ-ଭରସା । ୨୨୮  
 ୫୩ ଚିକିତ୍ସା । ୨୩୩  
 ୫୪. ଓୟାଦା । ୨୩୫  
 ୫୫. ସବର-ଧୈର୍ଯ୍ୟ । ୨୩୭  
 ୫୬. ଶୀବତ-ପରନିନ୍ଦା । ୨୪୨  
 ୫୭. ଗର୍ବ-ଅହଙ୍କାର । ୨୪୫  
 ୫୮. ଯୁଲ୍ମ-ଅତ୍ୟାଚାର । ୨୫୧  
 ୫୯. ପରାମର୍ଶ । ୨୫୪  
 ୬୦. ଡାଓବା । ୨୫୫  
 ୬୧. ହାଲାଲ ରିୟ୍କ । ୨୬୦  
 ୬୨. ହତ୍ୟା । ୨୬୩  
 ୬୩. ସୁଦ-ଘୁଷ । ୨୬୪  
 ୬୪. କୃପଣତା । ୨୬୭  
 ୬୫. ଅପଚୟ ଓ ଅପବ୍ୟୟ । ୨୬୯  
 ୬୬. ଅସିୟତ । ୨୭୧  
 ୬୭. ଉତ୍ତରାଧିକାର । ୨୭୩  
 ୬୮. ଆମାନତଦାରୀ । ୨୭୬  
 ୬୯. ଆମଲନାମା । ୨୭୭  
 ୭୦. ନଫସ । ୨୮୦  
 ୭୧. ମିଥ୍ୟାଚାର । ୨୮୧  
 ୭୨. ଚୁରି । ୨୮୩  
 ୭୩. ନଗ୍ନତା-ଅଗ୍ନୀଳତା ଓ ବେହାୟାପନା । ୨୮୬  
 ୭୪. ସତ୍ୟବାଦିତା । ୨୮୬  
 ୭୫. ବିନୟ-ନମ୍ରତା ଓ କୋମଳତା । ୨୮୮  
 ୭୬. ଲଜ୍ଜା ଓ ଶାଳୀନତା । ୨୯୦  
 ୭୭. ମଦ, ଜୁୟା ଓ ଲଟାରି । ୨୯୨



৭৮. ওজনে কম-বেশি ও মঞ্জুতদারি করা । ২৯৫
৭৯. অর্থ ব্যবস্থা । ২৯৬
৮০. ব্যবসা-বাণিজ্য । ৩০০
৮১. হালাল-হারাম । ৩০২
৮২. বিচার ব্যবস্থা । ৩০৬
৮৩. ইসলামী সংস্কৃতি । ৩১০
৮৪. পররাষ্ট্রনীতি । ৩১২
৮৫. স্বামী-স্ত্রীর অধিকার । ৩১৬
৮৬. পিতা-মাতার অধিকার । ৩১৮
৮৭. সন্তানের অধিকার । ৩২৩
৮৮. ইয়াতিমের অধিকার । ৩২৫
৮৯. আত্মীয়-স্বজনের অধিকার । ৩২৭
৯০. প্রতিবেশীর অধিকার । ৩৩১
৯১. অমুসলিমদের অধিকার । ৩৩৩
৯২. শ্রমিকের অধিকার । ৩৩৪
৯৩. জান্নাত । ৩৩৮
৯৪. জাহান্নাম । ৩৪২
৯৫. কবীরাত্তনাহ । ৩৪৬
৯৬. শবে মি'রাজ্জ । ৩৪৯
৯৭. শবে কদর । ৩৫১
৯৮. সাদাকাভুল ফিতর । ৩৫৩
৯৯. কুরবানী । ৩৫৫
১০০. কা'বাঘর । ৩৫৬

## ঈমান

ঈমান সম্পর্কে আয়াত

১- هُدَىٰ لِّلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.

১। অর্থ : সেইসব মুত্তাকীর জন্য (আল-কুরআন) হেদায়াত (পথনির্দেশ), যাঁরা অদৃশ্যে ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। আর (হে নবী) আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও আপনার পূর্বে (নবীদের প্রতি) যা নাযিল হয়েছিল তাতেও ঈমান আনে ও পরকালে যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (সূরা বাকারা : ২-৪)

২- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

২। অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের অনুসরণ কর না। নিশ্চয় সে (শয়তান) তোমাদের প্রকাশ্য দূশমন। (সূরা বাকারা : ২০৮)

৩- مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

৩। অর্থ : যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও পরকালে এবং সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে স্বর্গের পক্ষ থেকে মহাপুরস্কার এবং তাদের কোনো ভয় নেই, তারা চিন্তাশঙ্কিত হবেন না। (সূরা বাকারা : ৬২)

৪- فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لِأَنَّهَا لَأَنْفِصَامٌ لَّهَا.

৪। অর্থ : অতঃপর যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে এমন এক মজবুত রজ্ব ধারণ করে যা কখনো ছিঁড়বার নয়। (সূরা বাকারা : ২৫৬)

٥. فَأٰمِنُوٓا۟ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاِنْ تُوْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرًا عَظِيْمًاۙ

৫। অর্থ : অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি। যদি তোমরা ঈমান আনো এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তোমাদের জন্য বিরাট পুরস্কার রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান : ১৭৯)

٦. كُلُّۙ اٰمِنٌۙ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖۙ وَكُتُبِهٖۙ وَرَسُوْلِهٖۙ

৬। অর্থ : এরা সকলেই আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব ও রাসূলদের প্রতি দৃঢ় ঈমান পোষণ করে। (সূরা বাকারা : ২৮৫)

٧. اِنَّمَاۙ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۙ

৭। অর্থ : মুমিন মূলত তারাই আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যাদের দৃঢ় ঈমান রয়েছে। (সূরা নূর : ৬২)

٨. فَأٰمِنُوٓا۟ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۙ وَالنُّوْرِ الَّذِيۙۤ اَنْزَلْنَاۙ

৮। অর্থ : অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি এবং আমার অবতীর্ণ নূরের প্রতি। (সূরা তাগাবুন : ৮)

٩. اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَّعْمَهُوْنَۙ

৯। অর্থ : যারা আখিরাতে অবিশ্বাসী তাদের আমলসমূহ আমি খুবই চিত্তাকর্ষক করে দেই। অতএব তারা পথভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। (সূরা নামল : ৪)

١٠. قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَۙ

১০। অর্থ : (হে নবী) আপনি বলুন : আমরা ঈমান আনলাম আল্লাহর প্রতি, আর যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তাতে এবং যা নাযিল হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকূবের প্রতি এবং তাদের পূর্বাগণের প্রতি। (সূরা আলে ইমরান : ৮৪)

١١. اَللّٰهُ وَاٰلِهٖۙ وَرَسُوْلِهٖۙ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِۙ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَآءُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى

الظُّلْمَتِ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ج هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ.

১১। অর্থ : যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরি করে, তাওত (শয়তান) তাদের অভিভাবক। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে বের করে আনে। এরাই হলো, জাহান্নামী, সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা বাকারা : ২৫৭)

۱۲. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ اُولِيَّاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ط اٰتُرِيْدُونَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا.

১২। অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিনদের বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও? (সূরা নিসা : ১৪৪)

۱۳. فَمَنْ يَّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلاِسْلَامِ ج وَمَنْ يَّرِدْ اَنْ يُّضِلّٰهٖ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاٰنَمَا يَصْعَدُ فِي السَّمٰوٰتِ ط كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلٰى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ.

১৩। অর্থ : আল্লাহ কাকেও সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার হৃদয় ইসলামের জন্যে তৈরি করে দেন এবং কাকেও বিপথগামী করতে চাইলে তিনি তার হৃদয় অধিক সংকীর্ণ করে দেন। তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ তাদেরকে এক্রপে লাঞ্চিত করেন। (সূরা আন'আম : ১২৫)

۱۴. هُوَ الَّذِيّٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزِدّٰوْا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ط وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

১৪। অর্থ : তিনিই মুমিনের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন, যাতে তাদের ঈমান আরো বেড়ে যায়। আকাশ ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা ফাতাহ : ৪)

۱۵۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.

১৫। অর্থ : অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ, যারা নিজেদের সালাতে (নামাযে) বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করে, যারা বাজে কথা-কাজ থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাত দানে কর্মতৎপর এবং যারা নিজেদের যৌনাজকে সংযত রাখে। তবে নিজেদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অতপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের সালাতের হেফায়ত করে। (সূরা মুমিনূন : ১-৯)

۱۶۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَلْهَمُوا أَمْوَالَكُم مَّا آوَدْتُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ جَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ.

১৬। অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেনো তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা মুনাফিকূন : ৯)

ঈমান সম্পর্কে হাদীস

۱۔ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاْحَةُ.

১। অর্থ : হযরত আমর বিন আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ঈমান কি? তিনি বলেন, (ঈমান হলো) সবর (ধৈর্য ও সহনশীলতা) এবং সামাহাত (দানশীলতা, নয়নীলতা ও উদারতা)। (মুশলিম)

۲- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاقَ طَعْمَ  
الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا.

২। অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : সেই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ লাভ করেছে, যে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে নিজে রব, ইসলামকে ধীন (জীবন বিধান) এবং মুহাম্মদ (সা)-কে নবী হিসেবে কবুল করে নিয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)

৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْإِيمَانُ بَضْعٌ  
وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى  
عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

৩। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : ঈমানের সত্তরটিরও বেশী শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তমটি হলো- এই বলা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ নেই এবং সর্বনিম্নটি হল- রাস্তা থেকে কোনো কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি বিশেষ শাখা। (বুখারী, মুসলিম)

৪- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ  
أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ -

৪। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ কেউই প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি (অন্তঃকরণ) আমার উপস্থাপিত ধীনের (জীবন ব্যবস্থার) অনুসারী হবে। (শরহুস সুন্নাহ)

৫- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ  
الْإِيمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي أَخِيَّتِهِ يَحُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَخِيَّتِهِ وَإِنَّ  
الْمُؤْمِنَ فَيَسْهُوُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ فَاطْعَمُوا طَعَامَكُمْ الْآتِقِيَاءَ  
وَأَوْلُوا مَعْرُوقَكُمْ الْمُؤْمِنِينَ -

৫। অর্থ : হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন : ইমানদার ব্যক্তি ও ইমানের দৃষ্টান্ত হচ্ছে খুঁটির সাথে (রশি দিয়ে বাঁধা) ঘোড়া, যা চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত খুঁটির দিকেই ফিরে আসে। অনুরূপভাবে ইমানদার ব্যক্তিরও ভুল করে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ইমানের দিকেই ফিরে আসে। অতএব তোমরা মুস্তাকী লোকদেরকে তোমাদের খাদ্য খাওয়াও এবং ইমানদার লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার কর। (বায়হাকী)

৬. عَنْ أَنَسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ -

৬। অর্থ : হযরত আনাস (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন : তোমাদের মধ্য হতে কেউই ইমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (বুখারী, মুসলিম)

৭. عَنْ أَنَسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يَقْذَفَ فِي النَّارِ -

৭। অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যার মধ্যে তিনটি গুণ আছে সে ইমানের স্বাদ গ্রহণ করেছে। সেগুলো হলো- (১) তার কাছে অপর সকলের চেয়ে আল্লাহ ও রাসূল প্রিয় হয়। (২) কাউকে ভালবাসলে আল্লাহর জন্যেই ভালবাসে। (৩) আশুনের নিষ্কিঞ্চ হওয়াকে যেমন অপ্রিয় জানে, কুফরিতে ফিরে যাওয়াকেও তেমনি অপ্রিয় মনে করে। (বুখারী)

৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) سُنِيَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ -

৮। অর্থ : হযরত আবু ছরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন কাজ সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান! জিজ্ঞেস করা হল, তারপর কি? তিনি বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ। জিজ্ঞেস করা হল, তারপর কি? তিনি বললেন : ত্রুটিমুক্ত হজ্জ বা কবুল হজ্জ। (বুখারী)

## নামায

### নামায সম্পর্কে আয়াত

১- وَأَقِمِ الصَّلَاةَ - إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

১। অর্থ : নামায কয়েম কর। নিঃসন্দেহে নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। (সূরা আনকাবূত : ৪৫)

২- وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكَّعِينَ.

২। অর্থ : নামায কয়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সাথে একত্রিত হয়ে রুকু কর। (সূরা বাক্বারা : ৪৩)

৩- وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ - وَأِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ.

৩। অর্থ : তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নামায নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ, কিন্তু সেই অনুগত বান্দাদের পক্ষে তা মোটেই কঠিন নয়। (সূরা বাক্বারা : ৪৫)

৪- قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

৪। অর্থ : আপনি বলুন : আমার সালাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। (সূরা আন'আম : ১৬২)

৫- يُبْنِي آدَمَ خُدُودًا زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

৫। অর্থ : হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করবে। খাও এবং পানকরো এবং অপচয় কর না। তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আ'রাফ : ৩১)



٦- الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ - أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ط لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

৬। অর্থ : যারা সালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে- তারাই হলো সত্যিকার ঈমানদার। তাদের জন্যে রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিয্ক (সূরা আনফাল : ৩-৪)

٧- قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ

৭। অর্থ : আমার বান্দাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী তাদেরকে বলে দিন সালাত কায়েম করতে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে- ঐদিন আসার আগে, যেদিন কোনো বেচা-কেনা ও বন্ধুত্ব থাকবে না। (সূরা ইবরাহীম : ৩১)

٨- وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ط إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ط ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ

৮। অর্থ : আর সালাত কায়েম করো দিনের দু'প্রান্তে (ফজর, যোহর ও আসরে) এবং রাতের প্রথমার্শে (মাগরিব ও এশায়)। পুণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়। যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্যে এটি এক উত্তম উপদেশ। (সূরা হূদ : ১১৪)

٩- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ط هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ط مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ط هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِّن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ط هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

৯। অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু করো, সিজদা করো, তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত করো এবং সৎকাজ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করো, যেভাবে লড়াই করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করে বাছাই করেছেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে কঠিন কোনো বিধান দেননি তোমাদের ধীনে। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধীনে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কুরআনেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষী হতে পারেন এবং তোমরা সাক্ষী হতে পারো মানব জাতির জন্যে। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। অতএব তিনি কত উত্তম অভিভাবক, কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি। (সূরা হজ্জ : ৭৭-৭৮)

۱۰. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

১০। অর্থ : হে মুমিনগণ! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের জন্যে ছুটে যাও এবং বেচা-কেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা তা বুঝো। অতঃপর সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো ও আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর। যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা জুমু'আ : ৯-১০)

۱۱. قَوْلٍ لِّلْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ.

১১। অর্থ : অতঃপর দুর্ভোগ সেই সমস্ত সালাত আদায়কারীদের জন্যে, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন। যারা তা (সালাত) আদায় করে লোক দেখানোর জন্যে এবং সংসারের প্রয়োজনীয় ছোট-খাট জিনিস দানে বিরত থাকে। (সূরা মাউন : ৪-৭)

নামায সম্পর্কে হাদীস

১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقُلَّ مَنْ حَافِظٌ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً فَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبِي بَنِ خَلْفٍ -

১। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) সালাত আদায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন : যে ব্যক্তি সালাতের সঠিকভাবে হেফযত করবে, তার এই সালাত কিয়ামতের দিনে তার জন্যে আলো, দলীল ও মুক্তির কারণ হবে এবং যে তার সঠিক হেফযত করে না, তার জন্যে সালাত কিয়ামতের দিনে আলো, দলীল কিংবা মুক্তির কারণ হবে না। আর ঐ ব্যক্তি হাশরের দিনে কারুন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালাফের ন্যায় কাফিরদের সাথে উঠবে। (আহমদ, দারেইনী, বায়হাকী)

২. عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ -

২। অর্থ : হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : বান্দা ও কুফরির মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত পরিত্যাগ। (মুসলিম)

৩. عَنْ بُرَيْدَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ -

৩। অর্থ : হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আমাদের ও তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে যে অঙ্গীকার আছে তা হলো, সালাত। সুতরাং যে সালাত ত্যাগ করবে সে (প্রকাশ্যে) কাফির হয়ে যাবে। (আহমদ, তিরমিযী, নাসাই ও ইবনে মাজা)

৪. عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَلْوَقْتُ الْأَوَّلُ  
مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ اللَّهِ .

৪। অর্থ : হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : সালাতের প্রথম সময় (প্রথম ওয়াক্তে আদায়) হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া এবং শেষ সময় (সালাত আদায়) হচ্ছে আল্লাহর ক্ষমা (এতে সন্তুষ্টি পাওয়া যায় না, শুনাহ থেকে বাঁচা যায় মাত্র)। (তিরমিযী)

৫. عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ (رض) إِنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَمَّالِهِ أَنْ أُمَّ  
أُمُورِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةِ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافِظَ عَلَيْهَا حَافِظَ دِينِهِ  
وَمَنْ صَبَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضِيعُ .

৫। অর্থ : হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর সমস্ত গভর্নরদের কাছে এই মর্মে নির্দেশ জারি করেছিলেন যে, তোমাদের যাবতীয় দায় দায়িত্বের মধ্যে সালাতই হলো আমার কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং যে সাবধানতার সাথে নিজের সালাত আদায় করল এবং সালাতের তত্ত্বাবধান করল সে যেন তার পূর্ণ দ্বীনের হেফাযত করল। আর যে সালাতের খেয়াল রাখল না তার পক্ষে অন্যান্য দায়িত্ব পালনে খিয়ানত আদৌ অসম্ভব নয়। (ইমাম মালেক)

৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَيْسَ صَلَاةٌ  
أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا  
لَاتَوَّهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا .

৬। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মুনাফিকদের পক্ষে ফজর ও এশা অপেক্ষা কোনো ভারী সালাত নেই। যদি তারা জানতো তার মধ্যে কি আছে তাহলে তারা তার জন্যে হামাগুড়ি দিয়েও আসত। (বুখারী, মুসলিম)

৭. عَنْ عَثْمَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ

فِي الْجَمَاعَةِ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفُ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي  
جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ .

৭। অর্থ : হযরত ওসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে এশার জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করেছে সে যেন অর্ধ রাত্রি সালাত আদায় করেছে আর যে ফজরের সালাত জামায়াতের সাথে আদায় করেছে সে যেনো পূর্ণ রাত্রি সালাত আদায় করেছে। (বুখারী)

۸. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) صَلَاةُ  
الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْقَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً .

৮। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : জামায়াতের সাথে সালাত আদায় একাকী সালাত আদায় থেকে সাতাশ গুণ বেশী ফযীলতের অধিকারী। (বুখারী, মুসলিম)

۹. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِذَا  
رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ فَإِنَّ اللَّهَ  
يَقُولُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .

৯। অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যখন কাকেও নিয়মিতভাবে মসজিদে হাজির হতে দেখবে তখন তোমরা তার মুমিন হওয়ার সাক্ষ্য দিবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদের আবাদ করে, সে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে।” (তিরমিযী)

۱۰. عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَا تَمْنَعُوا  
نِسَاءَ كُمْ الْمَسْجِدَ وَيُوتِهِنَّ خَيْرَ لِهِنَّ .

১০। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমরা মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ কর না। তবে তাদের জন্যে ঘরই উত্তম। (আবু দাউদ)

۱۱. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ إِنَّ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَضَ مِنْ فَرِيضَةٍ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْظِرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكْمَلُ بِهَا مَا انْتَقَضَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَيَّ ذَلِكَ .

১১। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন বান্দার আমল পর্যায়ে সর্বপ্রথম তার নামায সম্পর্কে হিসাব নিবে। তার নামায যদি যথাযথ প্রমাণিত হয়, তবে সে সাফল্য লাভ করবে। আর যদি নামাযের হিসাবই খারাপ হয়, তবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নামাযের ফরযে হিসাবের যদি কিছু কম পড়ে তবে আপ্লাহ রাক্বুল আলামীন তখন বলবেন, তোমরা দেখ, আমার বান্দার কোনো নফল নামায বা নফল বন্দেগী আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে তার দ্বারা ফরযের কমতি পূরণ করা হবে। পরে তার অন্যান্য সব আমল তারই বিবেচিত ও অনুরূপভাবে কমতি পূরণ করা হবে। (তিরমিযী)

۱۲. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْئٌ؟ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْئٌ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللَّهُ بِهِنَ الْخَطَايَا .

১২। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেনঃ তোমাদের কারও বাড়ীর সামনে যদি একটা প্রবাহমান নদী থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে কি? সাহাবীগণ বললেন, তার শরীরে কোনো ময়লাই থাকতে পারে না। রাসূল

(সা) বললেন, এই হচ্ছে পাঁচ ওয়াজ নামাযের উদাহরণ এর সাহায্যে আত্মাহ  
 যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেন। (বুখারী)

## রোযা

রোযা সম্পর্কে আয়াত

۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ  
 مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

১। অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন  
 ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতগণের উপর। আশা করা  
 যায় তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ ও বৈশিষ্ট্য জাহত হবে। (সূরা বাকারা : ১৮৩)

۲- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ  
 الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ : فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

২। অর্থ : রমযান মাসই হলো সে মাস যাতে আল কুরআন নাযিল করা হয়েছে,  
 যা মানুষের জন্যে জীবন বিধান এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্যে সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ।  
 আর হুক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে  
 কেউ এ মাসটি পাবে, সে যেন এ মাসের রোযা রাখে। (সূরা বাকারা : ১৮৫)

۳- أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ط هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ  
 وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ط عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ  
 عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتُمْ بِأَسْرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ  
 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ  
 الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْلِ وَلَا تَبَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ  
 عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ط كَذَلِكَ يَبَيِّنُ  
 اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

৩। অর্থ : রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত আছেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতএব তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো এবং যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্যে দান করেছেন, তা আহরণ করো। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। আর যতক্ষণ তোমরা ইতেকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করো, ততক্ষণ তোমরা স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না। এই হলো, আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব এর কাছেও যেও না। এমনভাবে আল্লাহ তা'আলা নিজের আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন মানুষের জন্যে, যাতে তারা সাবধান হতে পারে। (সূরা বাকারা : ১৮৭)

٤. اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ. تَنْزَلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اٰمِرٍ. سَلٰمٌ هِيَ حَتٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

৪। অর্থ : নিশ্চয় একে (কুরআন) নাযিল করেছি মহিমাম্বিত রাত্রিতে। মহিমাম্বিত রাত্রি সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? মহিমাম্বিত রাত্রি হলো, এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রুহ (জিবরাঈল) অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে। আর শান্তি বর্ষিত হতে থাকে ফজরের উদয় হওয়া পর্যন্ত। (সূরা কদর)

রোযা সম্পর্কে হাদীস

١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) اَتَاكُمْ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تَفْتَحُ فِيهِ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ اَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَتُغْلَقُ فِيهِ مَرَدَّةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ مِّنْ حَرَمٍ خَيْرَهَا فَقَدْ حَرَمَ -



১। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : তোমাদের নিকট রমযান মাস সমুপস্থিত। তা অত্যন্ত বরকমতয় মাস। আল্লাহ তা'আলা এ মাসে তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজাসমূহ উন্মুক্ত হয়ে যায়, এ মাসে জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এ মাসে বড় বড় ও সেরা শয়তানগুলো আটক করে রাখা হয়। আল্লাহর জন্য এ মাসে একটি রাত আছে, যা হাজার মাসের চেয়েও অনেক উত্তম। যে লোক এই রাত্রির মহাকল্যাণ লাভ থেকে বঞ্চিত থাকল, সে সত্যই বঞ্চিত ব্যক্তি। (নাসাঈ, মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী)

২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

২। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সা) ঘোষণা করেছেন : যে লোক রমযান মাসে রোযা রাখবে ঈমান ও চেতনা সহকারে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমদ)

৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرَفْتُ وَلَا يَصْخَبُ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ.

৩। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : রোযা ঢালস্বরূপ। তোমাদের কেউ কোনোদিন রোযা রাখলে তার মুখ থেকে যেন খারাপ কথা বের না হয়। কেউ যদি তাকে গালমন্দ করে যা বিবাদে প্ররোচিত করতে চায় সে যেন বলে আমি রোযাদার। (বুখারী, মুসলিম)

৪- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ الصِّيَامَ وَالْقُرْآنُ يَشْفِعَانِ لِلْعَبْدِ لِقَوْلِ الصِّيَامِ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ

وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ  
بَاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ -

৪। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : রোযা ও কুরআন রোযাদার বান্দার জন্য শাফায়াত করবে, রোযা বলবে, হে আল্লাহ আমি এ ব্যক্তিকে দিনে খাবার ও অন্যান্য কামনা বাসনা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি। আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, হে আল্লাহ, আমি এ ব্যক্তিকে রাতের নিদ্রা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি। আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন, আল্লাহ তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন। (বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান)

৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ لَمْ يَدْعَ  
قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

৫। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং তদনুযায়ী আমল পরিত্যাগ করতে পারলো না, তবে এমন ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করার আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। (বুখারী)

৬- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ فِي  
الْجَنَّةِ أَبًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا  
تَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ آيِنَ الصَّائِمُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا  
دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ -

৬। অর্থ : হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : বেহেশতের একটি দুয়ার আছে তাকে রাইয়ান বলা হয়, এই দ্বার দিয়ে কিয়ামতের দিন একমাত্র রোযাদার লোকেরাই বেহেশতে প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া অন্য কেউ এই পথে প্রবেশ করবে না। সেদিন এই বলে ডাক দেয়া হবে রোযাদার কোথায়? তারা যেন এই পথে প্রবেশ করে,

এভাবে সকল রোযাদার ভেতরে প্রবেশ করার পর দ্বারটি বন্ধ করে দেয়া হবে ।  
অতঃপর এ পথে আর কেউ প্রবেশ করবে না । (বুখারী, মুসলিম)

۷. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص)  
يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ  
سَبْعِينَ خَرِيفًا .

৭। অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম (সা)কে বলতে শুনেছি, যে লোক একদিন আল্লাহর পথে রোযা রাখবে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডল জাহান্নাম থেকে সত্তর বছর দূরে সরিয়ে রাখবেন । (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমদ)

۸. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ  
آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضَعْفٍ قَالَ  
اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ  
مِنْ أَجْلِ لِي لِلصَّائِمِ فَرَحَتَانِ فَرَحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرَحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ  
وَلِخُلُوفٍ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ .

৮। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : আদম সন্তানের প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব দশ গুন থেকে সাতশত গুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন রোযা এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম । কেননা তা একান্তভাবে আমারই জন্য । অতএব আমিই (যেভাবে ইচ্ছা) তার প্রতিফল দেব । রোযা পালনে আমার বান্দা আমারই সন্তোষ বিধানের জন্য স্বীয় ইচ্ছা বাসনা ও নিজের পানাহার পরিত্যাগ করে থাকে । রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ । একটি ইফতারের সময় এবং অন্যটি তার মালিক-মনিব আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভের সময় । নিশ্চয়ই জেনে রেখ রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট সুগন্ধি হতেও অনেক উত্তম । (বুখারী, মুসলিম)

৯- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ دَخَلَ رَمَضَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرَمَهَا فَقَدْ حَرَّمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يَحْرُمُ خَيْرَهَا إِلَّا كُلُّ مُحْرَمٍ -

৯। অর্থ : হযরত আনাস বিন মালেক (রা) বলেন : একবার রমযান মাস আসল। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে বললেন, এই মাস তোমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে এতে এমন একটি রাত্রি আছে যা এক হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে তার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে সকল প্রকার কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হয়েছে। আর তা থেকে বঞ্চিত হয় না চিরবঞ্চিত ব্যক্তি ছাড়া কেউই। (ইবনে মাজাহ)

১০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمْأُ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ -

১০। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : এমন অনেক রোযাদার আছে, যাদের রোযা উপবাস ছাড়া আর কিছু নয়। আবার এমন অনেক নামাযীও আছে যাদের নামায রাত্রি জাগরণ ছাড়া কিছু নয়। (দারেমী, মিশকাত)

১১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ فَتَحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ فَتَحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغَلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسَلِسَتْ الشَّيَاطِينُ وَفِي رِوَايَةٍ فَتَحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ -

১১। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যখন রমযান মাস আসে তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। অপর বর্ণনায় আছে জাঙ্গাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। দোযখের

দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। আর শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। অপর বর্ণনায় আছে রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। (বুখারী, মুসলিম)

## যাকাত

যাকাত সম্পর্কে আয়াত

۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ط وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ج وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

১। অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা যমীন থেকে তোমাদের জন্যে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ কর না। কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না, তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে যাও! জেনে রেখ, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ। (সূরা বাকারা : ২৬৭-২৬৮)

۲- لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ح لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا ط وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

২। অর্থ : এটা (যাকাত) ঐসব গরীব লোকের জন্যে, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে যে, জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘুরাফেরা করতে পারে না। না চাওয়ার ফলে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে।

তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করো আল্লাহ তা'আলা তা অবশ্যই অবহিত। (সূরা বাকারা : ২৭৩)

۳. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَتَوْا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

৩। অর্থ : নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, সালাত কয়েম করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্যে তাদের পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে আছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (সূরা বাকারা : ২৭৭)

۴. يٰۤاٰمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ. اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ.

৪। অর্থ : যারা নেক কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কয়েম করে এবং যাকাত আদায় করে; আল্লাহ ও রাসূলের বিধান মেনে চলে। প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রতিই আল্লাহ রহমত বর্ষণ করবেন। (সূরা তাওবা : ৭১)

۵. وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجَهَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.

৫। অর্থ : আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তোমরা যাকাত দাও, যাকাত দানকারী প্রকৃতপক্ষে তার মাল বর্ধিত করে। (সূরা রুম : ৩৯)

۶. اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرٰآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَبْنِ السَّبِيْلِ ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

৬। অর্থ : যাকাত হলো কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের মন জয় করার প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্যে। ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে— এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবা : ৬০)

۷. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ط  
 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ  
 أَجْرًا ط وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

৭। অর্থ : তোমরা সালাত কয়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্যে যা কিছু আগে পাঠাবে, তা আল্লাহর কাছে উত্তমরূপে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিতরূপে পাবে। তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (সূরা মুযযামিল : ২০ আয়াতের শেষ অংশ)

যাকাত সম্পর্কে হাদীস

۱. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَوَتَهُ مِثْلَ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَيْبَتَانِ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي نَشْدَ قَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا - وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ - آيَةً.

১। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যাকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন, অথচ সে তার যাকাত আদায় করে না। কিয়ামতের দিন তার ঐ মাল একটি ভয়াবহ বিষধর সাপের রূপ ধারণ করবে, যার মাথায় থাকবে দু'টি কালো বর্ণের ফোঁটা। (কালো ফোঁটা হলো ভয়াবহ বিষধর সাপের চিহ্ন) উক্ত সাপ তার গলদেশে হাসলীর ন্যায় জড়িয়ে দেয়া হবে। তারপর সাপ উক্ত ব্যক্তির দু' চোয়াল কামড়িয়ে ধরে বলতে থাকবে : আমি তোমার মাল, আমি তোমার জমাকৃত সম্পদ। অতঃপর হজুর (সা) কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াত তিলাওয়াত করলেন : “আল্লাহ যাদেরকে সম্পদ দান করেছেন, অথচ তারা কুপণতা করে। তারা যেন এ কথা মনে না করে যে,

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সংগ্ৰহ-৩০

তাদের এ কৃপণতা তাদের জন্যে কোনো কল্যাণ আনবে। বরং তাদের জন্যে চরম ক্ষতির কারণ হবে।” (বুখারী)

২. عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ  
إِبِلٌ أَوْ بَقْرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا  
تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطْوُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا  
رَدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

২। অর্থ : হযরত আবু যার গিফারী (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে কোনো ব্যক্তির উট, গরু বা ছাগল-ভেড়া থাকবে অথচ সে তার হক (যাকাত) আদায় করবে না, নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তাকে অতি বড় ও অতি মোটাতাজা অবস্থায় আনা হবে। তারা দলে দলে তাকে মাড়াতে থাকবে তাকে নিজেদের ক্ষুর দ্বারা এবং শিং দ্বারা তাদেরকে মারতে থাকবে। যখনই তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে, পুনরায় প্রথম দল এসে তার সাথে একরূপ করতে থাকবে যতক্ষণ না মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা শেষ হয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম)

৩. عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنِ اسْتَفَادَ  
مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

৩। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি সম্পদের মালিক হয়েছে, যে পর্যন্ত না উক্ত সম্পদ তার কাছে এক বছর থাকে সে পর্যন্ত তাকে তার যাকাত দিতে হবে না। (তিরমিযী)

৪. عَنْ عَلِيٍّ (رض) أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فِي تَعْجِيلِ  
صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تُحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ.

৪। অর্থ : হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। একবার হযরত আব্বাস (রা) বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই যাকাত আদায় করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস



করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তার অনুমতি দিয়েছিলেন। (আবু দাউদ, তিরযিমী, ইবনে মাজাহ)

৫. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ (رض) إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَاعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَكَلِمَةَ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَاعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَابْيَكْ وَكِرَانِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ.

৫। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত নবী করীম (সা) যখন হযরত মুয়ায (রা)-কে ইয়েমেন পাঠিয়েছিলেন তখন তাকে বলেছিলেন তুমি আহলে কিতাবদের এক জাতির নিকট পৌছবে। তাদেরকে এই কথার সাক্ষ্য দিতে আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ তা'আলার রাসূল। তারা যদি তোমার এই কথা মেনে নেয় তারপর তাদেরকে জানিয়ে দাও যে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রাত দিনের মধ্যে পাঁচ ওয়াজ্ব নামায ফরয করেছেন। তোমার এ কথাও যদি স্বীকার করে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি তাদের ধনসম্পত্তির উপর যাকাত ফরয করেছেন দিয়েছেন। তা তাদের ধনী লোকদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে ও তাদেরই গরীব-ফকীর লোকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। তোমার এই কথাও যদি তারা মেনে নেয় তাদের উত্তম মালই যেন তুমি যাকাত বাবদ আদায় করে না নাও। আর তুমি ময়লুমের দু'আকে সব সময় ভয় করে চলবে। কেননা ময়লুমের দু'আ ও আল্লাহর মাঝখানে কোনো আবরণ নেই। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ)

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন-৩২

٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ لَمَّا تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ (رض) بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (رض) لِأَبِي بَكْرٍ (رض) كَيْفَ تَقَاتِلَ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ (رض) وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (رض) فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرًا أَبِي بَكْرٍ (رض) لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

৬। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) যখন ইস্তিকাল করলেন তারপর হযরত আবু বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হলেন আর আরব দেশের কিছু লোক কাফির হয়ে গেল, তখন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হযরত আবু বকর (রা)-কে বললেন, আপনি এ লোকদের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করতে পারেন, অথচ নবী করীম (সা) তো বলেছেন লোকেরা যতক্ষণ লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ (এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই) মেনে না নিবে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। যদি কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ স্বীকার করে, তবে তার ধন-সম্পদ ও জ্ঞানপ্রাণ আমার নিকট পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে। অবশ্য তার উপর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত। তখন হযরত আবু বকর (রা) বললেন আল্লাহর শপথ যে লোকই নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে, তারই বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব কেননা যাকাত হচ্ছে মালের হক, আল্লাহর শপথ যদি রাসূলের সময় যাকাত বাবদ দিত- এমন এক গাছি রশিও দেয়া বন্ধ

করে, তবে অবশ্যই আমি তা দেয়া বন্ধ করার কারণে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন আল্লাহর শপথ করে বলছি, তা আর কিছু নয়, আমার মনে হলো, আল্লাহ যেন আবু বকরের অন্তর বাস্তব যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং বুঝতে পারলাম যে, তাই ঠিক (তিনি নির্ভুল সিদ্ধান্তই নিয়েছেন)। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ)

## হজ্জ

### হজ্জ সম্পর্কে আয়াত

۱. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَشَابَهَ لِمَا تَرَىٰ لِلنَّاسِ وَأَمَّا ط وَأَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ  
إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ط وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ  
لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.

১। অর্থ : যখন আমি কা'বা গৃহকে মানব জাতির জন্যে সম্মিলনস্থল ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম : তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে সালাতের স্থান বানাও এবং ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াক্ফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখ। (সূরা আল বাক্বারা : ১২৫)

۲. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وَمَن  
كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

২। অর্থ : মানুষের ওপর আল্লাহর এ অধিকার যে, বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌছবার শক্তি সামর্থ্য যে রাখে সে যেন হজ্জ করে এবং যে এ নির্দেশ অমান্য করে কুফরের আচরণ করবে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ বিশ্ব প্রকৃতির ওপর অবস্থানকারীদের মুখাপেক্ষী নন। (সূরা আল ইমরান : ৯৭)

۳. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ.

৩। অর্থ : আল্লাহর সন্তোষ বিধানের জন্য যখন হজ্জ ও উমরার নিয়ত করবে, তখন তা পূর্ণ করবে। (সূরা আল বাক্বারা : ১৯৫)

৪. الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ . فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ .

৪। অর্থ : হজ্জের মাসসমূহ সকলেরই জ্ঞাত। যে ব্যক্তি এই নির্দিষ্ট মাসসমূহে হজ্জের নিয়ত করবে, তাকে এ দিক দিয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে, হজ্জকালীন সময়ে তার দ্বারা যেন কোনো পাশবিক লালসা ভৃগুর কাজ, কোনো যেনা-ব্যভিচার, কোনো রকমের লড়াই-ঝগড়ার কথাবার্তা অনুষ্ঠিত না হয়। (সূরা আল বাক্বারা : ১৯৭)

৫. إِنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا . وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ .

৫। অর্থ : নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের হজ্জ কিংবা ওমরা করবে, এই দুই পর্বতের মধ্যে দৌড়ানো তার পক্ষে কোনো পাপের কাজ নয়। আর যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা-আগ্রহ ও উৎসাহে কোনো মঙ্গলজনক কাজ করবে আল্লাহ তার সম্পর্কে অবহিত এবং তার পুরস্কার দান করবেন, তিনি সর্বজ্ঞ। (সূরা আল বাক্বারা : ১৫৮)

৬. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ . وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ . لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ . ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ .

৬। অর্থ : যখন আমি ইব্রাহীমকে বায়তুল্লাহর স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক কর না এবং আমার ঘরকে পবিত্র রাখ তাওয়াফকারীদের জন্যে, সালাতে দণ্ডায়মানদের জন্যে এবং রুকু-

সিদ্ধাকারীদের জন্যে। আর মানুষের মধ্যে হজ্জের জন্যে ঘোষণা প্রচার কর। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার দ্রুতগামী উষ্ট্রের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে। যাতে তারা তাদের কল্যাণ লাভ করে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তাঁর দেয়া জীবিকা হিসেবে চতুস্পদ জন্তু যবাই করে। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং দুঃস্থ-অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। এরপর তারা যেন দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানভ পূর্ণ করে এবং এই সুসংরক্ষিত ঘরের তাওয়াক্ব করে। এটাই কাবাঘরের বিধান। আর কেউ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোর সম্মান করল তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্যে এটাই উত্তম। (সূরা আল-হজ্জ : ২৬-২৯)

### হজ্জ সম্পর্কে হাদীস

১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

১। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি কামনা-বাসনা, স্ত্রী সঙ্গম ও আল্লাহর নাফরমানি হতে বিরত থেকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার্থে হজ্জ কার্য সমাধা করবে সে যেন মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হয়ে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করল। (বুখারী, মুসলিম)

২- عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ فَقَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ.

২। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর নবী কোন বস্তু হজ্জকে ফরয করে? হজ্জুর বললেন : নিজের এবং পোষ্যদের যাবতীয় খাওয়া-পরাণ খরচ এবং সফর খরচ (যে ব্যক্তি নিজ পোষ্যদের যাবতীয় খরচ ও মক্কা শরীফ পর্যন্ত যাতায়াত খরচ বহন করতে সক্ষম, তার উপর হজ্জ ফরয।) (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

৩- عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ اسْتَأْذَنَتَ النَّبِيَّ (ص) فِي الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُ كُنِّ الْحَجِّ.

৩। অর্থ : হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্যে অনুমতি চেয়েছিলাম। হজুর বললেন : তোমাদের (মহিলাদের) জিহাদ হলো, হজ্জ। (তোমরা হজ্জের মাধ্যমেই জিহাদের সওয়াব পাবে।) (মুসলিম)

৪. عَنْ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ (رض) أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ (ص) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ.

৪। অর্থ : হযরত আবু রাজীন উকায়লী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা একেবারেই বৃদ্ধ। হজ্জ ও ওমরা করতে যেমন তিনি অক্ষম, তেমনি সফর করার শক্তিও তার নেই। আল্লাহর রাসূল বললেন : তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও ওমরা আদায় কর। (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ)

৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِبْرُ خُبثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

৫। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমরা হজ্জ ও ওমরা পর পর সঙ্গে সঙ্গে আদায় কর, কেননা এ দু'টি কাজ দারিদ্র্য ও গুনাহ খাতা নিষ্কিহ করে দেয়। যেমন রত লোহার মরিচা ও স্বর্ণ-রৌপ্যের জঞ্জাল দূর করে দেয়। আর কবুল হওয়া হজ্জের সওয়াব জ্ঞানাত ব্যতীত কিছুই নয়। (তিরমিযী, আবু দাউদ, মুসনাদ আহমদ)

৬. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ وَفَصِلَ الرَّاحِلَةُ وَتَعَرَّضَ الْحَاجَّةُ.

৬। অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : হজ্জের ইচ্ছা পোষণকারী যেন তাড়াতাড়ি তা সমাপন করে ফেলে। কেননা সে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, তার উট হারিয়ে যেতে পারে বা তার ইচ্ছা বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। (ইবনে মাজাহ)

৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَكَمَا الْأَقْرَعُ ابْنُ حَارِثٍ فَقَالَ أَمِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَوْ وَجِبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا وَالْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَتَطَوَّعٌ.

৭। অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : হে মানবমণ্ডলী অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্য হজ্জ ফরয করে দিয়েছেন। আকরা ইবনে হারেস (একজন সাহাবী) তৎক্ষণাত দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, প্রতি বছরের জন্য? হজ্জুর বললেন : এখন যদি আমি বলে দেই হ্যাঁ, তাহলে তা তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। আর যদি তা বাধ্যতামূলকই হয়ে যায়, তাহলে তোমরা তা করতেও পারবে না এবং করার ক্ষমতাও রাখবে না। হজ্জ জীবনে একবারই করতে হবে। তবে যদি কেউ অতিরিক্ত করে তাহলে তার জন্যে তা নফল হবে। (আহমদ, নাসাঈ, দারেমী)

## তাওহীদ

তাওহীদ সম্পর্কে আয়াত

۱. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ج وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

১। অর্থ : আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরজীব, অনাদি। তাঁকে তন্দ্রা এবং নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি সবই অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তাছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর আসন আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লাস্ত করে না। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। (সূরা আল বাকারা : ২৫৫)

২. وَالْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ.

২। অর্থ : তোমাদের ইলাহ এক ও একক ইলাহ। সেই রহমান ও রহীম ইলাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নেই। (সূরা আল বাকারা : ১৬৩)

৩. شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَانِمًا ۚ بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

৩। অর্থ : আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (সূরা আলে ইমরান : ১৮)

৪. هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ.

৪। অর্থ : আসমানেও তিনি এক ইলাহ। যমীনেও তিনি এক ইলাহ। তিনি মহা বিজ্ঞানময়, মহাজ্ঞানী। (সূরা যুখরুফ : ৮৪)

৫. فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

৫। অর্থ : হে মুহাম্মদ! জেনে রেখো! আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তোমার অপরাধের জন্যে তাঁর নিকট ক্ষমা চাও এবং মুমিন নারী ও পুরুষদের জন্যেও। (সূরা মুহাম্মদ : ১৯)

৬. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.

৬। অর্থ : অতএব অতিশয় মহান ও শ্রেষ্ঠ আল্লাহ! তিনিই প্রকৃত বাদশাহ। তিনি



ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। অতিশয় সম্মানিত আরশের মালিক তিনি। (সূরা আল মু'মিনুন : ১১৬)

۷. اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

৭। অর্থ : প্রতিটি জিনিসের সৃষ্টিকর্তা কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। তিনি এক শক্তির আধার। (সূরা আর রায়াদ : ১৬)

۸. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا.

৮। অর্থ : তিনি, প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের রব। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁকেই সকল ব্যাপারে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে গ্রহণ কর। (সূরা আল মুযাম্মিল : ৯)

۹. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. وَفِي أَنْفُسِكُمْ - أَفَلَا تُبْصِرُونَ.

৯। অর্থ : পৃথিবীর প্রতিটি বিন্দুতে এবং তোমাদের নিজেদের সত্তায় রয়েছে এক লা-শরীক আল্লাহর অস্তিত্বের বিপুল নিদর্শন দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্যে। তোমরা কি তা দেখতে পাও না? (সূরা আয-যারিয়াত : ২০-২১)

۱۰. أَفَغَيَّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ.

১০। অর্থ : তারা কি চায় আল্লাহর ধর্মের পরিবর্তে অন্য ধর্ম? যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁর দিকেই সকলকে ফিরে যেতে হবে। (সূরা আলে ইমরান : ৮৩)

۱۱. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَاللَّهُ تَرْجَعُ الْأُمُورُ.

১১। অর্থ : আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর; আর আল্লাহর কাছেই সব কিছু ফিরে যাবে। (সূরা আলে ইমরান : ১০৯)

۱۲. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ

وَالنُّورَ ط ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ - هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ  
 طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ط وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ - وَهُوَ  
 اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ط يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا  
 تَكْسِبُونَ.

১২। অর্থ : প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং  
 উদ্ভব করেছেন অন্ধকার ও আলোর। তা সত্ত্বেও কাফেররা তাদের প্রতিপালকের  
 সমকক্ষ দাঁড় করায়। তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর  
 এক নির্দিষ্টকাল নির্ধারণ করেছেন। আর অপর নির্দিষ্টকাল আল্লাহর কাছে আছে।  
 তা সত্ত্বেও তোমরা সন্দেহ কর। আসমান ও যমীনে তিনিই আল্লাহ। তোমাদের  
 গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যা কর তাও তিনি অবগত  
 আছেন। (সূরা আল আন আম : ১-৩)

۱۳. مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاءُكُمْ مَا  
 أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ط إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ط أَمْرٌ إِلَّا تَعْبُدُوا  
 إِلَّا آيَاهُ ط ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

১৩। অর্থ : তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত কর।  
 সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ  
 এদের কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার  
 ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত কর  
 না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (সূরা ইউসুফ : ৪০)

۱۴. بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ  
 صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا  
 إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَا  
 تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.

১৪। অর্থ : তিনি আসমান ও যমীনের আদি স্রষ্টা। কিরূপে আদ্বাহর পুত্র হতে পারে, অথচ তাঁর কোনো স্ত্রী নেই? তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব বস্তু সম্পর্কে অবগত। তিনিই আদ্বাহ, তোমাদের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। কারও দৃষ্টি তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। কিন্তু সকল দৃষ্টি তাঁর আয়ত্তে। তিনি অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী এবং সুবিজ্ঞ। (সূরা আন'আম : ১০১-১০৩)

۱۵. لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

১৫। অর্থ : আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই। তিনি সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। (সূরা আশ শূরা : ৪)

۱۶. وَلِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَالِىَّ اللَّهُ الْمَصِيرُ.

১৬। অর্থ : আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব আদ্বাহরই এবং তাঁরই দিকে সকলকে ফিরে যেতে হবে। (সূরা আননূর : ৪২)

۱۷. إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ. رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ.

১৭। অর্থ : নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ এক। যিনি আসমান ও যমীন এবং তাদের মধ্যবর্তী সব কিছুর রক্ষক এবং পূর্বাচলের। (সূরা আস সফফাত : ৪-৫)

۱۸. رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ.

১৮। অর্থ : যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও, তবে তোমরা জেনে রাখ, তিনি আসমান, যমীন ও তাদের মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরও প্রতিপালক। (সূরা আদ দুখান : ৭-৮)

۱۹. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

১৯। অর্থ : বলুন : তিনি আল্লাহ একক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাকেও জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি এবং কেউ-ই তাঁর সমকক্ষ নয়। (সূরা ইখলাস)

তাওহীদ সম্পর্কে হাদীস

১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.

১। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মানুষ নানা বিষয়ে পরস্পর আলোচনা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে বলে বসে- আল্লাহ তো গোটা সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? কেউ যখন এরূপ প্রশ্ন অনুভব করবে, তখনই যেন সে বলে উঠে- আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, আর তাঁর রাসূলদের প্রতিও। (বুখারী, মুসলিম)

২- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ إِنِّي عِنْدَ النَّبِيِّ (ص)... قَالَ كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلِّ شَيْءٍ... -

২। অর্থ : ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। ... তিনি বললেন, সর্ব প্রথম শুধু আল্লাহ ছিলেন, তাঁর পূর্বে আর কিছুই ছিল না। তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর স্থাপিত। অতঃপর তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করলেন এবং লওহে মাহফুযে সবকিছু লিখে রাখলেন। (বুখারী)

৩- عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ.

৩। অর্থ : হযরত উবাদা বিন ছামেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এরূপ বলতে শুনেছি; যে ব্যক্তি এ ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল, তার জন্যে আল্লাহ দোষখের আঙন হারাম করে দিয়েছেন। (মুসলিম)

৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدَةً مَن أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৪। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বই তথা এক কম একশত নাম রয়েছে। যে সেগুলো আয়ত্ত ও হেফাজত করবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (বুখারী, মুসলিম)

৫. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৫। অর্থ : হযরত ওসমান বিন আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে এই বিশ্বাস নিয়ে মরবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সে অবশ্যই বেহেশতে যাবে। (মুসলিম)

৬. عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৬। অর্থ : হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ ঘোষণা দেয় এবং এরই উপর মৃত্যুবরণ করে, তবে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

৭. عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ قُلْ أَمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمَّ.

৭। অর্থ : হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি

বলেন, আমি নিবেদন করলাম হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি শিক্ষা প্রদান করুন, যে সম্পর্কে আমি আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞেস করবে না। তিনি আমাকে বললেন, বল আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর এ কথার উপর অটল অবিচল হয়ে থাকো। (মুসলিম)

۸. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرِدُّهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

৮। অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বার বার সূরা কুল হযালাহ্ আহাদ পড়তে শুনে সকাল হলে নবী করীম (সা)-এর কাছে গিয়ে তা বর্ণনা করলো। লোকটি যেন সূরা **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** এর মর্যাদাকে খাটো করছিল। নবী করীম (সা) বললেন : যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি এ সূরাটি অবশ্যই কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (বুখারী)

## ফেরেশতা

ফেরেশতা সম্পর্কে আয়াত

۱. لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

১। অর্থ : আল্লাহ তাদের (ফেরেশতাগণ)-কে যে আদেশ করেন তারা কখনো সেটার বিরুদ্ধাচরণ করে না এবং তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয়, তারা শুধু তাই পালন করে। (সূরা তাহরীম : ৬)

۲. كُلُّ أَمْنٍ بِاللَّهِ وَمَلِكْتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ.

২। অর্থ : তাদের (রাসূল ও মুমিনগণ) প্রত্যেকেই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান এনেছে। (সূরা বাক্বারা : ২৮৫)

۳. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ.

৩। অর্থ : তারা (ফেরেশতারা) দিবা রাত্রি তারই (আল্লাহর) তাসবীহ পাঠ করে, কখনো শৈথিল্য প্রদর্শন করে না। (সূরা আখিয়া : ২০)

٤- لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُونَ.

৪। অর্থ : তারা (ফেরেশতাগণ) তার (আল্লাহর) সম্মুখে কখনো কথা বলতে পারে না, বরং তারা তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। (সূরা আখিয়া : ২৭)

٥- يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهٖ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ.

৫। অর্থ : তিনি স্বীয় নির্দেশে বান্দাদের মধ্যে যার কাছে ইচ্ছা, নির্দেশসহ ফেরেশতাদেরকে এই মর্মে নাযিল করেন যে, হুঁশিয়ার করে দাও, আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। অতএব, আমাকে ভয় কর। (সূরা নাহল : ২)

٦- إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ.

৬। অর্থ : যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। (সূরা রুম : ১৭)

٧- وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَعِيدُ.

৭। অর্থ : মৃত্যু যন্ত্রণা নিশ্চিত আসবে, যা থেকে তুমি টালবাহানা করত। (সূরা কূফ : ১৯)

٨- وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ.

৮। অর্থ : অবশ্যই তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে। সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ। তারা জানে তোমরা যা কর। (সূরা ইনফিতার : ১০-১২)

### ফেরেশতা সম্পর্কে হাদীস

১। আয়েশা (রা) বলেন, “নবীজি দুই বার আল্লাহর এ বিশ্বস্ত ফেরেশতাকে (জিবরাঈল) তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেন। একবার আকাশ থেকে যমীনে অবতরণের সময়।” অন্যবার মি’রাজের রাতে উর্ধ্ব দিগন্তে। (বুখারী)

২। আয়েশা (রা) বলেন, “নবীজি জিবরাঈলকে তাঁর আসল আকৃতিতে দুই বার দেখেন।” (আহমাদ)

৩। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) নাফে থেকে বর্ণনা করেন, আমি আব্দুল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : আব্দুল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আ)-কে (বেহেশত) থেকে যমীনে নেমে যেতে বললেন, তখন ফেরেশতারা আব্দুল্লাহকে বলেন, হে আমার রব!

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ  
وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. (البقرة : ۳۰)

অর্থ : আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করতে চান, যারা সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং খুনখুনি করবে? আমরা তো আপনার তাসবীহ ও তাকদীস পালন করছি। তখন আব্দুল্লাহ বলেন, আমি যা জানি তোমরা তা জান না। (সূরা আল বাকারা : ৩০)

এরপর ফেরেশতারা আব্দুল্লাহকে বললেন : আমরা বনী আদম থেকে অধিক আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারি। আব্দুল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন : ঠিক আছে, তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে দুইজন ফেরেশতা নিয়ে আসো, যাদের যমীনে প্রেরণ করা হবে। তোমরা নিজেরাই দেখবে, তারা কিভাবে আমার আনুগত্য করে! তখন তারা 'হারুত ও মারুত' ফেরেশতাদ্বয়কে নির্বাচিত করলো। এরপর তাদেরকে যমীনে প্রেরণ করা হলো এবং সাথে সাথে যাহরাহ বা ফুলকে পরমা সুন্দরী মহিলার আকৃতি বানিয়ে তাদের কাছে প্রেরণ করা হলো। ফেরেশতাদ্বয় ঐ মহিলার কাছে মনের প্রশান্তি কামনা করলো। তখন ঐ মহিলা বললো, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাকে শিরকের কাজগুলো না বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের মনের আশা পূরণ করতে পারবো না। হারুত ও মারুত উভয়ে বললো : আব্দুল্লাহর শপথ! আমরা কখনো আব্দুল্লাহর সাথে শিরক বা অংশীদার বানাতে পারবো না। তারপর ঐ মহিলাটি চলে গেল।

এরপর ঐ মহিলাটি আবার একটি শিশু কোলে নিয়ে হারুত ও মারুত ফেরেশতাদের কাছে আসলো। হারুত ও মারুত পূর্বের মতো তাদের মনের আশা পূরণের জন্য মহিলাকে আহ্বান জানালো। মহিলাটি বললো : এই শিশুটিকে হত্যা করলে আমি তোমাদের মনের আশা পূরণ করবো। তারা বললো, আব্দুল্লাহর শপথ! আমরা এই শিশুটিকে হত্যা করতে পারবো না। এরপর মেয়েলোকটি তাদের কাছ থেকে চলে গেল।

এরপর মহিলাটি এক পেয়ালা 'মদ' নিয়ে আবার তাদের কাছে আসলো। হারুত



ও মারুত ফেরেশতা দ্বয় আগের মতো মনের আশা পূরণ করার জন্যে মহিলার কাছে আবেদন জানালো। তখন ঐ মহিলাটি বললো, যদি তোমরা এই 'মদের' পেয়ালা থেকে তা পান করো, তাহলে আমি তোমাদের মনের আশা পূরণ করবো।

তারপর হারুত ও মারুত ফেরেশতা দ্বয় মদের পেয়ালা থেকে মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় তারা ঐ মহিলার সাথে অবৈধ যৌন মিলনে অবতীর্ণ হলো। এরপর তারা শিশুটিকে হত্যা করলো। হারুত ও মারুত ফেরেশতা দ্বয়ের যখন জ্ঞান ফিরে আসলো, তখন ঐ মহিলা তাদেরকে বললো— তোমরা মদ পান করার পর সকল কাজ সম্পাদন করেছো, অথচ এর পূর্বে তোমরা এগুলো পালন করতে অস্বীকার করেছিলে। এই অপরাধের কারণে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার শান্তি অথবা আখেরাতের শান্তি ভোগ করার এখতিয়ার দিলেন। এরপর তারা দুনিয়ার শান্তি বেছে নিলেন। (আত-তাওয়াবিন ইবনে কুদামাহ আল-মাকদেসী, পৃ. ৩০, মুসনাদে আহমদ, পৃ. ১৩৪, ২য় খণ্ড; ডাকসীরে ইবনে কাসীর, পৃ. ১৩৮, ১ম খণ্ড, আল-বেদায়াহ, পৃ. ৪৩, ১ম খণ্ড; সহীহ ইবনে হিব্বান, ১৭১৭ নং হাদীস, ইবনে সিনি 'আমল আল লাইল ওয়ান নাহার' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)

## তাকদীর

### তাকদীর সম্পর্কে আয়াত

۱. اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ -

১। অর্থ : আমি প্রতিটি জিনিস তাকদীরের সাথে সৃষ্টি করেছি। (সূরা কামার : ৪৯)

۲. الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا -

২। অর্থ : যিনি আসমান ও যমীনের বাদশাহির মালিক, যিনি কাউকে সন্তান বানাননি, যার সাথে বাদশাহিতে কেউ শরীক নয় এবং যিনি প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তারপর তার তাকদীর ঠিক করে দিয়েছেন। (সূরা ফুরকান : ২)

۳. وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَىٰ ۖ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ -

৩। অর্থ : যিনি তাকদীর ঠিক করেছেন, তারপর পথ দেখিয়েছেন। যিনি গাছ-গাছড়া উৎপাদন করেছেন। (সূরা আ'লা : ৩-৪)

٤- وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ط إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دُخْرِينَ -

৪। অর্থ : তোমাদের রব বলেন, আমার কাছে দোয়া কর, আমি দোয়া কবুল করব। যারা অহংকার করে আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, তারা শীঘ্রই অপমানিত হয়ে দোযখে প্রবেশ করবে। (সূরা মুমিন : ৬০)

٥- قَالُوا الطِّيرَنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ ط قَالَ طَطَّرَكُم عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ -

৫। অর্থ : তারা বলল, আমরা তো তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে কুলক্ষণ মনে করি। জবাবে সালেহ বললেন, তোমাদের সুলক্ষণ তো আদ্বাহর হাতে। আসলে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। (সূরা নাম্বল : ৪৭)

٦- مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ز وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ط وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ج وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا -

৬। অর্থ : (হে মানুষ) যে মঙ্গলই তোমার লাভ হয় তা আদ্বাহরই দান। আর তোমার উপর যে মুসিবতই আসে তা তোমার আমলেরই ফল। (হে রাসূল!) আপনাকে আমি মানুষের জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি। এ বিষয়ে আদ্বাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। (সূরা নিসা : ৭৯)

٧- قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكُكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَكُمْ عَنْهُ ط إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ط وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ -

৭। অর্থ : শোয়াইব বললেন, হে আমার কণ্ডম! তোমরা ভেবে দেখ, আমি যদি আমার রবের পক্ষ থেকে এক সাক্ষ্যের উপর থেকে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর কাছ থেকে ভালো রিযিক দিয়ে থাকেন (তাহলে এরপর তোমাদের

পথভ্রষ্টতা ও হারাম খাওয়ার মধ্যে আমি কীভাবে শরীক হতে পারি?)। আমি চাই না যে, যেসব বিষয় থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করি তা আমি নিজেই করতে চাই তা আল্লাহর (দেয়া) তাওফীকের উপর নির্ভর করে। আমি তাঁরই উপর ভরসা করে আছি এবং সব ব্যাপারে তাঁরই দিকে ফিরে আসি। (সূরা হূদ : ৮৮)

۸. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا . اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ز  
وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ اَنْ يَّهْدِيَنِي رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا  
رَشْدًا .

৮। অর্থ : আর দেখ, কোনো জিনিস সম্পর্কে কখনো এভাবে বলবে না, নিশ্চয়ই আমি কাল এ কাজটি করব। (তুমি কিছুই করতে পার না) যদি তা আল্লাহ না চান। যদি ভুলে এমন কথা মুখ থেকে বের হয়ে যায় তাহলে সাথে সাথে তোমার রবকে স্মরণ কর এবং বল, আশা করা যায়, আমার রব এ বিষয়ে সত্যের কাছাকাছি কথার দিকে আমাকে পথ দেখাবেন। (সূরা কাহুফ : ২৩-২৪)

۹. وَمَا يَذْكُرُونَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ط هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ  
الْمَغْفِرَةِ .

৯। অর্থ : 'আল্লাহর ইচ্ছা না হলে এরা কোনো উপদেশই গ্রহণ করবে না। তিনিই তাকওয়া পাওয়ার অধিকারী এবং (যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদেরকে) তিনিই মাফ করার অধিকারী।' (সূরা মুদাসসির : ৫৬)

۱۰. قَدْ افْتَرَيْنَا عَلٰى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجَّيْنَا  
اللّٰهُ مِنْهَا ط وَمَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّعُوْذَ فِيْهَا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبَّنَا ط  
وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط عَلٰى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ط رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا  
وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ .

১০। অর্থ : (শো'আইব আরও বলেন) আল্লাহ তোমাদেরকে (তোমাদের মিল্লাত থেকে) নাজাত দেয়ার পরও যদি আমরা তোমাদের মিল্লাতে ফিরে যাই তাহলে

আমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারী হয়ে যাব। আমাদের রব আল্লাহ যদি (তা-ই) চান তাহলে আলাদা কথা। তা না হলে আমাদের পক্ষে ঐদিকে ফিরে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারেই আমাদের রবের ইলম আছে। আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করে আছি। হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের কণ্ঠের মাঝে ঠিক ঠিক ফায়সালা করে দিন। আর আপনিই তো সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী। (সূরা আ'রাফ : ৮৯)

۱۱. الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ  
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ .

১১। অর্থ : তারা ই ঐসব লোক, যাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দিই, তাহলে তারা নামায কায়ম করে, যাকাত আদায় করে, ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই হাতে। (সূরা হায্জ : ৪১)

۱۲. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ط وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ .

১২। অর্থ : যা কিছু তাদের সামনে আছে তাও তিনি জানেন এবং যা কিছু তাদের আড়ালে আছে তাও তিনি জানেন। আর সব বিষয় আল্লাহরই দিকে ফিরে আসে। (সূরা হায্জ : ৭৬)

তাকদীর সম্পর্কে হাদীস

۱. عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْأَعْمَلَ؟ قَالَ إِعْمَلُوا فِكُلُّ مِيسِرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ . وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَسِرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ . وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَسِرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ

بِالْحُسْنَىٰ فَسَنِيْسِرَةٌ لِّلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ  
بِالْحُسْنَىٰ فَسَنِيْسِرَةٌ لِّلْعُسْرَىٰ -

১। অর্থ : আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের দোযখ ও বেহেশত নির্ধারিত হয়ে আছে। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমরা আমাদের নিজ নিজ নির্ধারিত ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে কাজকর্ম ছেড়ে দেই না কেন? রাসূল (সা) বললেন, না। কাজ করে যাও। কেননা যাকে যে কাজের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্যে সেই কাজই সহজ করে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী, তাকে সৌভাগ্যজনক ও বেহেশতে যাওয়ার উপযোগী কাজ করার সামর্থ্য দান করা হয়। আর যে ব্যক্তি হতভাগা ও জাহান্নামী, তাকে জাহান্নামে যাওয়ার উপযোগী কাজ করার সামর্থ্য দেয়া হয়। অতঃপর রাসূল (সা) সূরা 'আল লাইল'-এর এই আয়াত কটি পড়লেন, 'যে ব্যক্তি সম্পদ ব্যয় করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং সর্বোত্তম বাণীর স্বীকৃতি দেয় (ইসলাম গ্রহণ করে) তাকে আমি উত্তম (জান্নাতবাসের উপযোগী জীবন যাপনের) ক্ষমতা দেব। আর যে ব্যক্তি সম্পদ ব্যয়ে কার্পণ্য করে, (আল্লাহ সম্পর্কে) বেপরোয়া হয় এবং উত্তম জীবন যাপনকে প্রত্যাখ্যান করে, তাকে আমি কষ্টদায়ক (জাহান্নামের উপযোগী জীবন যাপনের) ক্ষমতা যোগাবো। (বুখারী, মুসলিম)

۲. عَنْ أَبِي خُزَامَةَ (رض) عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ رَقِي نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَّتَدَاوِي بِهِ وَتَقَاءَةً نَّتَقِيهَا هَلْ يَرُدُّ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ هِيَ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ .

২। অর্থ : আবু খুযামা (রা) তার বাবার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (আবু খুযামার বাবা) বলেন, আমি রাসূল (সা)কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমরা আমাদের রোগব্যাধির চিকিৎসার জন্যে যে দু'আ তাবিজ ও ঔষধ ব্যবহার করি এবং বিপদ-মুসিবত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি, এগুলো কি আল্লাহর তাকদীরকে (নির্ধারিত ব্যবস্থা) ঠেকাতে পারে? তিনি জবাব দিলেন, এসব ব্যবস্থাও তো আল্লাহর তাকদীরেরই অন্তর্ভুক্ত। (তিরমিযী)

١١  
 ۱۳۰۰ رَعْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَيَسَلَّمُ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ إِنِّي أَعْلِمُكَ كَلِمَاتٍ . أَحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ  
 أَحْفَظِ اللَّهَ تَجِدَهُ تُجَاهَكَ . إِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعْنَتَ  
 فَاسْتَعِنِ بِاللَّهِ وَعَلِمَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ  
 لَّمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ  
 يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ .

৩। অর্থ : ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন যখন আমি রাসূল  
 (সা)-এর পেছনে বাহক জন্তুর পিঠে বসেছিলাম তখন তিনি বললেন, হে বালক,  
 আমি তোমাকে কয়েকটি কথা বলছি। (মনোযোগ দিয়ে শোন), তুমি আল্লাহকে  
 স্মরণ রাখ, তাহলে আল্লাহ তোমাকে স্মরণ রাখবেন। তুমি আল্লাহকে স্মরণ রাখ,  
 তাহলে আল্লাহকে তোমার সামনেই পাবে। যখন কিছু চাইবে, তখন আল্লাহর  
 কাছেই চাইবে। যখন কোন বিপদে সাহায্য চাইতে হয়, তখন আল্লাহর সাহায্য  
 চাও। আর জেনে রাখ, সমগ্র মানবজাতিও যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার কোন  
 উপকার করতে চায়, তবে ততটুকুই উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ  
 তোমার ভাগ্যলিপিতে লিখে রেখেছেন। (কারো কাছে দেয়ার মত যখন কিছু  
 নেই, তখন কোথা থেকে দেবে? সব কিছু তো আল্লাহর। তিনি যতটুকু কাউকে  
 দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন, ততটুকুই সে পায় তা সে যার মাধ্যমেই পাক।) আর যদি  
 সমগ্র মানবজাতি একত্র হয়ে তোমার কোন ক্ষতি করতে চায়, তবে তারাও  
 ততটুকুই ক্ষতি করতে পারে, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্যে নির্ধারিত করে  
 রেখেছেন। (সুতরাং তোমার একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভরশীল হওয়া উচিত  
 এবং একমাত্র আল্লাহকেই নিজের সাহায্যকারী মনে নেয়া উচিত। (মিশকাত)

۴. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ فَغَضِبَ حَتَّى إِحْمَرَ وَجْهَهُ حَتَّى

كَانَمَا فَقِي فِي وَجَنَّتِيهِ الرَّمَّانُ فَقَالَ أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُمْ  
إِلَيْكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ  
عَزِمْتُ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَنَازَعُوا فِيهِ -

৪। অর্থ : আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল (সা) আমাদের কাছে এসে দেখলেন যে, আমরা তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক করছি। তিনি খুবই রাগান্বিত হলেন, এমনকি তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল এবং তাঁর দুই গালে যেন ডালিম নিংড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা কি এজন্যে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছ, না আমি তোমাদের প্রতি এটি নিয়ে শ্রেণিত হয়েছি? তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা যখনই এ বিষয়ে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়েছে তখনই ধ্বংস হয়েছে। আমি তোমাদেরকে দৃঢ় সংকল্পের সাথে বলছি : তোমরা যেন কখনো এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত না হও। (তিরমিযী)

৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ أَمْرٌ مُبْتَدَعٌ أَوْ مَبْتَدَأٌ أَوْ فِيمَا  
قَدْ فَرِغَ مِنْهُ فَقَالَ فِيمَا قَدْ فَرِغَ مِنْهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَكُلُّ مُبَسَّرٍ  
أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلْسَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ  
مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ -

৫। অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) জিজ্ঞেস করেন, হে আব্দুল্লাহর রাসূল! আমলের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? আমরা যা করি তা কি নতুনভাবে ঘটল না পূর্বেই চূড়ান্ত হয়ে আছে? তিনি বলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তা পূর্বেই চূড়ান্ত হয়ে আছে। আর প্রত্যেকের করণীয় বিষয় আয়াসসাধ্য করে রাখা হয়েছে। সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি অবশ্যই নেকীর কাজ করে আর দুর্ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি দুর্ভাগ্যজনক কাজই করে। (তিরমিযী)

৬. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ  
 يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ  
 يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ  
 وَشَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ  
 لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ  
 فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ  
 أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا  
 ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا.

৬। অর্থ : ‘আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ  
 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ছিলেন  
 সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে সমর্থিত। তোমাদের প্রত্যেকের মূল উপাদান প্রথমে  
 চল্লিশ দিন তার মাতৃগর্ভে শুক্ররূপে, অতঃপর চল্লিশ দিন লাল জমাট রক্তপিণ্ডরূপে  
 এর পর চল্লিশ দিন গোস্তু পিণ্ডরূপে [প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ] অবস্থান করে।  
 অতঃপর আব্দুল্লাহ তা‘আলা একজন ফেরেশতাকে চারটি বিষয়সহ তার নিকট  
 প্রেরণ করেন। তখন ফেরেশতা লিখে দেন : (১) তার আমল। (সে কি কি  
 আমল করবে) (২) তার আয়ুষ্কাল, (সে কতদিন বাঁচবে এবং কখন মৃত্যুবরণ  
 করবে।) (৩) তার রিয়ক এবং (৪) সে কি ভালো না মন্দ লোক। (সে কি  
 সৌভাগ্যবান না কি হতভাগ্য।) অতঃপর তাঁর শপথ যিনি ব্যতীত অন্য কোন  
 মাবুদ নেই। (ব্যাপার হল এই যে,) তোমাদের কেউ বেহেশতীদের কাজ করতে  
 থাকে, এমনকি তার এবং বেহেশতের মধ্যে মাত্র একহাত দূরত্বের ব্যবধান  
 থাকে। ঠিক এমন সময় তার প্রতি তার তাকদীরের লেখা অগ্রবর্তী হয়, তখন সে  
 দোষীদের কাজ করতে আরম্ভ করে। ফলে সে জাহান্নামে চলে যায়। এভাবে  
 তোমাদের কেউ দোষীদের কাজ করতে থাকে, এমনকি তার এবং দোষীদের  
 মাঝখানে মাত্র একহাত দূরত্ব থাকে এমন সময় তার প্রতি তার সেই তাকদীরের



লেখা অগ্রবর্তী হয়, তখন সে বেহেশতীদের কাজ করতে থাকে। ফলে সে বেহেশতে চলে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

## শিরুক

শিরুক সম্পর্কে আয়াত

۱. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِنِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ط ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِنِكُمْ ط فَتَابَ عَلَيْكُمْ ط إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

১। অর্থ : আর যখন মুসা তাঁর জাতির লোকদের বললেন : হে আমার জাতির লোকেরা; গো বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি ষোর অনাচার করেছে। কাজেই এখন তাওবা করো স্বীয় স্রষ্টার কাছে এবং (শাস্তি স্বরূপ) নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও। তোমাদের স্রষ্টার কাছে এটাই কল্যাণকর। তারপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হলেন। নিঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আল বাকারা : ৫৪)

۲. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا . إِنَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْأَنْثَاءَ وَإِنَّ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا . لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَخْذَنْ مِنْ عِبَادِكِ نَصِيبًا مَفْرُوضًا . وَلَا ضَلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِينَهُمْ وَلَا مَرْهُمُ فَلْيَبْتِكُنْ أَذَانَ الْأَتْعَامِ وَلَا مَرْهُمُ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ط وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا . يَعِدُهُمْ وَيُمْنِيهِمْ ط وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا . أُولَٰئِكَ مَاوَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا .

২। অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। তারা তাঁর পরিবর্তে শুধু নারীর পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে যার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। শয়তান বললো, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করবো। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো। তাদেরকে আশ্বাস দিবো। তাদেরকে পশুদের কান ছিদ্র করতে বলবো এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেবো। আর যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। তারা সেখান থেকে কোথাও পালাবার জায়গা পাবে না। (সূরা আন নিসা : ১১৬-১২১)

৩. اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ط وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُو اللَّهَ عَدَاوًا بَغِيرَ عِلْمٍ ط كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

৩। অর্থ : (হে নবী) আপনি পথ অনুসরণ করুন, যার আদেশ পালনকর্তার পক্ষ থেকে আসে। তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই; এবং অংশীবাদীদের থেকে দূরে থাকুন। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তারা শিরক করতো না। আমি আপনাকে তাদের জন্যে রক্ষক (দারোগা) নিযুক্ত করিনি, আর আপনি তাদের অভিভাবকও নন। আল্লাহকে ছেড়ে যাদের তারা আরাধনা করে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাভাষণ; আল্লাহকেও গালি দেবে। এমনভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্ম সুশোভন করে দিয়েছি। অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের কাছে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যা কিছু তারা করতো। (সূরা আল আনয়াম : ১০৬-১০৮)

٤- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ.

৪। অর্থ : আর তাদের চেয়ে বড় যালেম কে হতে পারে, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে? তাদেরকে হাজির করা হবে তাদের প্রতিপালকের সামনে এবং সাক্ষীগণ বলবে : এরাই ঐ সব লোক যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিলো। শুনে রাখো যালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত রয়েছে। (সূরা হূদ : ১৮)

٥- وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا أَغْوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُم فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ.

৫। অর্থ : যে দিন (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক দাবী করতে তারা কোথায়? যাদের জন্যে শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়েছে। তারা বলবে : হে আমাদের প্রতিপালক! এদেরকেই আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম যেমন আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। আপনার কাছে আমাদের নিবেদন, এদের জন্যে আমরা দায়ী নই। তারা কেবল আমাদেরই ইবাদত করতো না। বলা হবে, তোমরা তোমাদের শরীকদের ডাকো, তখন তারা তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না এবং তারা শাস্তি স্বচক্ষে দেখবে। হায়! তারা যদি সৎপথ অনুসরণ করতো। (সূরা কাসাস : ৬২-৬৪)

٦- وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.

৬। অর্থ : যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বললেন : হে বৎস! আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। (সূরা লোকমান : ১৩)

۷. وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا  
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ  
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

৭। অর্থ : পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়ে শরীক করতে পীড়া-পীড়ি করে যার জ্ঞান তোমার নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়াতে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। যে আমার অনুগামী হয় তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে অবগত করবো। (সূরা লোকমান : ১৫)

۸. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ  
وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.

৮। অর্থ : তাঁর নির্দেশসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সেজদাহ করো না, চন্দ্রকেও না। আল্লাহকে সেজদাহ করো যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে তাঁরই ইবাদত করো। (সূরা হা-মীম সেজদাহ : ৩৭)

۹. إِنْ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.  
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا.

৯। অর্থ : নিশ্চয় জেনো, আল্লাহর সাথে শরীক বানানোর যে পাপ তা তিনি ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্য যে কোনো পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে তো উদ্ভাবন করে নিয়েছে এক গুরুতর মিথ্যা। (সূরা আন নিসা : ৪৮)

۱. مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ

بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ - سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ -  
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ.

১০। অর্থ : আল্লাহ কাউকে নিজের সন্তান বানাননি। আর দ্বিতীয় কোনো উপাস্য তাঁর সঙ্গে শরীকও নেই। যদি তাই হতো তবে প্রত্যেক মা'বুদ তার নিজের সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেতো। অতঃপর একজন অপরজনের উপর চড়াও হয়ে যেতো। মহান আল্লাহ পবিত্র সেইসব কথা হতে, যা এই লোকেরা মনগড়াভাবে বলে। প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছু তিনি জানেন। তিনি এদের কৃত সমস্ত শিরকের উর্ধ্বে অতিশয় মহান। (সূরা আল মুমিনুন : ৯১-৯২)

১১. وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.

১১। অর্থ : তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব ও ইবাদত করো। আর অন্য কোনো কিছুকেই তাঁর সঙ্গে শরীক করো না। (সূরা আন নিসা : ৩৬)

১২. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.

১২। অর্থ : হে নবী! ঘোষণা করে দিন, সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র সেই আল্লাহর যিনি না কাউকে পুত্র বানিয়েছেন, না তাঁর শাসন ও সাম্রাজ্যে কেউ শরীক আছে, আর না তিনি দুর্বল ও অক্ষম যে, কেউ তাঁর পৃষ্ঠপোষক হতে হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল : ১১১)

১৩. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّيَ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا.

১৩। অর্থ : তুমি ঘোষণা করে দাও, আমি আমার রবকে ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করি না। (সূরা জ্বিন : ২০)

শিরুক সম্পর্কে হাদীস

১. عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهِ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.

১। অর্থ : হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, সে তাঁর সাথে শিরক করে না, সে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর যে তাঁর সাথে শিরক করা অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, সে জাহান্নামে যাবে। (মুসলিম)

২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْكَبَائِرُ الْأَشْرَاطُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينِ الْغُمُوسِ.

২। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, কবীরা গোনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা ও মিথ্যা শপথ করা। (বুখারী)

৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاهُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

৩। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ থেকে বিরত থাকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে সাতটি পাপ কি কি? তিনি বললেন, এগুলো হলো, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু করা, শরীয়তের অনুমোদন ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা এবং অচেতন পবিত্র ঈমানদার মহিলাদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনা। (বুখারী ও মুসলিম)

৪. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي

مَا حَقَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَتَدْرِي مَا حَقَّهُمْ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالِي  
 أَلَا يُعَذِّبُهُمْ.

৪। অর্থ : হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম (সা) বললেন, হে মুআয তুমি কি জান বান্দার কাছে আল্লাহর কি হক আছে? মুআয বললেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন, নবী করীম (সা) বললেন : (বান্দার কাছে আল্লাহর হক হলো), সে তাঁর ইবাদত বা দাসত্ব করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার বানাবে না। তিনি (নবী সা) আবার বললেন, তুমি কি জান আল্লাহর কাছে বান্দার হক কি? মুআয ইবনে জাবাল (রা) বললেন, বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। নবী (সা) বললেন, আল্লাহর কাছে বান্দার হক হলো, আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে কষ্ট না দেয়া। (বুখারী)

৫- عَنْ مُعَاذِ (رض) أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَعُقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَوَةَ مَكْتُوبَةٍ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطِ اللَّهِ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثِبْتَ وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدْبًا وَأَخْفَهُمْ فِي اللَّهِ.

৫। অর্থ : হযরত মুআয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে দশটি বিষয় সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন যে মুআয (১) যদি তোমাকে হত্যা করা কিংবা পুড়িয়ে ফেলাও হয় তবু তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে

শরীক করবে না। (২) আর তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে তোমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ হতে ভাড়িয়েও দেয় তবু তাদের অবাধ্য হবে না। (৩) ইচ্ছাকৃতভাবে কিছুতেই তুমি ফরয নামায ত্যাগ করবে না, কেননা স্বেচ্ছায় যে ফরয নামায ত্যাগ করে তার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন দায়িত্ব থাকে না। (৪) কিছুতেই তুমি শরাব পান করবে না; কেননা শরাব হলো, সমস্ত অশ্লীল কাজের মূল। (৫) আর তুমি সব রকমের পাপকার্য হতে নিজকে দূরে রাখবে, কেননা পাপ কার্যের কারণে আল্লাহর গযব অবতীর্ণ হয়। (৬) চরম কাটাকাটির মুহূর্তেও তুমি জিহাদের ময়দান পরিত্যাগ করবে না। (৭) আর তুমি যেখানে অবস্থান করছ, সেখানে যদি মহামারী দেখা দেয়, তাহলে তুমি সেখানেই অবস্থান করবে। (৮) তুমি তোমার সাধ্যমত পরিবার পরিজনের প্রয়োজনে খরচ করবে। (৯) সন্তান-সন্ততিকে আদব শেখাতে তাদের উপর লাঠি সরাবে না। (১০) পরিবারের লোকজনকে সর্বদা আল্লাহর ব্যাপারে ভয়ভীতি প্রদর্শন করবে। (মুসনাদে আহমাদ)

## কুফর

### কুফর সম্পর্কে আয়াত

কুফর শব্দটি আরবী। এর শাব্দিক অর্থ গোপন করা, ঢেকে দেয়া। আঁধার রাতকে কাফির বলা হয়। কারণ, সে তার অন্ধকারের চাদর দিয়ে সবকিছু ঢেকে ফেলে। কৃষককেও আরবীতে কাফির বলে। কারণ, সে বীজকে জমিনের ভেতর লুকিয়ে রাখে। কুরআনী পরিভাষায় কুফর হচ্ছে ঈমানের বিপরীত শব্দ। কুফর শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাছ তা'আলাকে অস্বীকার করে এবং তার যাবতীয় অনুগ্রহ ও নিয়ামতের কথা গোপন করে, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। এভাবে প্রকৃতিগতভাবে সত্যকে সে অকৃতজ্ঞতার পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখে।

۱- كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ - هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -



১। অর্থ : তোমরা কেমন করে আল্লাহর সাথে কুফরি আচরণ করছ? অথচ তোমরা প্রাণহীন ছিলে, তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। আবার তিনিই তোমাদের জ্ঞান কবজ করবেন। এরপর তিনি আবার তোমাদেরকে জীবিত করবেন। অতঃপর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তিনিই তো ঐ (সত্তা), যিনি তোমাদের জন্য দুনিয়ার সব জিনিস সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আসমানের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং সাতটি আসমান তৈরি করলেন। আর তিনি প্রত্যেক জিনিসেরই ইলম রাখেন। (সূরা বাকারা : ২৮-২৯)

۲- اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط  
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى  
الظُّلُمٰتِ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -

২। অর্থ : 'যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরি করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।' (সূরা বাকারা : ২৫৭)

۳- اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ -

৩। অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহর চোখে দুনিয়ার সব সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে অধম তারা, যারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। এরপর তারা কোনো রকমেই তা কবুল করতে তৈরি ছিল না। (সূরা আনফাল : ৫৫)

۴- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ  
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ -

৪। অর্থ : আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে, তারা নিশ্চয়ই দোযখের আগুনে যাবে এবং সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে। এরাই হলো সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে খারাপ। (সূরা বায়্যিনাহ : ৬)

## নেফাক

নেফাক সম্পর্কে আয়াত

۱- وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ .

১। অর্থ : এরা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন এরা নিভৃতে নিজেদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি; আমরা (ওদের সাথে) নিছক ভামাশাকারী। (সূরা বাকারা : ১৪)

۲- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا .

২। অর্থ : যখন তাদের বলা হয়, তোমরা আসো আন্বাহ্ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে, তখন আপনি মুনাফিকদের দিকে লক্ষ্য করে দেখবেন যে, তারা আপনার থেকে সম্পূর্ণরূপে তাদের মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। (সূরা নিসা : ৬১)

۳- بَشِيرِ الْمُنَافِقِينَ بَأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ط أَبِيتُّغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا .

৩। অর্থ : আপনি মুনাফিকদের সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে মর্মান্তিক শাস্তি। যারা ঈমানদারগণের পরিবর্তে কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি তাদের নিকট সম্মান লাভের আশা করে? অথচ সমস্ত সম্মান আন্বাহ্‌র নিকট। (সূরা নিসা : ১৩৮-১৩৯)

۴- الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۗ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ط نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ط إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ .

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সংগ্ৰহ-৬৫

৪। অর্থ : মুনাফিক পুরুষরা ও মুনাফিক নারীরা পরস্পরের সহযোগী। এরা অসৎ কাজের নির্দেশ দেয়, সৎকাজে বাধা দেয় এবং নিজেদের হাত রুদ্ধ করে রাখে। এরা আল্লাহকে ভুলে গেছে এবং আল্লাহও এদের ভুলে গেছেন। মুনাফিকরা অবশ্যই দুর্কর্মপরায়ণ। (সূরা তওবা : ৬৭)

۵- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ ط وَيَسَّ الْمَصِيرُ -

৫। অর্থ : হে নবী! কাফেরদের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। জাহান্নাম হলো এদের বাসস্থান এবং কতো নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল! (সূরা তওবা : ৭৩)

নেফাক সম্পর্কে হাদীস

۱- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ -

১। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি- (১) কথা বললে মিথ্যা বলে, (২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে (৩) আর তার কাছে কোন আমানত রাখলে তার খেয়ানত করে। (বুখারী)

۲- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ مِّنْ كُنْ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ حَصَلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ حَصَلَةٌ مِّنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ عَدَّرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ -

২। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত নবী (সা) বলেন, চারটি দোষ যার মধ্যে থাকে সে ষাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে উক্ত দোষগুলোর কোন একটি থাকে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব থেকে যায়। (১) তার কাছে কোন আমানত রাখলে সে তার

খেয়ানত করে, (২) সে কথা বললে মিথ্যা বলে, (৩) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে ও (৪) আর সে ঝগড়া করলে গালাগালি দেয়। (বুখারী)

৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَصَلْتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مَنَافِقٍ حَسُنُ سَمْتٌ وَلَا فِيقَهُ فِي الدِّينِ -

৩। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলে খোদা (সা.) বলেছেন, এমন দু'টি গুণ আছে যা মুনাফিকের মধ্যে একত্র হতে পারে না। (১) সুস্বভাব ও (২) ধীনের যথার্থ জ্ঞান। (মিশকাত)

## রিসালাত

রিসালাত সম্পর্কে আয়াত

১. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.

১। অর্থ : প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি এই বলে তাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তাগুতের আনুগত্য পরিহার কর। (সূরা আন নাহল : ৩৬)

২. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ.

২। অর্থ : মুহাম্মদ একজন রাসূল ব্যতীত কিছু নন। তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল বিগত হয়েছেন। (সূরা আলে ইমরান : ১৪৪)

৩. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ.

৩। অর্থ : হে মুহাম্মদ বলে দাও, আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ মাত্র। তবে (পার্থক্য এই যে) আমার নিকট অহী অবতীর্ণ হয়। (সূরা কাহফ : ১১১)

৪. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ.

৪। অর্থ : তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছে, যে তোমাদের মধ্যেরই একজন। তোমাদের ক্ষতি হওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসহ কষ্টদায়ক, তোমাদের সার্বিক কল্যাণেরই সে কামনাকারী। ঈমানদার লোকদের জন্য সে সহানুভূতিসম্পন্ন ও করুণাসিক্ত। (সূরা আত তাওবা : ১২৮)

৫. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.

৫। অর্থ : হে মুহাম্মদ বল! আমার নিজের জন্য কোনো প্রকার লাভ ও ক্ষতির এখতিয়ার আমার নেই। তবে আল্লাহ চাইলে সেটা ভিন্ন কথা। (সূরা ইউনুস : ৪৯)

৬. أَوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنْذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ.

৬। অর্থ : আর এ কুরআন আমার নিকট অহী করা হয়েছে, যেন এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে তা পৌছবে তাদের সকলকে সাবধান করে দিতে পারি। (সূরা আল আন'আম : ১৯)

৭. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا - وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا.

৭। অর্থ : আর আমি আপনাকে সমস্ত মানুষের জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহ্‌ই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। (সূরা আন নিসা : ৭৯)

৮. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا.

৮। অর্থ : হে মুহাম্মদ ঘোষণা করে দাও, ওহে মানব জাতি। আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল। (সূরা আল আ'রাফ : ১৫৮)

৯. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ.

৯। অর্থ : তিনি আল্লাহ যিনি তার রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য জীবন ব্যবস্থাসহ পাঠিয়েছেন, যেন তিনি এ ধীনকে সমস্ত বাতিল ব্যবস্থাসমূহের উপর বিজয়ী করেন। (সূরা আল ফাতাহ : ২৮)

১০. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا.

১০। অর্থ : হে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠিয়েছি। (সূরা সাবা : ২৮)

۱۱. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ - عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ .

১১। অর্থ : নিঃসন্দেহে আপনি রাসূলগণের অন্যতম এবং সরল পথের উপর আছেন। (সূরা ইয়াসীন : ২-৩)

۱۲. اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيْمًا .

১২। অর্থ : হে নবী! আমরা সত্যসহ এ কিতাব আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে করে আপনি আল্লাহর শিখিয়ে দেয়া আইন-কানুন অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করতে পারেন। আর দেখুন, আপনি যেন খিয়ানতকারীদের উকিল না হয়ে পড়েন। (সূরা আন নিসা : ১০৫)

۱۳. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلٰی رَسُوْلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا .

১৩। অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন করো তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবের উপর-যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রাসূলের উপর এবং যে সব কিতাব তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর এবং যে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলদের উপর এবং পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করবে না, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। (সূরা আন নিসা : ১৩৬)

۱۴. يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ .

১৪। অর্থ : হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌছিয়ে দিন। আর যদি এরূপ না করেন- তবে তো আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা

করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (সূরা আল মায়দাহ : ৬৭)

۱۵- وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

১৫। অর্থ : রাসূলদের তো শুধু সু-সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি। অতঃপর কেউ বিশ্বাস করলে এবং সংশোধিত হলে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরা আল আনআম : ৪৮)

রিসালাত সম্পর্কে হাদীস

۱- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاءَ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ.

১। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার ইচ্ছা ও ঋহেশ (শরীয়াতের) পূর্ণ অনুগত হয়ে যায়, যা নিয়ে আমি আগমন করেছি। (শারহে সুন্নাহ, মিশকাত)

۲- عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

২। অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না, আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় হই। (বুখারী, মুসলিম)

۳- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ مَنْ شَهِدَ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ.

৩। অর্থ : হযরত উবাদাহ বিন সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এরূপ বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এ ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, তার জন্যে আল্লাহ দোষখের আশুন হারাম করে দিয়েছেন। (মুসলিম)

৪. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّكَ قَالَ أَنْظِرْ مَا تَقُولُ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لِأُحِبُّكَ ثَلَاثَ مَرَّةٍ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأَعِدْ لِلْفَقْرِ تَجَنُّافًا لِلْفَقْرِ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنْ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ.

৪। অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট এসে বলল, আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনি বললেন : তুমি যা বলছো, সে বিষয়ে আরও ভেবে দেখো। সে বলল, খোদার কসম, আমি অবশ্যই আপনাকে ভালবাসি। নবী পাকের প্রশ্নের জবাবে সে ব্যক্তি তিনবার একই কথা বলল। তখন নবী করীম (সা) বললেন : তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে দুঃখ-দারিদ্র্যের মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও। যারা আমাকে ভালবাসে, দুঃখ-দারিদ্র্য তাদের দিকে প্রাবনের চাইতেও দ্রুত বেগে এগিয়ে আসে। (তিরমিযী)

৫. عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا.

৫। অর্থ : হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে ধর্ম এবং মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট রয়েছে। (মুসলিম)

৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَالَّذِي نَفْسُ



مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ  
ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْهُ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

৬। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যার হাতে মুহাম্মদের জীবন তাঁর কসম, এই উম্মতের যে কেউই ইয়াহুদী হোক বা নাসারা আমার (নবুওয়াতের) কথা শুনে অথচ যা নিয়ে আমি আগমন করেছি তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, সে অবশ্যই দোষখের বাসিন্দা হবে। (মুসলিম)

۷. عَنْ أَبِي هَبَّاشٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي  
عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ.

৭। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার উম্মতের দ্বীনি চরিত্র বিকৃতি ও বিপর্যয়কালে আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে, তাকে একশ শহীদের পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। (তারগীব ও তারহীব)

۸. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلُ  
الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَاَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا  
مَوْضِعَ لِبْنَةٍ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَقُولُونَ هَلَّا  
وَضَعْتَ هَذِهِ اللَّبْنَةَ قَالَ فَاَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ.

৮। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উপমা হচ্ছে এরূপ : এক ব্যক্তি একটি সুন্দর ও সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করল। কিন্তু এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিল। অতঃপর লোকেরা এসে অট্টালিকাটি ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল এবং তারা বিস্মিত হয়ে বলতে থাকল ঐ ইটটি কেন লাগানো হয়নি? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : আমিই সেই ইট, আমিই সর্বশেষ নবী। (বুখারী)

۹. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى مُحَمَّدٌ.

৯। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ প্রদর্শন হচ্ছে মুহাম্মদের পথ প্রদর্শন। (মুসলিম)

### দরুদ

দরুদ সম্পর্কে আয়াত

۱. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .

১। অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নবীর উপর অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও তার জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করো এবং পরিপূর্ণ শান্তি কামনা করো। (সূরা আহযাব : ৫৬)

দরুদ সম্পর্কে হাদীস

۱. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ : أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً أَنْ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّيُ عَلَيْكَ؟ قَالَ : قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

১। অর্থ : আবদুর রহমান ইবনু আবু লাইলা বর্ণনা করেন, আমার সাথে (একবার) কা'ব ইবনু উজ্জরা (রা)-এর সাক্ষাৎ হলো। তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমার জন্য একটি হাদিয়া (উপটোকন) পেশ করবো না? (একদা) নবী

(সা) আমাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন। তখন আমরা বললাম ইয়া রাসূলান্নাহ! আমরা কিভাবে আপনাকে সালাম করবো, তা তো জানি। কিন্তু কিরূপে আপনার উপর দরুদ পড়বো? তিনি বললেন, তোমরা বলবে : “আল্লাহ্-হুয়া সাল্লি আলা-মুহাম্মাদিন ওয়াআলা আলি মুহাম্মাদিন কামা- সাল্লাইতা আলা- আলি ইবরাহীম ইন্লাকা হামীদুম মজ্বীদ। আল্লাহুয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়াআলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা আলি ইবরা-হীমা ইন্লাকা হামীদুম মাজ্বীদ।” - “হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ করো : যেমন তুমি ইবরাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গের উপর রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও শ্রেষ্ঠতম।” - “হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত দান করো যেমন তুমি ইবরাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গের উপর বরকত দান করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও শ্রেষ্ঠতম।” (বুখারী)

২। নবী করীম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ পাক তাকে দশটি রহমত দান করেন, তার দশটি গোনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং তার মর্যাদা দশ স্তর বৃদ্ধি করে দেন। (নাসাঈ)

৩। রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ পাক তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করেন। (মুসলিম)

৪। রাসূল (সা) বলেছেন, কেউ আমার প্রতি সালাম পেশ করলে আল্লাহ পাক তা আমার রুহে পৌঁছিয়ে দেন। তারপর আমি তার সালামের জবাব প্রদান করি। (আবু দাউদ)

৫। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দরুদ পাঠ করে আমি তা শ্রবণ করি এবং যে দূরে হতে দরুদ প্রেরণ করে তা আমার নিকট পৌঁছানো হয়। (বায়হাকী)

## মৃত্যু

### মৃত্যু সম্পর্কে আয়াত

۱. اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ اِنَّهُمْ مَيِّتُونَ.

১। অর্থ : নিশ্চয় আপনারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। (সূরা যুমার : ৩০)

۲. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

২। অর্থ : আপনি বলে দিন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন করছ, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে, অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের স্তানী আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন সেসব কর্ম, যা তোমরা করতে। (সূরা জুমু'আ : ৮)

৩. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا.

৩। অর্থ : প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। (সূরা মুনাফিকূন : ১১)

৪. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا.

৪। অর্থ : আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না, সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান : ১৪৫)

৫. أَيْنَ مَا تَكُونُوا بُدِرِكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ.

৫। অর্থ : তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই, যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরে অবস্থান কর, তবুও! (সূরা নিসা : ৭৮)

৬. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৬। অর্থ : প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর তোমরা কিয়ামতের দিন তোমাদের পূর্ণ প্রতিদান পাবে। (সূরা আলে ইমরান : ১৮৫)

## মৃত্যু সম্পর্কে হাদীস

১। হযরত জাবির (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ওফাতের তিন দিন পূর্বে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ না করে মৃত্যু বরণ না করে। (মুসলিম)

২। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : দুনিয়ার সুখ-সম্পদ ও স্বাদ ধ্বংসকারী মৃত্যুকে খুব বেশী করে স্মরণ কর। (তিরমিযী)

৩। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের সংকাজগুলোর কথা উল্লেখ কর এবং তাদের দুর্কর্মগুলোর কথা উল্লেখ করো না।

৪। একদা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) একজন মুমূর্ষু যুবকের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, নিজকে কেমন বোধ করছ? সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আমি আল্লাহর রহমতের আশা রাখি, সেই সাথে আমার গুনাহসমূহের ভয়

করি। তিনি বললেন, মৃত্যুকালে কোনো বান্দার অন্তরে এ দু'টি বিষয় একত্র হতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তাকে দান করেন যা আশা রাখে এবং তাকে তিনি নিরাপদ রাখেন যা থেকে সে ভয় করে। (তিরমিযী, ইবনে মাজা)

৫। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং তা আসার পূর্বেই যেন তাকে আসতে আহ্বান না জানায়। কারণ যখন সে মরে যাবে, তার নেক কাজ বন্ধ হয়ে যাবে অথচ মুমিনের দীর্ঘ জীবন নেকীই বৃদ্ধি করে। (মুসলিম)

## আখেরাত

### আখেরাত সম্পর্কে আয়াত

۱. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.

১। অর্থ : আর তোমরা সেদিনের ভয় করো, যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোনো সুপারিশও কবুল হবে না, কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও হবে না এবং কোনো রকম সাহায্যও পাবে না। (সূরা আল বাক্বার : ৪৮)

۲. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

২। অর্থ : সেই দিন (কিয়ামতের দিন) তাদের জিহ্বা তাদের হাত এবং তাদের পা তারা যা কিছু করেছে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে। (সূরা আন নূর : ২৪)

۳. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا - وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.

৩। অর্থ : এটা সেই দিন যখন কারো জন্য কিছু করার সাধ্য কারো থাকবে না, ফায়সালা সে দিন একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারে থাকবে। (সূরা আল ইনফিতার : ১৯)

۴. قُلْ لَكُمْ مِيعَادٌ يَوْمَ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ.

৪। অর্থ : বলুন হে নবী! তোমাদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট দিন নির্ধারিত করা হয়েছে যা এক মুহূর্ত আগে ও পরে করতে তোমরা সক্ষম নও। (সূরা সাবা : ৩০)

۵. ثُمَّ لَتَسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ.

৫। অর্থ : তারপর সেই দিন (কিয়ামতের দিন) তোমাদেরকে দেয়া সকল নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সূরা আত তাকাছুর : ৮)

٦. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا . وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا . وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا . يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا . بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا . يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ . فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .

৬। অর্থ : যখন পৃথিবী তার আপন কম্পনে প্রকম্পিত হবে, যখন সে তার মধ্যকার বোঝা বের করে দিবে এবং মানুষ বলবে, এর কি হলো? সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, কারণ আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল)

٧. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ . فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ . وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ . فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ . نَارُ حَامِيَةٍ .

৭। অর্থ : অতঃপর যার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, সে সুখীজীবন যাপন করবে। আর যার (নেকীর) পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়াহ। আপনি জানেন তা কি? প্রজ্জলিত আগুন। (সূরা আল-কারিয়াহ : ৬-১১)

٨. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ . وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ . وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ . يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْئِقِهِ . فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ . فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا . وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مُسْرُورًا . وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ . فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا . وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا .

৮। অর্থ : পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে এবং পৃথিবী তার গর্ভে যা আছে সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে এবং তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে। আর পৃথিবী এরই উপযুক্ত। হে মানুষ, তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌছতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে। অতঃপর তার সাক্ষাৎ ঘটবে। যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তার হিসাব-নিকাশ সহজ হয়ে যাবে এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে আনন্দচিত্তে ফিরে যাবে এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পেছন দিক হতে দেয়া হবে, সে মৃত্যুকে ডাকবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা ইনশিকাক : ৩-১২)

۹- يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ط وَمَنْ يُؤْمِنِ  
 بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ط ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَالَّذِينَ  
 كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ  
 الْمَصِيرُ .

৯। অর্থ : সেদিন অর্থাৎ সমাবেশের দিন আল্লাহ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। এ দিন হবে হার-জিতের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। যার নীচে নহর প্রবাহিত হবে আর তারা সেথায় চিরকাল বসবাস করবে। এটাই মহাসাফল্য। আর যারা কাফির এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে। কতই না মন্দ ঠিকানা এটা। (সূরা তাগাবুন : ৯-১০)

۱۰- وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ . قَالَ  
 الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا جَ أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا  
 أَغْوَيْنَا جَ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ . وَقِيلَ ادْعُوا  
 شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ جَ لَوْ أَنَّهُمْ

كَانُوا يَهْتَدُونَ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ -  
فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ.

১০। অর্থ : যে দিন আল্লাহ তাদেরকে আওয়াজ দিয়ে বলবেন : তোমরা যাদেরকে আমার শরীক দাবি করতে, তারা কোথায়? যাদের জন্যে শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়েছে, তারা বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা! এদেরকেই আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম। আমরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম, যেমন আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। আপনার কাছে আমাদের নিবেদন এই যে, এদের জন্যে আমরা দায়ী নই। তারা কেবল আমাদের ইবাদত করতো না। বলা হবে, তোমরা তোমাদের শরীকদের আহ্বান করো। তখন তারা তাদেরকে ডাকবে। অতঃপর তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না এবং তারা আযাব দেখবে। হায়! তারা যদি সৎপথ প্রাপ্ত হতো! যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন : তোমরা রাসূলগণকে কি জবাব দিয়েছিলে? অতঃপর তাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে না। (সূরা ক্বাসাস : ৬২-৬৬)

۱۱- وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا.

১১। অর্থ : কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় একাকী আসবে। (সূরা মারইয়াম : ৯৫)

۱۲- يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا - وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدًا - لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا.

১২। অর্থ : সেদিন দয়াময় আল্লাহর কাছে পরহেয়গারদেরকে সম্মানিত অতিথিরূপে সমবেত করা হবে এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। যে দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ছাড়া আর কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না। (সূরা মারইয়াম : ৮৫-৮৮)

۱۳- وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِّرَبِّهِ أَزْمَنُهُ طَيْرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا



يَلْقَهُ مَنشُورًا - اِقْرَأْ كِتَابَكَ ط كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا - مَنْ  
 اهْتَدَىٰ فَاِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ج وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ط وَلَا  
 تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرًا أُخْرَىٰ ط وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا .

১৩। অর্থ : আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার ঘাড়সংলগ্ন করেছি এবং  
 কিয়ামতের দিন বের করে দেখাবো তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায়  
 পাবে। পাঠ করো তুমি তোমার কিতাব। আর আজকের দিনে তোমার হিসাব  
 গ্রহণের জন্যে তুমিই যথেষ্ট। যে কেউ সৎপথে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের  
 জন্যেই সৎপথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যেই  
 পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। আমি কোনো রাসূল না  
 পাঠানো পর্যন্ত কাউকেই শাস্তি দেই না। (সূরা বনী ইসরাঈল : ১৩-১৫)

۱۴- وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ  
 وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ .

১৪। অর্থ : তোমরা ভয় করো সে দিনকে, যে দিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি  
 বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কারও  
 সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না। (সূরা বাকারা : ১২৩)

۱۵- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ  
 يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ط وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

১৫। অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছি, সে দিন  
 আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় করো, যে দিন বেচা-কেনা, বন্ধুত্ব এবং  
 সুপারিশ থাকবে না। আর কাফেররাই হলো প্রকৃত যালেম। (সূরা বাকারা : ২৫৪)

۱۶- وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ . وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ  
 يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ .

১৬। অর্থ : আর পার্থিব জীবনতো খেল ও তামাশা ব্যতীত কিছুই নয়, আর

মুস্বাকীদের জন্যে পরকালের বাসস্থানই উত্তম, তোমরা কি ভেবে দেখ না? (সূরা আল আনয়াম : ৩২)

۱۷. يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا - قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ .

১৭। অর্থ : এই লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, কিয়ামতের সময়টি কখন আসবে? আপনি বলে দিন যে, তার খবর কেবলমাত্র আমার রবের নিকটই রয়েছে, তাকে তার জন্য নিদিষ্ট সময়ে তিনিই প্রকাশ করবেন। (সূরা আল আরাফ : ১৮৭)

۱۸. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ .

১৮। অর্থ : পরকালের ঘরতো আমি সেই সব লোকের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেব, যারা যমীনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায় না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতেও চায় না। আর পরিণামের চূড়ান্ত কল্যাণ কেবল মুস্বাকী লোকদের জন্যই। (সূরা আল কাসাস : ৮৩)

۱۹. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ - وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ - وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ .

১৯। অর্থ : প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং তোমরা সকলে নিজ নিজ প্রতিফল পুরোপুরিভাবেই কিয়ামতের দিন পাবে। সফল হবে মূলতঃ সে ব্যক্তি যে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা পাবে ও যাকে জান্নাতে দাখিল করে দেয়া হবে। আর এই দুনিয়াতো একটি বাহ্যিক প্রতারণাময় জিনিস। (সূরা আলে ইমরান : ১৮৫)

۲۰. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ - وَنَبَلُّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً - وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ .

২০। অর্থ : প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর আমি ভালো ও মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদেরকে পরীক্ষা করছি। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে। (সূরা আখিয়া : ৩৫)

২১। **مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ - وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ.**

২১। অর্থ : যে কেউ পরকালীন ফসল চায়, তার ফসল আমি বৃদ্ধি করি। আর যে লোক দুনিয়ার ফসল পেতে চায়, তাকে দুনিয়া হতেই দান করি, কিন্তু পরকালে তার কিছুই প্রাপ্য থাকবে না। (সূরা আশ শূরা : ২০)

২২। **وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى.**

২২। অর্থ : আর আপনার জন্য ইহকাল অপেক্ষা পরকাল বহুগুনে উত্তম। (সূরা দোহা : ৪)

২৩। **وَمَا هِيَ الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ - وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.**

২৩। অর্থ : আর এই দুনিয়ার জীবন কিছুই নয়, শুধু একটি খেলা ও মন ভুলানোর ব্যাপার মাত্র। আসল জীবনের ঘরতো পরকাল। হায়, এ কথা যদি তারা জানত! (সূরা আনকাবূত : ৬৪)

২৪। **فَالْيَوْمَ لَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.**

২৪। অর্থ : আজ (হাশরের দিন) কারো প্রতি একবিন্দু যুলুম করা হবে না। আর তোমাদেরকে তেমন প্রতিফল দেয়া হবে, যেমন আমল তোমরা করতে। (সূরা ইয়াসীন : ৫৪)

আখেরাত সম্পর্কে হাদীস

১- **عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأَى عَيْنَ فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ.**

১। অর্থ : ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি কিয়ামতের দিনের দৃশ্য দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার ও সূরা ইনশিকাক পাঠ করে। (তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ)

২- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ كُنْتُ نَهَاكُمُ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُورُوهَا فَإِنَّهَا تَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ.

২। অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন : আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। হ্যাঁ, এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো। কারণ কবর যিয়ারত দুনিয়ার প্রতি অনাশক্তি সৃষ্টি করে দেয় আর পরকালের কথা অন্তরে সজীব করে তোলে। (ইবনে মাজাহ)

৩- عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاءَ عُرَاءٍ غُرًّا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ.

৩। অর্থ : হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নবীকে একথা বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন মানব জাতিকে খালি পায়, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। আমি আরয় করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমতাবস্থায় তো নারী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাবে। হুজুর (সা) বললেন : হে আয়েশা! সেদিনকার অবস্থা এত ভয়াবহ হবে যে, পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাবার কোনো কল্পনা-ই করবে না। (বুখারী, মুসলিম)

৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) هَذِهِ الْآيَةَ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا قَالَ أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَآمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى

ظَهَرَهَا أَنْ تَقُولَ عَمِلَ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهَذِهِ  
أَخْبَارُهَا.

৪। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন : **يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا** (যেদিন যমীন তার যাবতীয় খবর বলে দিবে) অতঃপর হুজুর (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা বলতে পার যমীনের সংবাদসমূহ কি কি? সাহাবীরা আরম্ভ করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-ই কেবলমাত্র জানেন। (আমরা জানি না)। হুজুর (সা) বললেন, যমীনের সংবাদ হল, যমীনের উপর নারী-পুরুষ যা কিছু ভাল-মন্দ কাজ করেছে, (কিয়ামতের দিন) যমীন তার সাক্ষ্য দিবে। যমীন বলবে, আমার বুকের পর অমুক অমুক দিনে অমুক অমুক লোক এই কাজ করেছে। হুজুর (সা) বললেন, এই হল যমীনের সংবাদ দান। (আহমাদ, তিরমিযী)

৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  
أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا  
خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَأَقْرَأُ إِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ  
مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

৫। অর্থ : আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (সা) থেকে শুনে বর্ণনা করেন। তিনি (সা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, আমি আমার সালেহ বান্দাদের জন্যে এমন সব নিয়ামত তৈরি করে রেখেছি, যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি। কোনো কান কখনো শুনেনি এবং কোনো মানুষের অন্তর কখনো কল্পনা করেনি (বর্ণনাকারী বলেন) হাদীসটি সত্যতা প্রমাণের জন্যে ইচ্ছা করলে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়ে দেখতে পারো, 'কোনো মানুষই জানে না আমি তোমাদের জন্যে কি সব চক্ষু শীতলকারী পরম নিয়ামত গুণ রেখেছি। তাদের আমলের বিনিময়ে এগুলো তাদের দান করবো। (বুখারী)

৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

النَّاسِ وَأَحْزَمُ النَّاسِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ وَأَكْثَرُهُمْ  
اسْتِعْدَادًا أَوْلَيْكَ الْأَكْيَاسُ ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ.

৬। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল হে আল্লাহর নবী (সা) লোকদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সতর্ক ব্যক্তি কে? উত্তরে নবী করীম (সা) বললেন : লোকদের মধ্যে যে মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করে এবং তার জন্য যে সবচেয়ে বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারাই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার লোক। তারাই দুনিয়ার সম্মান ও পরকালের মর্যাদা উভয়ই লাভ করতে পারে। (তিবরানী, মু'জামুস-সগীর)

۷- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَحْشُرُ  
النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَقْرَاءَ كَفْرُصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ  
فِيهَا عِلْمٌ لِأَحَدٍ.

৭। অর্থ : হযরত সাহাল ইবনে সায়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন মানব জাতিকে মথিত আটার রুটির ন্যায় লালিমাযুক্ত শ্বেতবর্ণ যমীনে একত্রিত করা হবে, যেখানে কারো কোনো ঘর বাড়ীর চিহ্ন থাকবে না। (বুখারী, মুসলিম)

۸- عَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) مَتَى السَّاعَةُ  
قَالَ وَيْلَكَ وَمَا أَعَدَدْتُ لَهَا قَالَ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا إِلَّا أَنِّي أَحِبُّ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَبْتَ قَالَ أَنَسُ فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ  
فَرِحُوا بِشَيْئٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحَهُمْ بِهَا.

৮। অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) কিয়ামত কবে হবে? রাসূল (সা) বললেন : তোমার মঙ্গল হোক, কিয়ামতের জন্য তুমি কী পাথেয় যোগাড় করছ? সে ব্যক্তি বলল, আমি তার জন্য কিছুই যোগাড় করিনি। তবে আমি আল্লাহ ও রাসূলকে ভালবাসি। রাসূল (সা)

বললেন : তুমি যাকে ভালবাসো, কিয়ামতে তুমি তারই সঙ্গে থাকবে, হযরত আনাস (রা) বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানগণ এ কথায় যত খুশী হয়েছে, তত আর কিছুতেই হননি। (বুখারী, মুসলিম)

৯. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ حَتَّى يُسْتَلَّ عَنْ خُمُسٍ عَن عُمَرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ آيِنٍ أَكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.

৯। অর্থ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) মানুষের পা একবিন্দু নড়তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা না হবে, (১) নিজের জীবনকাল সে কোন্ কাজে অতিবাহিত করেছে? (২) যৌবনের শক্তি সামর্থ্য কোথায় ব্যয় করেছে? (৩) ধন-সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে? (৪) কোথায় তা ব্যয় করেছে? (৫) জ্বরু সে (দ্বীনের) যতটুকু জ্ঞানার্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে? (তিরমিযী)

১০. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَنْ يَقْوَى عَلَى الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ يُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ عَلَيْهِ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

১০। অর্থ : আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, যে দিন সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন— “যেদিন মানুষ বিশ্বের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে” সেদিন কে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? (কারণ, সেদিনের একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হবে।) রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : (সেদিন খোদাদ্রোহী ও পাপীদের জন্যে খুবই কঠিন ও দীর্ঘ হবে কিন্তু) মুমিনের জন্যে সেদিনটি হবে খুবই হালকা, ফরয সালাত আদায় করারই মতো। (মিশকাত)

۱۱. عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّهَا ذَكَرَتْ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَا يُبْكِيْنَ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيتُ فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ أَمَا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنٍ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَّخِفُ مِيزَانُهُ أَمْ يَثْقُلُ. وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ هَاوِمٌ اقْرَأْ كِتَابِيَهْ. حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ فِي يَمِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرِي جَهَنَّمَ.

১১। অর্থ : হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি দোযখের কথা স্মরণ করে কাঁদছিলেন। তাঁর কান্না দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন; আয়েশা! কিসে তোমাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন : আমার দোযখের কথা স্মরণ হয়েছে তাই আমি কাঁদছি। ওগো! কিয়ামতের দিন কি আপনারা আপনাদের স্ত্রীদের কথা স্মরণ করবেন? তিনি বললেন : অবশ্যই তবে তিনটি জায়গায় কারো কথা কারো মনে থাকবে না, (১) মীযানের কাছে, যেখানে মানুষের আমল পরিমাপ করা হবে। তখন প্রত্যেকই এ চিন্তায় নিমজ্জিত থাকবে যে, তার পান্না ভারী হবে কি হালকা। (২) সে সময় যখন আমলনামা হাতে দেয়া হবে এবং বলা হবে তোমার রেকর্ড পড়ো। তখন সকলেই এই দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে যে, তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে নাকি পেছন দিক থেকে বাম হাতে দেয়া হবে এবং (৩) তখন, যখন জাহান্নামের উপর রাখা পুলসিরাত পার হতে হবে। (আবু দাউদ)

### খেলাফত

খেলাফত সম্পর্কে আয়াত

۱. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً.

১। অর্থ : এবং স্মরণ কর, তোমার রব যখন ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি যমীনে একজন খলীফা বানাবো। (সূরা বাকারা : ৩০)

۲. عَسٰٓى رَّبُّكُمْ اَنْ يَّهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ.



২। অর্থ : (হে বনী ইসরাঈল)! সে সময় নিকটবর্তী, যখন তোমাদের রব তোমাদের শত্রু ফেরাউনকে ধ্বংস করে তোমাদেরকে যমীনে খলীফা করবেন এবং তিনি দেখবেন তোমরা কেমন কাজ কর। (সূরা আরাফ : ১২৯)

৩- وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآرْضَ.

৩। অর্থ : সেই মহান আল্লাহই তোমাদেরকে পৃথিবীতে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করেছেন। (সূরা আনআম : ১৬৫)

৪- وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ.

৪। অর্থ : (মানবমণ্ডলী) আমি তোমাদেরকে যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্যে তার অভ্যন্তরে জীবিকার উপায়-উপকরণ সরবরাহ করেছি। (সূরা আরাফ : ১০)

৫- ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ.

৫। অর্থ : অতপর তাদের পরে আমি তোমাদেরকে যমীনে খলীফা করেছি, তোমরা কেমন কাজ কর, তা দেখার জন্যে। (সূরা ইউনুস : ১৪)

৬- وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ.

৬। অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে যমীনে খলীফা করবেন, যেমন তিনি খলীফা করেছিলেন পূর্ববর্তীদেরকে। (সূরা নূর : ৫৫)

৭- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ.

৭। অর্থ : তোমরা কি দেখতে পাও না যে, যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ তোমাদের জন্য করে দিয়েছেন? (সূরা হজ্জ : ৬৫)

৮- يُدَاوِدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ.

৮। অর্থ : হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করেছি। অতএব

তুমি লোকদের মধ্যে পরম সত্যতা সহকারে হুকুম চালাও। (সূরা ছোয়াদ : ২৬)

۹. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.

৯। অর্থ : ইবরাহীমের ধর্ম থেকে কে মুখ ফিরায়? কিন্তু সে ব্যক্তি নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করে, নিশ্চয় আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং পরকালে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা বাকারা : ১৩০)

### খেলাফত সম্পর্কে হাদীস

খেলাফতের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর জনগণকে লক্ষ্য করে বলেন :

۱- يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ ظَنَنْتُمْ أَنِّي أَخَذْتُ خِلَافَتَكُمْ رَغْبَةً فِيهَا أَوْ إِرَادَةً اسْتِثَارًا عَلَيْكُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَخَذْتُهَا رَغْبَةً فِيهَا وَلَا اسْتِثَارًا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا حَرَصْتُ عَلَيْهَا يَوْمًا وَلَا لَيْلَةً قَطُّ وَلَا سَأَلْتُ اللَّهَ سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً وَلَقَدْ تَقَلَّدْتُ أَمْرًا عَظِيمًا لَا طَاقَةَ لِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُعِينَنِي اللَّهُ وَلَوْ دَدْتُ أَنَّهَا إِلَيَّ أَيُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) عَلَى أَنْ يَعْدَلَ فِيهَا فَهِيَ إِلَيْكُمْ رَدًّا وَلَا بَيْعَةَ لَكُمْ عِنْدِي فَادْفَعُوا لِمَنْ تُحِبُّونَهُ فَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِّنْكُمْ -

১। অর্থ : হে জনগণ! তোমরা যদি ধারণা করে থাক যে, আমি নিজ আগ্রহের ভিত্তিতে তোমাদের এই খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি অথবা ইচ্ছা করে নিজে থেকে তোমাদের ও অন্যান্য সব মুসলমানদের উপর প্রাধান্য প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, তাহলে মনে রাখবে, এই কথা কিছুমাত্র সত্য নয়। যাঁর হাতে আমার প্রাণ-জীবন, সেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমি তা নিজ হতে আগ্রহ

করে গ্রহণ করিনি, নিজেকে তোমাদের বা কোনো একজন মুসলমানের তুলনায় বড় মনে করে বড় করে তোলার উদ্দেশ্যে তা গ্রহণ করিনি। আমি কখনোই তা পাওয়ার লোভ করিনি না কোনো দিনে না রাতে, এজন্য আল্লাহর নিকট কখনও প্রার্থনা করিনি, না গোপনে না প্রকাশ্যে। আসলে এটা অনেক বড় বোঝা বহনের জন্য আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে। যা বহন করার কোনো সাধ্যই আমার নেই। তবে একমাত্র ভরসা আল্লাহ যদি সাহায্য করেন। আমি বরং মনে মনে কামনা করছি, এ দায়িত্ব রাসূলে কারীম (সা)-এর অপর কোনো সাহাবীর উপর অর্পিত হোক, তিনি এ কাজে ন্যায়-নীতি অবলম্বন করবেন। তাহলে এই খেলাফত তোমাদের নিকটই ফেরত যাবে। তখন আমার হাতে করা এই বায়'আত তোমাদের উপর বাধ্যতাপূর্ণ থাকবে না। তোমরা তা তখন তোমাদের পছন্দ করা কোনো লোকের উপর অর্পণ করবে। আর আমি তোমাদের মধ্যেরই একজন সাধারণ মানুষ হয়েই থাকব।

রাসূল (সা) বলেন :

۲. مَنْ أَتَاكُمْ أَمْرُكُمْ جَمِيعَ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يَرِيدُ أَنْ يَشِقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يَفْرِقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ .

২। অর্থ : তোমরা যখন কোনো ব্যক্তির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ, তখন যদি কেউ তোমাদের নিকট সেই নেতৃত্ব দখল করার উদ্দেশ্যে আসে এবং সে তোমাদের শক্তিকে প্রতিহত করতে চায় ও তোমাদের ঐক্যবদ্ধ সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করতে সচেষ্ট হয়, তাহলে তোমরা তাকে হত্যা কর।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেন :

۳. اِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوْمُونِي أَطِيعُونِي مَا أَعْطَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِذَا عَصَيْتُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ .

৩। অর্থ : আমি ভালো করলে তোমরা আমার সাহায্য করবে। আর মন্দ করলে তোমরা আমাকে ঠিক করে দিবে। তোমরা আমার আনুগত্য করবে যতক্ষণ আমি নিজে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে থাকব। আর আমিই যদি নাফরমানি করি তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করতে বাধ্য নও। (বুখারী)

খেলাফত সম্পর্কে হযরত আলী (রা) বলেন :

٤. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَمْرَكُمْ هَذَا لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ حَقٌّ إِلَّا مَنْ أَمَرْتُمْ  
وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي دُونَكُمْ إِلَّا مَفَاتِيحُ مَا لَكُمْ مَعِيَ.

৪। অর্থ : হে জনগণ! তোমাদের এই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কিছু করার অধিকার কেবল তারই হতে পারে, যাকে তোমরা নিযুক্ত করবে। আর খলীফা হিসেবে আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আছে শুধু এই যে, তোমাদের যে মাল-সম্পদ আমার নিকট রয়েছে, তার চাবিগুলো আমার নিকট রক্ষিত।

## আল্লাহর পথে জিহাদ

আল্লাহর পথে জিহাদ সম্পর্কে আয়াত

١. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي  
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

১। অর্থ : তোমরা আল্লাহর জন্য জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে এ কাজের জন্য মনোনীত করেছেন আর ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। (সূরা আল-হজ্জ : ৭৮)

٢. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ط إِنَّ اللَّهَ  
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

২। অর্থ : তোমরা সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে, যারা সংগ্রাম করে তোমাদের বিরুদ্ধে। অবশ্য তোমরা সীমালঙ্ঘন কর না। নিশ্চয়, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আল বাক্বারা : ১৯০)

٣. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا  
عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.

৩। অর্থ : তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফিতনা দূর হয় এবং আল্লাহর ধর্ম পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি তারা বিরত হয় তবে যালিমদের ব্যতীত অপরাধ কাউকে আক্রমণ করা যাবে না। (সূরা আল বাক্বারা : ১৯৩)

٤. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ

خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

৪। অর্থ : তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হলো। অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। হতে পারে তোমাদের কাছে যা পছন্দের নয়, তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো যা তোমাদের কাছে পছন্দের, তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ ভালো জানেন, তোমরা জানো না। (সূরা আল বাক্বরা : ২১৬)

۵. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ.

৫। অর্থ : তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা এমনিই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও পরীক্ষা করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা (আল্লাহর পথে) লড়াই করতে প্রস্তুত এবং কারা ধৈর্যশীল। (সূরা আলে ইমরান : ১৪২)

۶. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ. تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

৬। অর্থ : ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার কথা বলব না, যা তোমাদেরকে ভয়াবহ আযাব থেকে রেহাই দিতে পারে? তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের জান-মাল কুরবান করে জিহাদ করবে, এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম যদি তোমরা অনুধাবন করতে পার। (সূরা আস সফ : ১০-১১)

۷. الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا.

৭। অর্থ : যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে। পক্ষান্তরে যারা কাফির তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। অতএব তোমরা শয়তানের সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো; নিঃসন্দেহে শয়তানের ষড়যন্ত্র অত্যন্ত দুর্বল। (সূরা আন নিসা : ৭৬)

۸. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا.

৮। অর্থ : তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছ না? অথচ দুর্বল-অক্ষম, নারী-পুরুষ, শিশুরা চিৎকার করে বলছে, হে আমাদের রব! যালিম অধিবাসীদের এদেশ থেকে আমাদের বের কর নাও। আর আমাদের জন্য তোমার নিকট হতে একজন পৃষ্ঠপোষক অধিপতি নিয়োগ কর এবং আমাদের জন্য তোমার নিকট হতে একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। (সূরা আন নিসা : ৭৫)

۹. انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

৯। অর্থ : তোমরা বের হয়ে পড় হালকা কিংবা ভারী সরঞ্জামের সাথে আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল-সামান ও নিজেদের জ্ঞান-প্রাণ দিয়ে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা তা বুঝ। (সূরা আত তাওবা : ৪১)

۱۰. إِنْ اللَّهُ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بَنِيَانٌ مَرْصُوصٌ.

১০। অর্থ : আল্লাহ তো ভালবাসেন সেই লোকদেরকে যারা তার পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর। (সূরা আস সফ : ৪)

۱۱. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ

وَمَنْ يَّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.

১১। অর্থ : তারা যেন আল্লাহর পথে লড়াই করে, যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে দেয়। যারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে, অতঃপর নিহত হবে, কিংবা বিজয়ী হবে, অচিরেই আমরা তাদেরকে বিরাট প্রতিদান দিব। (সূরা আন নিসা : ৭৪)

۱۲. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

১২। অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যুদ্ধ কর সেই কাফেরদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের নিকটে রয়েছে। তারা যেন তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের সঙ্গেই রয়েছেন। (সূরা আত তাওবা : ১২৩)

۱۳. قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ.

১৩। অর্থ : তোমরা কুফরি শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দেবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি দেবেন। (সূরা আত তাওবা : ১৪)

۱۴. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً.

১৪। অর্থ : আর তোমরা সকলে সমবেতভাবে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যেভাবে তারা সম্মিলিতভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। (সূরা আত তাওবা : ৩৬)

۱۵. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا

فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ط وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ط وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

১৫। অর্থ : আল্লাহ মু'মিনদের নিকট হতে তাদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে; অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি ঐ (জান্নাত দানের) সত্য প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। আর আল্লাহ অপেক্ষা নিজের ওয়াদা পূরণকারী কে আছে? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সেই লেন-দেনের উপর, যা তোমরা তাঁর সাথে করছো। আর এ হল মহান সাফল্য। (সূরা আত তাওবা : ১১১)

۱۶- فَاِذَا لَقِيْتُمْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبِ الرِّقَابِ ط حَتّٰى اِذَا اَتْخَذْتُمْوَهُمْ فِشْدُوْا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مِّنْاۢ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاۗءٌ حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ذٰلِكَ ط وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوْا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ط وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالُهُمْ.

১৬। অর্থ : যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হও, তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলো। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না শত্রু পক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে। এটাই আল্লাহর বিধান। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। (সূরা মুহাম্মদ : ৪)

۱۷- وَاَعِدُوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوْكُمْ وَاٰخِرِيْنَ مِّنْ دُوْنِهِمْ ج لَاتَعْلَمُوْنَهُمْ ج اللّٰهُ



يَعْلَمُهُمْ ط وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ.

১৭। অর্থ : আর তোমরা যতদূর সম্ভব নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে যা কিছু সংগ্রহ করতে পারো তাদের (কাফেরদের) সাথে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করে রাখো এবং (প্রস্তুত রাখো) সদাসজ্জিত পালিত ঘোড়া। যেন তার দ্বারা আল্লাহর এবং নিজেদের দুশমনদের আর অন্যান্য এমনসব শত্রুদের ভীত-শঙ্কিত করতে পার যাদেরকে তোমরা জানো না; কিন্তু আল্লাহ জানেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে তার বদলা ফিরে পাবে এবং তোমাদের সাথে জুলুম করা হবে না। (সূরা আল আনফাল : ৬০)

۱۸. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.

১৮। অর্থ : (হে নবী!) বলে দিন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়- স্বজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাবার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসেক লোকদের কখনই হেদায়েত করেন না। (সূরা আত তাওবা : ২৪)

۱۹. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

১৯। অর্থ : তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করো এবং জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু শুনে। (সূরা আল বাক্বারা : ২৪৪)

۲۰. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

২০। অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! কাফেরদের সাথে লড়াই কর, যেন শেষ পর্যন্ত ফেতনা খতম হয়ে যায় এবং ধীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহরই জন্য হয়ে যায়। পরে তারা যদি ফেতনা হতে বিরত থাকে তবে তাদের আমল আল্লাহ দেখবেন। (সূরা আল আনফাল : ৩৯)

২১. أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدُّوكُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ - اتَّخَشَوْنَهُمْ فَأَلَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

২১। অর্থ : তোমরা কি এমন লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না, যারা নিজেদের অস্বীকার ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে দেশ হতে বহিষ্কার করার সংকল্প করেছে আর বাড়াবাড়ির সূচনা তারাই করেছিল। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? তোমরা মুমিন হলে আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। (সূরা আত তাওবা : ১৩)

আল্লাহর পথে জিহাদ সম্পর্কে হাদীস

১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِه نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنْ نَّفَاقٍ.

১। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল, কিন্তু জিহাদ করল না, এমনকি জিহাদের চিন্তাও (পরিকল্পনা) করল না, সে যেন মুনাফেকীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম)

২. عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ (ص) أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ.

২। অর্থ : হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজ উত্তম? তিনি বলেন, “আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা।” (বুখারী, মুসলিম)

৩. عَنْ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ (رض) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالَ مَنْ جَهَّزَ

غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا.

৩। অর্থ : হযরত খালেদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করে দেবে, সেও জিহাদের সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদের পরিবার- পরিজনের দেখাশুনা করবে সেও জিহাদের সওয়াব পাবে। (বুখারী, মুসলিম)

৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَقُولُ مَنْ اغْبَرَتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهَمَّا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ.

৪। অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তির পদদ্বয় আল্লাহর রাস্তায় ধুলায় ধূসরিত হয়েছে, সে পদদ্বয়ের জন্য জাহান্নামের আশুন হারাম হয়েছে। (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ)

৫. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعُمُودِهِ وَذُرُورِهِ سَنَامِهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعُمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذُرُورُهُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ.

৫। অর্থ : হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম বিষয়, দ্বীনের মূল স্তম্ভ এবং তার সর্বোচ্চ চূড়া কি তা বলব না? আমি বললাম, হ্যাঁ বলুন হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বলেন : সর্বোত্তম বিষয় ইসলাম, দ্বীনের মূল স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে জিহাদ। (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

৬. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنَّكَرًا فَلْيَغْيِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ.

৬। অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায়ে কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখে, তাহলে সে যেন তা তার হাত দিয়ে ঠেকায়। আর যদি তার সে শক্তি না থাকে, তাহলে যেন মৌখিকভাবে নিষেধ করে। যদি সে মৌখিক বারণ করতেও অপারগ হয়, তাহলে যেন অন্তরে উক্ত কাজকে ঘৃণা করে। আর অন্তরে ঘৃণা পোষণ করাটা হলো, ঈমানের দুর্বলতম লক্ষণ। (মুসলিম)

৭. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (رض) قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ.

৭। অর্থ : আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, হে আল্লাহর রাসূল (সা) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ভালো কে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যে মু'মিন আল্লাহর পথে তার প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে জিহাদ করে। লোকেরা বলল, এর পরে কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজের অনিষ্টতা থেকে মানুষকে নিষ্কৃতি দেয়ার জন্য পাহাড়ের কোনো নির্জন গুহায় অবস্থান করে। (বুখারী)

৮. عَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِّنْتِكُمْ.

৮। অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমরা তোমাদের জ্ঞান, মাল ও মুখ দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো। (আবু দাউদ)

৯. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَكْفُرُ عَنِّي فَخَطَايَايَ؟ فَقَالَ

لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرَ مُدْبِرٍ ثُمَّ  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) كَيْفَ قُلْتِ؟ قَالَ أَرَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ أَتَكْفُرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ  
 مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرَ مُدْبِرٍ إِلَّا الدِّينَ فَإِنَّ جَبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ.

৯। অর্থ : হযরত আবু কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে বললেন : অবশ্যই আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনা সবচেয়ে উত্তম কাজ। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর নবী! আমি যদি আল্লাহর পথে জিহাদ করে মৃত্যুবরণ করি, তাহলে কি আমার পূর্বের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে? রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন : হ্যাঁ, তুমি যদি আল্লাহর পথে দৃঢ়তার সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হও এবং ময়দান ছেড়ে পালাবার চেষ্টা না করে মৃত্যুবরণ কর, তাহলে অবশ্যই তোমার গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ খেমে হুযর (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : ওহে, তুমি আমাকে কি প্রশ্ন করেছিলে? লোকটি বলল : হুজুর! আমি যদি আল্লাহর পথে জিহাদ করে মৃত্যুবরণ করি, তাহলে কি আমার পূর্বের যাবতীয় গোনাহ মাফ হয়ে যাবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : হ্যাঁ, তুমি আল্লাহর দূশমনদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হও এবং মৃত্যুবরণ কর তাহলে তোমার যাবতীয় গোনাহ মাফ হয়ে যাবে তবে কারও ঋণ থাকলে মাফ হবে না। এইমাত্র জিব্রাইল (আ) এ কথাটি আমাকে বলে গেলেন। (মুসলিম)

১০. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ  
 قَالَ كَلِمَةً حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

১০। অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যালিম ও অত্যাচারী শাসকের সামনে হক (সত্য) কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ। (ইবনে মাজাহ)

১১. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ مِنْ مُسْلِمٍ فَوَاقٍ نَاقَةَ وَجَبَ لَهُ الْجَنَّةُ.

১১। অর্থ : হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন : যে মুসলিম ব্যক্তি উটের দুধ দোহনের সমপরিমাণ সময় (অল্প সময়ও) আল্লাহর পথে লড়াই করে, তার জন্যে জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। (তিরমিযী)

۱۲. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ لَعْدُوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

১২। অর্থ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আল্লাহর পথে একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম। (বুখারী)

### আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়

আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় সম্পর্কে আয়াত

۱. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ.

১। অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা দান কর; আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে সেদিন আসার পূর্বেই যেদিন বেচাকেনা, কোনো বন্ধুত্ব এবং কোনো সুপারিশ চলবে না। (সূরা আল বাকারা : ২৫৪)

۲. الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ - وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

২। অর্থ : যারা সচ্ছল অবস্থায় ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, যারা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে, এসব নেককার লোককেই আল্লাহ ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান : ১৩৪)

۳. وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

৩। অর্থ : তারা অল্প বা বেশী যা কিছু খরচ করুক না কেন কিংবা কোনো

উপত্যকাই অতিক্রম করুক না কেন এসব তাদের নামে রেকর্ড করা হয় যাতে তারা যা করেছে তার সর্বোত্তম প্রতিদান আল্লাহ তাদের দিতে পারেন। (সূরা আত তাওবা : ১২১)

৪. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ط وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

৪। অর্থ : এমন কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে? তাহলে আল্লাহ তাকে তা দ্বিগুন-বহুগুনে বৃদ্ধি করে দিবেন। আর আল্লাহই হ্রাস বৃদ্ধি করেন এবং তারই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে। (সূরা আল বাকারা : ২৪৫)

৫. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

৫। অর্থ : যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। আবার প্রত্যেকটি শীষে একশো করে দানা থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুনে বৃদ্ধি করে দেন। আর আল্লাহ অতি প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা : ২৬১)

৬. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ط لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.

৬। অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা দানের কথা প্রচার করে এবং দানকারীকে কষ্ট দিয়ে নিজেদের দানকে বরবাদ কর না সে ব্যক্তির মতো যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব, এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মতো যার

উপর কিছু মাটি পড়েছিল। অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা ঐ বস্তুর কোনো সাওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (সূরা আল বাকারা : ২৬৪)

৭. الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

৭। অর্থ : যারা নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাতে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। সুতরাং তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (সূরা আল বাকারা : ২৭৪)

۸. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۗ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

৮। অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন করো এবং আমি যা তোমাদের জন্যে জমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ কর না। কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও! জেনে রাখো, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার (কার্পণ্যের) নির্দেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদের নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ বড়ই উদার হস্ত এবং সর্বজ্ঞ। (সূরা আল বাকারা : ২৬৭-২৬৮)

۹. قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَافٌ.



৯। অর্থ : আমার বান্দাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী (হে নবী!) তাদেরকে বলে দিন সালাত কায়ম করতে এবং আমি তাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে সেই দিনের পূর্বে যেদিন কোনো বেচা-কেনা এবং বন্ধুত্ব থাকবে না। (সূরা ইবরাহীম : ৩১)

১০. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ط  
فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا  
اِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ.

১০। অর্থ : নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফির, তারা তাদের ধন-সম্পদ আপ্লাহর পথে বাধা সৃষ্টির জন্যে ব্যয় করে থাকে। তারা এখন আরও ব্যয় করবে। তারপর তাই তাদের জন্যে আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে। আর যারা কাফির, তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। (সূরা আল আনফাল : ৩৬)

১১. يَاۤٓٓهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَلْهٰكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ  
اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْۙ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ. وَاَنْفِقُوْا مِّنْ مَّا  
رَزَقْنٰكُمْ مِّنۢ مَّۤ اٰتٰٓءٍ قَبْلِۙ اَنْ يَّۤاْتِيَۙ اَحَدُكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُوْلُ رَبِّ لَوْلَاۤ اٰخِرْتِنِيْ  
اِلَىٰۤ اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَدَّقَ وَاَكُنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

১১। অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেনো তোমাদেরকে আপ্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। এ কারণে যারাই গাফেল হয়, তারাই তো হবে ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সাদাকা করতাম এবং সং কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (সূরা আল মুনাফিকুন : ৯-১০)

১২. اِنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ. فَاتَّقُوا  
اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاَسْمَعُوْا وَاَطِيعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ط

وَمَنْ يوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اِنْ تَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ.

১২। অর্থ : তোমাদের ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সমৃদ্ধি তো তোমাদের জন্যে পরীক্ষারূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। অতএব আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর, তাঁর আদেশ শুনো, তাঁর আনুগত্য কর ও ব্যয় কর, এতে তোমাদের নিজেদের জন্যে রয়েছে কল্যাণ। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তাহলে তিনি তোমাদের জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, সহনশীল। (সূরা আত্ তাগাবুন : ১৫-১৭)

১৩. هَاتِمٌ هُوَ لَا تَدْعُونَ لِنَفْسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ - فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ - وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ - وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ - وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ - ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ.

১৩। অর্থ : তোমরা তো এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহর সাথে খরচের জন্যে আহ্বান জানানো হচ্ছে অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতার আশ্রয় নেবে, তার পরিণামে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। অথচ তোমরাই তার মুখাপেক্ষী। যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোনো সম্প্রদায়কে এ কাজের দায়িত্ব দেবেন, অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না। (সূরা মুহাম্মদ : ৩৮)

১৪. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ.

১৪। অর্থ : তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলোকে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। (সূরা আলে ইমরান : ৯২)

১৫. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ -

أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا - وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ - مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ.

১৫। অর্থ : আল্লাহর পথে খরচের ব্যাপারে তোমাদের আপত্তির এমন কি কারণ থাকতে পারে? অথচ আসমান ও যমীনের সবকিছুর মালিকানা আল্লাহর। তোমাদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর পথে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছে এবং খরচ করেছে বিজয়ের আগে, বিজয়ের পরে খরচকারী এবং লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের সমান হতে পারে না। পরবর্তীদের চেয়ে পূর্ববর্তীগণের মর্যাদা অনেক বেশী। অবশ্য আল্লাহ সবার জন্যে উত্তম পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন। আল্লাহকে উত্তম করজ দেবার মত কেউ আছে কি? যদি কেউ এভাবে করজ দিতে এগিয়ে আসে তাহলে আল্লাহ তাকে অনেক গুন বেশী প্রতিদান দেবেন। তার জন্যে রয়েছে আরও সম্মানজনক প্রতিদান। (সূরা আল হাদীদ : ১০-১১)

١٦- اِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمًا هِيَ جَ وَإِنْ تَخْفَوْهَا وَتَوْتَوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُومٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ط وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ط وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ط وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.

১৬। অর্থ : যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করো, তবে তো ভালো; আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবীদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরও ভালো। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করে দিবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা'আলা তার খবর রাখেন। তাদেরকে সৎপথে আনার দায়-দায়িত্ব তোমার নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, তা নিজের উপকারের জন্যেই কর। আল্লাহর সম্মতি

ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যয় কর না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় কর, তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি কোনোরূপ অবিচার করা হবে না। (সূরা আল বাকারা : ২৭১-২৭২)

**আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় সম্পর্কে হাদীস**

১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلَا تُمَهِّلَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا لِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ -

১। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর নবী! কোন অবস্থায় দান ফলাফলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম? রাসূল (সা) বললেন : তোমার সুস্থ ও উপার্জনক্ষম অবস্থায় দান। যখন তোমার দারিদ্র্য হওয়ারও ভয় থাকে এবং ধনী হওয়ারও আশা থাকে। তুমি নিয়তই দান-খয়রাত করতে থাকবে। এমনকি তোমার প্রাণ গ্রীবাদেশে পৌছা পর্যন্ত বলতে থাকবে অমুকের জন্যে এটা তমুকের জন্যে এটা আর তোমার বিশ্বাস আছে যে তা পৌছান হবে। (বুখারী, মুসলিম)

২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ اعْطِ مَنَفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا.

২। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যখনই আল্লাহর বান্দারা প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে, তখনই দুইজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তন্মধ্যে একজন বলতে থাকেন হে আল্লাহ! তুমি দাতা ব্যক্তিকে প্রতিদান দাও। আর অন্যজন বলতে থাকেন, হে আল্লাহ! কৃপণ ব্যক্তিকে ধ্বংস কর। (বুখারী, মুসলিম)

৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ .

৩। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান করতে থাক আমিও তোমাকে দান করব। (বুখারী, মুসলিম)

৪. عَنْ أَبِي يَحْيَى خَرِيمِ ابْنِ فَاتِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُنِبَ لَهُ سَبْعَ مِائَةِ ضَعْفٍ .

৪। অর্থ : আবু ইয়াহইয়া খারীম ইবনে ফাতিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে আল্লাহর পথে একটি জিনিস দান করল, তার জন্যে সাত শত গুন সওয়াব লিখা হবে। (তিরমিযী)

৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لِأَسْرَنِي أَنْ يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ الدِّينَ .

৫। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আমার নিকট যদি উছদ পাহাড় পরিমাণও স্বর্ণ থাকে, তাহলে তিন রাত অতিবাহিত হওয়ার পরও তার সামান্য কিছু আমার কাছে অবশিষ্ট থাকুক তা আমি পছন্দ করি না। তবে হ্যাঁ আমার দেনা পরিশোধের জন্য সামান্য যেটুকু প্রয়োজন। (কেবলমাত্র সেটুকু রেখে বাকী আল্লাহর কাছে দান করে দেব)। (বুখারী)

৬. عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ .

৬। অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যদি কোনো মুসলমান ব্যক্তি একটি বৃক্ষ রোপণ করে কিংবা শস্য বপন করে। অতঃপর তা থেকে কোনো মানুষ, পাখী কিংবা জানোয়ার কিছু ডক্ষণ করে, তাহলে অবশ্যই তা তার জন্যে দানরূপে গণ্য হবে। (বুখারী, মুসলিম)

৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَضَّعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ -

৭। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : দান-খয়রাতে সম্পদ কমে না এবং ক্ষমা দ্বারা আল্লাহর বান্দার ইয়যত-সম্মান বাড়িয়ে দেন। আর যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে সম্মত করেন। (মুসলিম)

৮. عَنْ ثَوْبَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٍ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٍ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

৮। অর্থ : হযরত সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মানুষের ব্যয়কৃত দীনারের (টাকার) মধ্যে সর্বোত্তম দীনার হলো তা, যা সে তার পরিবারের প্রয়োজনে ব্যয় করে, আর জিহাদের উদ্দেশ্যে রক্ষিত পশুর জন্য ব্যয় করে এবং জিহাদরত সঙ্গীদের জন্য ব্যয় করে। (মুসলিম)

## ইসলামী রাজনীতি

ইসলামী রাজনীতি সম্পর্কে আয়াত

۱. اِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ - وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا -

১। অর্থ : নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি পূর্ণ কুরআন শরীফ পরম সত্যতার সাথে এজন্যেই নাযিল করেছি যে, তুমি সে অনুযায়ী মানুষের উপর আল্লাহর-প্রদর্শিত

পছায় রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এবং বিচার-ফায়সালা করবে। (কুরআনকে যারা এ কাজে ব্যবহার করতে চায়নি, তারা এ মহান আমানতের খিয়ানত করে) তুমি এ খিয়ানতকারীদের সাহায্য ও পক্ষ সমর্থনকারী হয়ো না। (নিসা : ১০৫)

۲. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ.

২। অর্থ : সাবধান! সৃষ্টি তারই, এর উপর প্রভুত্ব চালাবার, একে শাসন করার অধিকারও একমাত্র তাঁরই। (সূরা আরাফ : ৫৪)

۳. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.

৩। অর্থ : তারা কি জাহিলিয়াতের ফায়সালা চায়? অথচ বিশ্বাসীদের জন্যে আল্লাহর চেয়ে উত্তম ফায়সালাকারী আর কে হতে পারে? (সূরা মায়দা : ৫০)

۴. الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ.

৪। অর্থ : তিনি রাজ্যাধিপতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদানকারী, প্রতাপশালী, শক্তি বলে নির্দেশ জারি করেন, বিপুল মহিমার অধিকারী ও মহত্বের মালিক। (সূরা হাশর : ২৩)

۵. وَإِنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ.

৫। অর্থ : আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মানুষের মধ্যে ফায়সালা কর, তাদের মনের খেয়ালখুশী ও ধারণা-বাসনা অনুসরণ কর না। (সূরা মায়দাহ : ৪৯)

۶. لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ تَرْجَعُ الْأُمُورُ.

৬। অর্থ : আসমান ও যমীনের বাদশাহী তাঁরই, সকল ব্যাপার তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হয়। (সূরা হাদীদ : ৫)

۷. وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ.

৭। অর্থ : আল্লাহ ফায়সালা করেন। তাঁর সিদ্ধান্ত রদ করার বা পুনর্বিবেচনা করার কেউ নেই। (সূরা রাদ : ৪১)

۸. إِنَّهُ هُوَ بِيَدِي وَيُعِيدُ - وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ.  
فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ.

৮। অর্থ : তিনিই প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনিই পুনর্বার জীবিত করবেন, তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, তিনি রাজ্য-সিংহাসনের একচ্ছত্রাধিপতি। তিনি যা ইচ্ছে তাই করেন। (সূরা বুরাজ : ১৩-১৬)

۹. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.

৯। অর্থ : তুমি কি জান না যে, আকাশ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহর? (সূরা বাক্বারা : ১০৭)

۱۰. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ.

১০। অর্থ : আকাশ থেকে যমীন পর্যন্ত সকল কিছুর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা একমাত্র তিনিই করেন। (সূরা সিজদা : ৫)

۱۱. تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

১১। অর্থ : সকল বরকত মহিমা সেই মহান সত্তার। রাজত্ব যার হাতের মুঠোয়, তিনি সকল জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান। (সূরা মুলক : ১)

۱۲. وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ - وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا.

১২। অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং তদনুযায়ী সৎকাজ করেছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদেরকে তিনি পৃথিবীর কর্তৃত্ব দান করবেন, যেভাবে তোমাদের পূর্বকার লোকদেরকে তিনি দান করেছিলেন। আর যে দ্বীনকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, তার শিকড়কে গভীর তলদেশে বদ্ধমূল করে দেবেন এবং তাদের ভয়ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তা দ্বারা বদলে দিবেন। (নূর : ৫৫)



## ইসলামী রাজনীতি সম্পর্কে হাদীস

১. كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ نَبَأٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَخَيْرٌ مَّا بَعْدَكُمْ وَحَكْمٌ بَيْنَكُمْ وَهُوَ فَصْلٌ لَيْسَ بِالْهَزْلِ .

১। অর্থ : আল্লাহর-কুরআন আল্লাহর দেয়া বিধানই বাঁচবার একমাত্র উপায়। তাতে অতীতের জাতিগুলোর ইতিহাস আছে, ভবিষ্যতের মানব বংশের অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এবং বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের পারম্পরিক বিষয় সম্পর্কীয় রাষ্ট্রীয় আইন কানুনও তাতে রয়েছে। বস্তুতঃ তা এক চূড়ান্ত বিধান, তা কোনো বাজে জিনিস নয়। (তিরমিযী)

২. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدِلَ وَمَنْ عَصَمَ بِهِ فَقَدْ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

২। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি এই বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করবে, সে তার প্রতিফল লাভ করবে। যে তার অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, তার শাসন সুবিচার পূর্ণ হবে এবং যে তাকে আঁকড়িয়ে ধরবে, সে সঠিক এবং সত্যিকার কল্যাণের পথে পরিচালিত হতে পারবে।

৩. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذُوا الْعَطَاءَ مَا دَامَ عَطَاءٌ فَإِذَا صَارَ رِشْوَةً عَلَى الدِّينِ فَلَا تَأْخُذُوهُ وَلَسْتُمْ بِتَارِكِيهِ يَمْنَعُكُمُ الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ إِلَّا إِنْ رَحَا الْإِسْلَامَ دَائِرَةً فَدُورُوا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ إِلَّا إِنْ الْكِتَابُ وَالسُّلْطَانُ لَيَفْتَرِقَانِ فَلَا تُفَارِقُوا الْكِتَابَ إِلَّا إِنَّهُ سَيَكُونُ أَمْرَاءُ يَقْضُونَ لَكُمْ فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ يُضْلِكُمْ وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ. قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ عِيسَى نُشِرُوا بِالْمِنْشَارِ

وَحَمِلُوا عَلَى الْخَشَبِ مَوْتٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ حَيَاةٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৩। অর্থ : হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন : দান উপটোকন গ্রহণ করতে পারো, যতক্ষণ পর্যন্ত তা দান উপটোকন থাকে। কিন্তু তা যদি দ্বীনের ব্যাপারে ঘুমের পর্যায় পড়ে, তবে তা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারবে না। সম্ভবতঃ তোমরা তা পরিত্যাগ করতে পারবে না। দারিদ্র্য ও অনশন তা গ্রহণ করতে তোমাদের বাধ্য করবে। তবে জেনে রেখো! ইসলামের চাকা প্রতিনিয়ত ঘুরেই চলবে। সাবধান! তোমরা কুরআনের সঙ্গে থাকবে। সাবধান! কুরআন ও শাসন ক্ষমতা অচিরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তোমরা কিন্তু আল্লাহর কিতাবের সঙ্গ ত্যাগ করবে না। সাবধান! অচিরেই এমন সব লোক তোমাদের শাসক হয়ে বসবে, যারা তোমাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত ফায়সালা করবে, তখন তোমরা যদি তাদের আনুগত্য করো, তবে তারা তোমাদের গোমরাহ করে ছাড়বে। আর যদি তাদের অমান্য করো, তবে তারা তোমাদের হত্যা করবে। হাদীস বর্ণনাকারী একথা শুনে রাসূলে খোদা (সা)-কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। তখন আমরা কি করবো? তিনি বললেন, তোমরা তখন তাই করবে, যা করেছিলো ইসার (আ) সঙ্গী সাথীরা। তাদেরকে কব্রাত দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছিলো এবং গুলিবদ্ধ করা হয়েছিলো। খোদার নাফরমানি করে বেঁচে থাকার চেয়ে খোদার অনুগত থেকে জীবন দান করা উত্তম। (আল মুজাম্মুস-সগীর)

## নির্বাচন প্রথা

নির্বাচন প্রথা সম্পর্কে আয়াত

۱- يٰۤاٰدُوۤا۟ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحۡكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يُّضِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ .

১। অর্থ : হে দাউদ! নিশ্চয় আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা হিসেবে প্রেরণ করেছি। সুতরাং তুমি মানুষের মধ্যে সঠিক বিচার ফায়সালা কর। আর কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, তাহলে আল্লাহর সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে। যারা

আল্লাহর সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। কারণ হিসাবের দিনকে তারা ভুলে আছে। (সূরা ছোয়াদ : ২৬)

۲- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

২। অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা সুবিচার প্রতিষ্ঠার পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াও। আল্লাহর জন্যে সাক্ষ্যদাতা হয়ে দাঁড়াও। (সূরা আন নিসা : ১৩৫)

۳- قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ

৩। অর্থ : ইউসুফ বলল, আমাকে দেশের যাবতীয় ধন-সম্পদের উপর দায়িত্বশীল বানিয়ে দাও, আমি অধিক সংরক্ষণকারী ও বিষয়টি সম্পর্কে অধিক অবহিত। (সূরা ইউসুফ : ৫৫)

۴- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا

৪। অর্থ : আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যখন কোনো বিষয়ে আদেশ করেন-চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেন, তখন কোনো মুমিন পুরুষ-স্ত্রীর জন্যে তাদের ব্যাপার সংক্রান্ত এই হুকুম বা ফায়সালা মেনে নেওয়া-না-নেওয়ার কোনো ইখতিয়ার থাকতে পারে না। যদি কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে, তাহলে সে সুস্পষ্ট গুমরাহির মধ্যে পড়ে গেল। (সূরা আল আহযাব : ৩৬)

۵- يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

৫। অর্থ : তোমাদের মধ্য থেকে কেবল তারাই হুকুম চালাবে, যারা সুবিচার নীতির অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের ধারক ও অনুসারী। (সূরা আল মায়দাহ : ৯৫)

۶- وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا - اِعْدِلُوا - هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ - إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

৬। অর্থ : নির্দিষ্ট কোনো জাতির বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে তাদের প্রতি অবিচার করতে উদ্বুদ্ধ না করে। তোমরা নির্বিশেষে সকলের প্রতি সুবিচার কর, কারণ, তা

ভাকওয়ার 'খোদাতীতির' অধিক নিকটবর্তী। (জেনে রেখো) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন। (সূরা আল মায়দাহ : ৮)

۷. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ - إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ.

৭। অর্থ : আর মানুষের পরস্পরের মধ্যে যখন কোনো ব্যাপারে তোমরা ফায়সালা করবে পূর্ণ সুবিচার ও নিরপেক্ষ ইনসাফের সাথে ফায়সালা করো, আল্লাহ তোমাদেরকে কতই না ভালো কাজের উপদেশ দিচ্ছেন! (সূরা আন নিসা : ৫৮)

নির্বাচন প্রথা সম্পর্কে হাদীস

۱. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَايَعَ أَمِيرًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ.

১। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : মুসলিম জনগণের সাথে পরামর্শ না করে তাদের মত জেনে না নিয়ে কেউ কাউকে নেতা হিসেবে বাইয়াত করলে বা মেনে নিলে তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। (মুসনাদে আহমাদ)

۲. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمْرُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهَرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا.

২। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : তোমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হলে তোমাদের জীবন মৃত্যুর তুলনায় শ্রেয়। (তিরমিযী)

۳. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الْأَمْرِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ.

৩। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যারা পদকে ভীষণভাবে অপছন্দ করে। অতঃপর যখন তাতে সংশ্লিষ্ট হয়, তখন তোমরা তাদেরকে সর্বোত্তম লোক হিসেবে পাবে। (বুখারী, মুসলিম)

۴. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا تَسْتَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

৪। অর্থ : হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেছেন : তুমি নেতৃত্ব নিবে না। কেননা তুমি যদি চেয়ে নেতৃত্ব লাভ কর তাহলে তোমাকে উক্ত পদের হাওয়াল করা হবে। (সে অবস্থায় তুমি আল্লাহর কোনো সাহায্য পাবে না।) আর যদি কোনো রকম প্রার্থনা করা ব্যতীত তুমি নেতৃত্ব লাভ কর, তাহলে আল্লাহর তরফ হতে তোমাকে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করা হবে। (বুখারী, মুসলিম)

### মুমিন জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

মুমিন জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে আয়াত

۱. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

১। অর্থ : আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদত করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত : ৫৬)

۲. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

২। অর্থ : নিশ্চয়ই আমি আমার লক্ষ্যকে ঐ সত্তার জন্য স্থির করে নিয়েছি, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের মধ্যে शामिल নই। (সূরা আনয়াম : ৭৯)

۳. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ.

৩। অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে। অতঃপর তারা (দুশমনদের) মারে এবং নিজেরাও মরে (শহীদ হয়)। (সূরা তাওবা : ১১১)

۴. أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ.

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সংগ্ৰহ-১১৬

৪। অর্থ : তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না। (সূরা হা-মীম আস-সাজ্জদা : ১৪)

۵. يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ.

৫। অর্থ : হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। (সূরা হূদ : ৫০)

۶. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

৬। অর্থ : তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত; মানব জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। (সূরা আলে ইমরান : ১১০)

۷. قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

৭। অর্থ : (হে নবী!) আপনি বলুন : নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ সবকিছু বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। (সূরা আনয়াম : ১৬২)

۸. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ.

৮। অর্থ : (হে নবী!) আপনি তাদেরকে বলে দিন : আমি নিষ্ঠার সাথে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। (সূরা যুমার : ১১)

۹. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.

৯। অর্থ : এইরূপে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত হিসেবে প্রেরণ করেছি যাতে তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হতে পার। (সূরা আল বাকারা : ১৪৩)

۱۰. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا

فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

১০। অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অনুসন্ধান করো এবং তাঁর পথে জিহাদ করো। আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে। (সূরা মায়দাহ : ৩৫)

۱۱. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ط وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ.

১১। অর্থ : মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে বিক্রিয়ে দেয়। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। (সূরা বাক্বারা : ২০৭)

۱۲. وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا.

১২। অর্থ : যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে সবকিছু আল্লাহরই। আর এসব কিছুকেই আল্লাহ পরিবেষ্টন করে আছেন। (সূরা নিসা : ১২৬)

۱۳. وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَا حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ.

১৩। অর্থ : অথচ তাদেরকে তো কেবল এই আদেশ প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা বিস্তুদ্ধ চিন্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে। আর নামায কায়ম করবে এবং যাকাত দেবে এটাই সঠিক ধীন। (সূরা বায়্যিনাহ-৫)

মুমিনের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে হাদীস

۱. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ.

১। অর্থ : হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালবাসে, আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করে, আল্লাহর জন্য দান করে এবং আল্লাহর জন্য দান করা থেকে বিরত থাকে, সে তার ঈমানকে পূর্ণ করেছে। (বুখারী)

۲. عَنْ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاقَ طَعَامَ الْإِيمَانِ مِنْ رِضَىِ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا.

২। অর্থ : হযরত আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে তার রব, ইসলামকে ধীন (জীবন বিধান) এবং মুহাম্মদ (সা)-কে নবী হিসেবে গ্রহণ করেছে সেই ঈমানের স্বাদ আশ্বাদন করেছে। (বুখারী, মুসলিম)

۳. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِيَجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا لِي.

৩। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন : ওহে! যারা আমার সম্বন্ধে লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবেসেছিলে তারা কোথায়? আজ তাদেরকে আমি আমার সুশীতল ছায়ার নীচে স্থান দেব, যেদিনে আমার ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। (মুসলিম)

۴. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وُلْدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

৪। অর্থ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার সন্তান, পিতা এবং অন্য সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই। (বুখারী, মুসলিম)

## মুমিনের গুণাবলী

মুমিনের গুণাবলী সম্পর্কে আয়াত

۱. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ.



১। অর্থ : প্রকৃত মুমিন তারা, যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর আর সন্দেহে পড়ে না এবং নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। এরাই (তাদের ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী। (সূরা আল হুজুরাত : ১৫)

۲- اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ.

২। অর্থ : আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন। (সূরা আল বাকারা : ২৫৭)

۳- لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ۗ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ط وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.

৩। অর্থ : মুমিনগণ যেন কাফিরকে অন্য মুমিন ছাড়া বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে তাদের সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সতর্কতার সাথে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন এবং সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। (সূরা আলে ইমরান : ২৮)

۴- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ۖ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۗ- الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ- أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۗ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.

৪। অর্থ : প্রকৃত মুমিনদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে : আল্লাহর স্মরণে তাদের দিল কেঁপে উঠে, তাদের সামনে আল্লাহর বাণী উচ্চারিত হলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, তারা আল্লাহর উপর আস্থাশীল ও নির্ভরশীল হয়ে থাকে, নামায কায়েম করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিয়ক থেকে ব্যয় করে। বস্তুতঃ এরাই হচ্ছে সত্যিকারের মুমিন। তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট খুবই উচ্চ মর্যাদা রয়েছে আরও রয়েছে অপরাদের ক্ষমা ও অতি উত্তম রিয়ক। (সূরা আল আনফাল : ২-৪)

۵- وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ۗ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ۗ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

৫। অর্থ : আর তোমরা নিরাশ হয়ও না এবং চিন্তিতও হয়ও না। তোমরাই জয়ী হবে। যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও। (সূরা আলে ইমরান : ১৩৯)

۶- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

৬। অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং (যুদ্ধের জন্যে) সদা প্রস্তুত থাকো। আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা আলে ইমরান : ২০০)

۷- الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

৭। অর্থ : যারা মুমিন আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরে প্রশান্তি এসে থাকে। (সূরা আর্ রাদ : ২৮)

۸- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ.

৮। অর্থ : হে মুমিনরা! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা দান করবেন। (সূরা মুহাম্মদ : ৭)

۹- قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ - فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ - أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ - هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

৯। অর্থ : সেইসব মুমিনরা নিশ্চিতই সফলকাম। যারা নিজেদের নামাযে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে। যারা নিরর্থক বেছন্দ কাজ থেকে দূরে থাকে। যারা

যাকাতের পন্থায় কর্মতৎপর থাকে। যারা নিজেদের যৌনাঙ্গ হেফযত রাখে। কিন্তু তাদের পত্নী ও অধিকারভুক্ত ক্রীতদাসীগণ ব্যতীত, এতে তাদের কোনো দোষ হবে না। যারা এতদ্ব্যতীত (অন্যভাবে কাম শ্রব্ধি চরিভার্থ করতে) প্রয়াসী হয় এমন লোক শরীয়তের সীমালঙ্ঘন। যারা আমানত ও ওয়াদা চুক্তির রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং যারা নিজেদের নামাযসমূহকে পূর্ণভাবে হেফযত করতে থাকে। এরাই হচ্ছে সেই উত্তরাধিকারী। তারা ফিরদাউসের ওয়ারিশ হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকবে। (সূরা মুমিনুন : ১-১০)

১০. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ.

১০। অর্থ : মুমিনদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে যে, তারা একে অপরের ভাই। (সূরা আল হজুরাত : ১০)

১১. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ.

১১। অর্থ : মুমিন নারী ও পুরুষের আরো বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা পরস্পরের বন্ধু সাহায্যকারী। তারা একে অপরকে যাবতীয় ভালো কাজের নির্দেশ দেয়। অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়ম করে, যাকাত পরিশোধ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তারা এমন লোক যাদের প্রতি আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাযিল হবে। (সূরা আত তাওবা : ৭১)

১২. وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا.

১২। অর্থ : তোমাদের মধ্যে সত্যিকার মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের জন্যে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন, যেমনি দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তী মুমিনদেরকে। আর তিনি তাদের জন্যে যে দীন পছন্দ করেছেন অবশ্যই তার প্রতিষ্ঠা দান করবেন এবং তাদের ভীতিজনক অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিণত করবেন। (সূরা আন নূর : ৫৫)

۱۳. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا.

১৩। অর্থ : নিশ্চয়ই সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্যে দয়াময় আল্লাহ তাদের জন্যে (মানুষের অন্তরে) মহব্বত সৃষ্টি করে দেন। (সূরা মরিয়ম : ৯৬)

۱۴. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ.

১৪। অর্থ : মুমিনদেরকে আল্লাহ এক সুপ্রমাণিত কথার ভিত্তিতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই প্রতিষ্ঠা দান করেন এবং যালিমদেরকে করে দেন বিভ্রান্ত এবং তিনি যা ইচ্ছে করেন, তা করার ইচ্ছাতির তাঁর রয়েছে। (সূরা ইবরাহীম : ২৭)

۱۵. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا.

১৫। অর্থ : সৎকর্মশীল মুমিনদের আমি এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান। চিরকাল তারা তা উপভোগ করবে। সেখানে তাদের জন্যে পবিত্রা স্ত্রীরাও রয়েছে। আমি তাদেরকে ঘন নিবিড় ছায়ায় আশ্রয় দান করব। (সূরা আনু নিসা : ৫৭)

۱۶. وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ. وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

১৬। অর্থ : এই মুমিন পুরুষ নারীদের সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা এই যে, তাদেরকে এমন বাগ-বাগিচা দান করবেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান। চিরকাল তারা তা উপভোগ করবে। এই চির সবুজ শ্যামল জান্নাতে তাদের জন্যে রয়েছে পবিত্র পরিচ্ছন্ন বসবাসের স্থান। আল্লাহর সন্তোষ লাভ করে তারা হবে সৌভাগ্যবান আর এ হবে তাদের সবচাইতে বড় সাফল্য। (সূরা আত তাওবা : ৭২)

۱۷. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا.

১৭। অর্থ : (হে রাসূল!) আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে। (সূরা আহযাব : ৪৭)

۱۸. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ط وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا.

১৮। অর্থ : মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করবে এবং সকাল-বিকাল আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করবে। তিনিই তোমাদের প্রতি রহম করবেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও রহমতের দু'আ করেন- অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে আলোকে বের করার জন্যে। আর তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু। (সূরা আল আহযাব : ৪১-৪৩)

মুমিনের গুণাবলী সম্পর্কে হাদীস

۱. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ .

১। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ আকাঙ্ক্ষিত মানের মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার নিজের প্রবৃত্তি (খেয়াল-খুশি) আমার আনীত আদর্শের অনুসারী হয়। (মিশকাত)

۲. عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

২। অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হই। (বুখারী, মুসলিম)

۳. عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ (رض) يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِهِمْ وَتَعَاطِفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى.

৩। অর্থ : হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : ভূমি মুমিনদের একে অপরের প্রতি দয়া প্রদর্শন একে অপরের প্রতি প্রেম-ভালবাসা এবং একে অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের দিক দিয়ে একই দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। যেমন দেহের কোনো একটি অংশ কষ্ট অনুভব করলে গোটা দেহটাই জ্বর ও নিদ্রাহীনতার দ্বারা এর প্রতি সাড়া দিয়ে থাকে। (বুখারী, মুসলিম)

৪. عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

৪। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা মুমিন হবে। আর তোমরা ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা একে অপরকে না ভালবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি আমলের কথা বলবনা, যা করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হবে? তা হলো তোমরা পরস্পর ব্যাপকভাবে সালাম বিনিময় করবে। (মুসলিম)

৫. عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَمْؤْمِنُونَ كَرَجَلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى عَيْنَهُ اشْتَكَى كُلَّهُ إِنْ اشْتَكَى رَأْسَهُ اشْتَكَى كُلَّهُ.

৫। অর্থ : হযরত নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : সকল মুমিন একই ব্যক্তি সত্তার মতো। যখন তার চোখে যন্ত্রণা হয়, তখন তার গোটা শরীরটাই তা অনুভব করে। যদি তার মাথা ব্যথা হয় তখন তার গোটা শরীরটাই বিচলিত হয়ে পড়ে। (মিশকাত)

٦. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذَبَابٍ مَرَّ عَلَى أُنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أُنْفِهِ.

৬। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুমিন ব্যক্তি তার গুনাহ সম্পর্কে এতদূর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকে যে, সে মনে করে যেন কোনো পাহাড়ের পাদদেশে বসে আছে এবং প্রতিটি মুহূর্তে সে এই ভয় করে যে, পাহাড় তার উপর ভেঙ্গে পড়তে পারে। কিন্তু আল্লাহদ্রোহী ও পাপিষ্ঠ লোক গুনাহকে মনে করে একটি মাছির মত, যা তার নাকের ডগার উপর দিয়ে উড়ে গেছে (এবং সে তাকে হাতের ইশারায় তাড়িয়ে দিয়েছে) এই বলে হাদীস বর্ণনাকারী আবু শিহাব নাকের উপর হাত দ্বারা ইশারা করলেন। (বুখারী)

٧. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَانِعٌ إِلَى جَنْبِهِ.

৭। অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি : সে ব্যক্তি মুমিন নয়, যে পেট পুরে খায়, অথচ পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার যাতনায় কাতর। (মিশকাত)

٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ.

৮। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মুমিন ব্যক্তি এক গর্তে দু'বার নিপতিত হয় না। (বুখারী)

## দাওয়াত

দাওয়াত সম্পর্কে আয়াত

١. وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

১। অর্থ : তোমাদের মধ্যে এমন এক দল লোক থাকা উচিত যারা মানুষকে সৎকাজের দিকে আহ্বান জানাবে, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হল সফলকাম। (সূরা আলে ইমরান-১০৪)

۲- كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ.

২। অর্থ : তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দেবে আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। (সূরা আলে ইমরান-১১০)

۳- يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ.

৩। অর্থ : হে রাসূল! (মানুষের কাছে) পৌঁছে দিন আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা। আর যদি আপনি তা না করেন, তাহলে তো আপনি তাঁর পয়গাম (বার্তা) পৌঁছালেন না। (সূরা মায়েদাহ-৬৭)

۴- وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

৪। অর্থ : তার কথা অপেক্ষা কার কথা উত্তম হতে পারে, যে (মানুষকে) আল্লাহর দিকে ডাকে, সৎকাজ করে এবং বলে, নিশ্চয় আমি একজন মুসলমান। (সূরা হামীম-আস-সাজ্দাহ-৩৩)

۵- أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِلَا تَتِي هِيَ أَحْسَنُ.

৫। অর্থ : তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে ডাক হিকমাত (বুদ্ধিমত্তা) ও উত্তম কথার দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পন্থায়। (সূরা নাহল-১২৫)

۶- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.



৬। অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য দুষমন। (সূরা আল বাকার-২০৮)

৭. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ۖ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ۖ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

৭। অর্থ : আপনি তাদের বলুন, এই আমার পথ, আমি আল্লাহর দিকে বুঝে শুনে আহ্বান জানাই- আমি ও আমার অনুসারীরাও। আর আল্লাহ মহাপবিত্র। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা ইউসুফ-১০৮)

৮. لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.

৮। অর্থ : আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট প্রেরণ করেছি। তিনি বলেন, “হে আমার জাতির লোকেরা! আল্লাহর দাসত্ব (কবুল) কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমাদের ব্যাপারে এক মহাদিবসের আযাবের ভয় করি।” (সূরা আল-আ'রাফ : ৫৯)

৯. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا.

৯। অর্থ : অতঃপর তাদেরকে আমি উচ্চস্বরে ডেকেছি। আবার প্রকাশ্যভাবেও তাদের নিকট দাওয়াত পৌছিয়েছি, গোপনেও তাদেরকে বুঝিয়েছি। (সূরা নূহ : ৮-৯)

১০. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ.

১০। অর্থ : আমরা এর পূর্বে মূসাকে স্বীয় নিদর্শনাবলীসহ পাঠিয়েছিলাম। তাকে আমরা নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, আপনি নিজ জাতির লোকদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসুন এবং তাদেরকে আল্লাহর দিনগুলোর শিক্ষাপ্রদ ঘটনাবলী শুনিতে উপদেশ দিন। এতে বহু বড় বড় নিদর্শন

বর্তমান প্রত্যেক বার। পরম ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী এসব ব্যক্তির জন্মে। (সূরা ইবরাহীম : ৫)

۱۱. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا.

১১। অর্থ : হে মুহাম্মদ, আমার বান্দাদেরকে বল, তারা যেন মুখ হতে সেসব কথাই বের করে যা অতি উত্তম। আসলে শয়তানই মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। প্রকৃত কথা হলো, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৫৩)

۱۲. يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ. وَرَبُّكَ فَكْبِيرٌ.

১২। অর্থ : হে আবৃত শয্যাগ্রহণকারী। উঠ সাবধান কর আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। (সূরা আল মুদ্দাসসির : ১-৩)

۱۳. وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا. قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. أَفَلَا تَتَّقُونَ.

১৩। অর্থ : এবং আদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হৃদকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেন, হে আমার দেশবাসী তোমরা আন্বাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। এখন তোমরা কি ভুল পথে চলা হতে বিরত হবে না? (সূরা আল আ'রাফ : ৬৫)

۱۴. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. قَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَهُم مِّن رَّبِّكُمْ.

১৪। অর্থ : এবং মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়াইবকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি তার কণ্ডমকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আমার কণ্ডম তোমরা আন্বাহর দাসত্ব 'কবুল' কর। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের রবের সুস্পষ্ট দলীল এসে পৌঁছেছে। (সূরা আল আ'রাফ : ৮৫)

۱۵. فَلِذَلِكَ فَادْعُ. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ.

১৫। অর্থ : তুমি এখন সে ধীনের দিকে দাওয়াত দাও। আর তোমাকে যেমন হুকুম দেয়া হয়েছে তার উপর মজবুতীর সাথে থাক, কিন্তু এ লোকদের ইচ্ছা বাসনা অনুসরণ কর না। (সূরা আশ শূরা : ১৫)

۱۶۔ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا - وَاِنَّ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ.

১৬। অর্থ : আমি তোমাকে প্রকৃত সত্যসহকারে পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে। কোনো উম্মতই অতিবাহিত হয়নি যাদের নিকট কোনো না কোনো সতর্ককারী আসেনি। (সূরা আল ফাতির : ২৪)

দাওয়াত সম্পর্কে হাদীস

۱- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ اِيَةً وَحَدِّثُوا عَنِّي بِنَبِيٍّ اِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوهُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

১। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, একটি আয়াত (বাক্য) হলেও তা আমার পক্ষ থেকে (মানুষের কাছে) পৌছে দাও, প্রচার কর। আর বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আলোচনা কর, তাতে কোনো দোষ নেই। আর যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা কথা (জাল হাদীস) রচনা করে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (বুখারী)

۲- عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَنِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَحَاضُنَّ عَلَيَّ الْخَبِيرِ اَوْ لَيُسْحِتَنَّكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا بِعَذَابٍ اَوْ لَيُؤْمِرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُوْكُمْ خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

২। অর্থ : হযরত হোযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, অবশ্যই তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে, মন্দ ও

পাপ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং কল্যাণকর কাজ করতে উৎসাহিত করবে। অন্যথায় সামগ্রিক আযাব দ্বারা আল্লাহ তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন অথবা তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে নিকৃষ্ট পাপী লোকদেরকে তোমাদের শাসক বানিয়ে দেবেন। অতঃপর তোমাদের নেককার লোকেরা (তা থেকে বাঁচার জন্য) দু'আ করতে থাকবে। কিন্তু তাদের দু'আ কবুল করা হবে না। (মুসনাদে আহমাদ, ৫খ, পৃঃ ২৯০)

৩. عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ حَدَّثَ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً. فَإِنَّ آيَاتَ فَمَرَّتَيْنِ فَإِنْ أَكْثَرَتْ فَثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا تَمِلُّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ فَلَا الْفَيْنِكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِّنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقْصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَمَلِّهُمْ. وَلَكِنْ أَنْصِتْ فَإِذَا أَمْرُوكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ. وَأَنْظِرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَإِنِّي عَاهَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.

৩। অর্থ : হযরত ইকরামা (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন : তুমি জনগণের উদ্দেশ্যে প্রতি সপ্তাহে একবার ওয়াজ নসীহত কর। তবে যদি বাড়তে চাও তাহলে দুইবার (ওয়াজ নসীহত) করবে। তুমি যদি আরো বাড়তে চাও তবে সপ্তাহে তিনবার নসীহত করতে পার। তবে এর চেয়ে বেশী এবং মানুষকে এই কুরআন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তোল না। আর কখনো এমনটি যেন না হয় যে, তুমি একদল লোকের কাছে আসলে এই অবস্থায় যে, তারা নিজেদের কোন কথাবার্তায় লিপ্ত আছে আর তুমি তাদের কথার ফাঁকে বক্তৃতা শুরু করে দিয়ে তাদের আলোচনায় বিঘ্ন ঘটাবে। যদি তোমরা এরূপ করো তাহলে তুমি তাদেরকে বীতশ্রদ্ধ করে তুললে। বরং তুমি চুপ থাকো। অতঃপর যখন তারা তোমাকে আশ্রয়সহকারে অনুরোধ জানাবে, কেবল তখনই তাদের সাথে কথা বলো। লক্ষ্য রেখ, দু'আয় ভাষা ছন্দময় ও দুর্বোধ্য যেন না হয় এটা পরিহার করো। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীদেরকে এটা পরিহার করতে দেখেছি (তাঁরা সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করতেন)। (বুখারী)

৪. عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي

بِي رَجَالًا تَقْرَضُ شَفَاهَهُمْ بِمَقَارِيضٍ مِنَ النَّارِ فَقُلْتُ يَا جَبْرِئِلُ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ يَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ.

৪। অর্থ : হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মি'রাজের রাতে আমি দেখতে পেলাম যে, কতক লোকের দু'টি ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, “এরা হলো আপনার উম্মতের বক্তাবন্দ। এরা লোকজনকে নেক কাজ করার নসীহত করতো, কিন্তু নিজেরা তা করতো না।” (মুসনাদে আহমাদ)

৫. عَنْ أَنَسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَسْرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَيَسْرُوْا وَلَا تُنْفَرُوْا.

৫। অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন : (দাওয়াতী কথা) সহজ করো, কঠিন করো না, সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করে তোলা না। (বুখারী-মুসলিম)

৬. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنْ شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مَبْلَغٍ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ.

৬। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন হাদীস শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে, সেভাবেই তা অপরের নিকট পৌঁছিয়েছে। কেননা অনেক সময় যে (ধ্বনির প্রচার) পৌঁছায় সে ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক রক্ষণাবেক্ষণকারী বা জ্ঞানী হয়ে থাকে। (তিরমিধী, ইবনে মাজাহ)

৭. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ

رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أضعفُ الْإِيمَانِ.

৭। অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখে, তাহলে সে যেন তা তার হাত দিয়ে ঠেকায়। আর যদি তার সে শক্তি না থাকে, তাহলে যেন মৌখিক নিবেদন করে। যদি সে মৌখিক বারণ করতেও অপারগ হয়, তাহলে যেন অন্তরে সে কাজকে ঘৃণা করে। আর অন্তরে ঘৃণা পোষণ করা হলো ঈমানের দুর্বলতম লক্ষণ। (মুসলিম)

۸. عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (ص) إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا  
ثَلَاثًا حَتَّى تَفْهَمَ عَنْهُ.

৮। অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) যখন কোনো কথা বলতেন তখন তিনি তিনবার করে বলতেন (যখন প্রয়োজনবোধ করতেন) যেন তা মানুষ ভালোভাবে বুঝতে পারে। (বুখারী)

۹. قَالَ عَلِيٌّ (رض) إِنَّ لِلْقُلُوبِ شَهَدَاتٍ وَأَقْبَالَ وَأِدْبَارًا فَآتَوْهَا  
مِنْ قَبْلِ شَهَوَاتِهَا وَأَقْبَالَهَا فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أَكْرَهَ عَمِي.

৯। অর্থ : হযরত আলী (রা) বলেছেন : অন্তরের কিছু আশ্রয় ও কামনা থাকে। কোনো কোনো সময় সে (অন্তর) কথা শুনার জন্যে প্রস্তুত থাকে এবং কোনো কোনো সময় তার (কথা শুনার) জন্যে প্রস্তুত থাকে না। অতএব মানুষের অন্তরের সেই আবেগ ও অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই কথা বলবে (দাওয়াতী কাজ করবে)। কেননা মনের অবস্থা এই যে, তাকে জবরদস্তি করে কিছু শুনাতে গেলে সে অস্বস্তি হয়ে যায় এবং একথা (যা বলা হচ্ছে তা) কবুল করতে অস্বীকৃতি জানায়। (কিতাবুল খারাজ)

## সংগঠন

সংগঠন সম্পর্কে আয়াত

۱. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ  
 إِخْوَانًا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. كَذَلِكَ  
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

১। অর্থ : তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রশ্চু (দ্বীন)-কে ঐক্যবদ্ধ হয়ে  
 মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সেই  
 অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। যখন তোমরা  
 পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহই তোমাদের হৃদয়ে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা  
 সৃষ্টি করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে  
 গেছো। তোমরা আগুনভরা এক গর্তের কিনারে দাঁড়িয়েছিলে, আল্লাহ  
 তোমাদেরকে তা থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁর নিদর্শন তোমাদের  
 সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন হয়তো এসব আলামত থেকে তোমরা সফলতার  
 সরল পথ পেয়ে যাবে (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

۲. وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

২। অর্থ : তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে যারা মানব  
 জাতিকে কল্যাণের পথে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে  
 বাধা প্রদান করবে। তারাই সফলকাম। (সূরা আল ইমরান : ১০৪)

۳. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ  
 الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ.

৩। অর্থ : (হে মুসলমানেরা) তোমরাই (দুনিয়ার মধ্যে) সর্বোত্তম দল, মানব  
 জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আগমন হয়েছে। সুতরাং তোমরা সৎকাজে  
 আদেশ করবে ও অন্যায়ে-অসৎকাজে বাধা দেবে আর কেবল আল্লাহর প্রতিই  
 ঈমান আনবে। (সূরা আলে ইমরান-১১০)

۴. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بَنِيَانٌ  
 مَّرْصُوعًا.

৪। অর্থ : আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা আল্লাহর পথে সীসা ঢালা প্রাচীরের মত সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে। (সূরা আস্-সফ : ৪)

৫. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

৫। অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের (সা) আনুগত্য করো এবং তোমাদের দায়িত্বশীলদেরও। (সূরা আন-নিসা : ৫৯)

৬. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.

৬। অর্থ : আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি যাতে তোমরা লোকদের জন্য সাক্ষী হও আর রাসূলও যেন তোমাদের জন্য সাক্ষী হন। (সূরা আল-বাকারা : ১৪৩)

৭. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ.

৭। অর্থ : (হে মুসলমানগণ!) আল্লাহ তোমাদের জন্য ধর্মের সেই নিয়ম বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যার আদেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন, যা আমি (হে মুহাম্মদ) আপনার প্রতি আদেশ করেছি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা ধর্ম কয়েম করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। (সূরা আশ শূরা : ১৩)

৮. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا.

৮। অর্থ : মুমিনদের মধ্যে এমন একদল লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কতক জীবন দান করেছে আর কতক



অশেক্ষ্য আছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেও বদলায়নি। (সূরা আল-আহযাব : ২৩)

۹- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ  
الْمُؤْمِنِينَ. اَتْرِيدُونَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا.

৯। অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা ঈমানদারদের বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সুশৃঙ্খল প্রমাণ তুলে দিতে চাও? (সূরা আন-নিসা : ১৪৪)

۱۰- وَاَنْ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْا.

১০। অর্থ : এবং আপনাদের এই যে জাতি সব তো একই জাতির (ধীনের) অনুসারী এবং আমি তোমাদের পালনকর্তা; অতএব তোমরা আমাকে ভয় করো। (সূরা মুমিনুন : ৫২)

۱۱- فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاَعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيَدْخُلُهُمْ فِيْ رَحْمَةِ  
مِّنْهُ وِفْضَلٍ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا.

১১। অর্থ : অতএব যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাতে দৃঢ়তা অবলম্বন করবে তিনি তাদেরকে নিজের রহমত, করুণা ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নিবেন এবং নিজের দিকে আসার সোজা পথ দেখিয়ে দিবেন। (সূরা আন নিসা : ১৭৫)

۱۲- وَّجَاهِدُوْا فِيْ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَّمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ  
فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ  
مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ  
عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاْتُوا الزَّكٰوةَ وَاَعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ هُوَ  
مَوْلٰكُمْ ؕ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

১২। অর্থ : তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে (ধীন কায়েমের জন্য) বাছাই করে নিয়েছেন। আর ধীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। তোমরা তোমাদের

গিতা ইবরাহীমের মিন্নাভের (ধীনের) উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তিনিই (আল্লাহ) তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কুরআনেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষী হয় আর তোমরা সাক্ষী হও সমস্ত মানব জাতির জন্যে। সুতরাং তোমরা সালাত কামেম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ করো। তিনিই তোমাদের মালিক (অভিভাবক)। অতএব তিনি কত উত্তম মালিক (অভিভাবক) এবং কত উত্তম সাহায্যকারী। (সূরা আল হাঙ্ক : ৭৮)

۱۳. اَلَّذِيْنَ تَابُوْا وَّاصْلَحُوْا وَاَعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنََهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ . وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا .

১৩। অর্থ : তবে যারা তাওবা করবে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবে ও আল্লাহর রক্ষকে শক্ত করে ধারণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিজেদের ধীনকে খালেস করে নেবে এমন লোকই মুমিনদের সঙ্গী হবে। আল্লাহ মুমিনদেরকে অবশ্যই বিরাট পুরস্কার দান করবেন। (সূরা আন নিসা : ১৪৬)

۱۴. وَمَنْ يَّعْتَصِم بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

১৪। অর্থ : আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রক্ষকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে সে নিশ্চয়ই সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শিত হবে। (সূরা আলে ইমরান : ১০১)

সংগঠন সম্পর্কে হাদীস

۱. عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا أَمْرُكُمْ بِخَمْسٍ أَللَّهُ أَمْرَنِيَّ بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالهِجْرَةَ وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ فِي شَيْءٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرُاجَعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُنْحِي جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ .

১। অর্থ : হারেস আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে এগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন- (১) জামায়াত বা দলবদ্ধ হবে। (২) নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে। (৩) তার আদেশ মেনে চলবে। (৪) হিজরত করবে অথবা আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ বর্জন করবে এবং (৫) আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। যে ব্যক্তি জামায়াত বা সংগঠন ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেলো, সে যেন নিজের কাঁধ থেকে ইসলামের রশি বা বাঁধন খুলে ফেললো, যতক্ষণ না সে সংগঠনে ফিরে আসবে। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের নিয়ম-নীতির দিকে লোকদেরকে আহ্বান জানাবে সে জাহান্নামের জ্বালানী হবে, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে। (আহমাদ, তিরমিযী)

২. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْرِقَ أَمْرَ هَذِهِ الْجَمَاعَةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسِّيفِ كَأَنَّا مَنْ كَانَ.

২। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : (মুসলমানদের) এই জামায়াত বা সংগঠন ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি এর ঐক্যকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়, তাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত (হত্যা) করো সে যেই হোক না কেন। (মুসলিম)

৩. قَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ (رَضِيَ) لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةٍ إِلَّا بِإِمَارَةٍ وَلَا إِمَارَةٍ إِلَّا بِطَاعَةٍ.

৩। অর্থ : হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন : জামায়াত বা সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই, নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন নেই এবং আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নেই।

৪. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رَضِيَ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. (ابو داود)

৪। অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন : সফরে এক সঙ্গে তিনজন থাকলে তাদের মধ্যে একজনকে তারা যেন অবশ্যই আমীর বা নেতা বানিয়ে নেয়। (আবু দাউদ)

৫. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدٌّ وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ.

৫। অর্থ : হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, কোনো জঙ্গল কিংবা জনপদে তিনজন লোকও যদি একত্রে বসবাস করে আর তারা যদি জামায়াতবদ্ধভাবে নামায আদায় না করে তবে তাদের উপর শয়তান অবশ্যই আধিপত্য বিস্তার করবে। (আবু দাউদ)

৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِقَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ.

৬। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন : তিনজন লোক কোনো মরুভূমিতে অবস্থান করলে তাদের অসংগঠিত থাকা জায়েয নয়। তাদের মধ্য থেকে একজনকে তাদের আমীর বা নেতা নিযুক্ত করা কর্তব্য। (মুসনাদে আহমাদ)

৭. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَأَمَرُوا أَحَدَكُمْ ذَلِكَ أَمِيرًا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

৭। অর্থ : হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমরা যখন তিনজন লোক সফরে থাকবে তখন তোমাদের একজনকে আমীর বানাবে। সে হবে এমন আমীর যাকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) নিযুক্ত করেছেন। (তাবারানী) হাদীসটি সহীহ সনদে উদ্ধৃত।

৮. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (ص) فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبُ الْقَاصِيَةَ.

৮। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : জামায়াতবদ্ধ হয়ে থাকা তোমাদের

কর্তব্য। কেননা পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছাগলকে শৃগাল সহজেই খেয়ে ফেলে।  
(আবু দাউদ)

৯. عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ.

৯। অর্থ : হযরত আবু যার গিকারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি জামায়াত (সংগঠন) ত্যাগ করে এক বিষত পরিমাণ দূরে সরে গেলো, সে যেন ইসলামের রশি তার গর্দান থেকে খুলে ফেললো।  
(আহমদ, তিরমিধী)

১০. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَرَهُ أَنْ يَسْكُنَ بِحُجُوحِ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبَعْدُ.

১০। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি জান্নাতে আনন্দ উপভোগ করতে চায়, সে যেন জামায়াত (সংগঠন)-কে আঁকড়ে ধরে। কেননা শয়তান বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তির সঙ্গে থাকে এবং সংঘবদ্ধ দুই ব্যক্তি থেকে সে বহু দূরে অবস্থান করে।

১১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

১১। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্যকে অস্বীকার করতঃ জামায়াত পরিত্যাগ করল এবং সেই অবস্থায়ই মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম)

### সংগঠন না করার পরিণাম

সংগঠন না করার পরিণাম সম্পর্কে আয়াত

۱. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا

أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا  
حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.

১। অর্থ : বলুন, (হে রাসূল!) তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যা বন্ধ হয়ে যাবার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর (এসব কিছু) আদ্বাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে বেশী প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আদ্বাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত। আর আদ্বাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না। (সূরা তাওবা : ২৪)

۲. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
إِنَّا قَلَّمْنَا إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِينَكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا  
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ  
عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبَدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

২। অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো, যখন আদ্বাহর পথে (জিহাদে) বের হবার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন তোমরা যমীনকে আঁকড়ে ধরো, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সম্বুট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি নগণ্য। যদি তোমরা (জিহাদে) বের না হও, তবে আদ্বাহ তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের উপর চাপিয়ে দেবেন। আর তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আদ্বাহ সব বিষয়ে শক্তিমান। (সূরা আত তাওবা : ৩৮-৩৯)

۳. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ  
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ  
أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا.

৩। অর্থ : তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছ না কেন? অথচ দুর্বল-অক্ষম, নারী-পুরুষ, শিশুরা চিৎকার করে বলছে, হে আমাদের রব! যালিম অধিবাসীদের এদেশ থেকে আমাদের বের করে নাও। আর আমাদের জন্য তোমার নিকট হতে একজন পৃষ্ঠপোষক অধিপতি নিয়োগ কর এবং আমাদের জন্য তোমার নিকট হতে একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। (সূরা আন নিসা : ৭৫)

সংগঠন না করার পরিণাম সম্পর্কে হাদীস

১. عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَحْضُنَّ عَلَى الْخَيْرِ أَوْ لَيَسْحَتَنَّكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا بَعْدَآبٍ أَوْ لَيُؤْمِرَنَّ عَلَيْكُمْ شَرَارُكُمْ ثُمَّ يَدْعُوْكُمْ خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ.

১। অর্থ : হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমরা অবশ্যই সং কাজের আদেশ দেবে এবং অসং কাজে নিষেধ করবে এবং তাদেরকে কল্যাণকর কাজ করার জন্য উৎসাহ দেবে। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা আযাব দিয়ে তোমাদের ধ্বংস করে দেবেন অথবা তোমাদের মাঝ থেকে সবচেয়ে বেশী পাপী ও যালেম লোকদেরকে তোমাদের শাসক বানিয়ে দেবেন। এমতাবস্থায় তোমাদের মধ্যে নেতৃকার লোকেরা (এসব থেকে) মুক্তি পাবার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবে কিন্তু তাদের দোআ কবুল করা হবে না। (মুসনাদে আহমাদ)

২. عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنْ قَدْ حَفَرَهُ شَيْءٌ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ فَلَمْ يَكَلِّمْ أَحَدًا فَدَنَوْتُ مِنَ الْحِجْرَاتِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ مَرُوءًا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَوَا عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْعُوْنِي فَلَا أُجِيبُكُمْ وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيْكُمْ وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلَا أَنْصِرُكُمْ.

২। অর্থ : হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর চেহারা দেখে মনে হলো যে, কোনো কিছু যেন তাঁকে আঘাত করেছে। তারপর তিনি ওয়ু করে বের হয়ে গেলেন এবং কাউকেও কিছু বললেন না। আমি হাজার ভেতর থেকেই তাঁর কাছে হাজির হলাম। আমি শুনে পেলাম, তিনি বলছেন : হে লোকেরা! মহামহিম নিশ্চয় বলেছেন, “তোমরা অবশ্যই ন্যায় কাজে আদেশ করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখবে সেই অবস্থা সৃষ্টি হবার আগেই যখন তোমরা আমাকে ডাকবে, কিন্তু আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব না। তোমরা আমার কাছে চাইবে, কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেব না। তোমরা আমার কাছে সাহায্য চাইবে কিন্তু আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব না।” (মুস্নাদ আহমাদ, ইবনে মাজাহ)

৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ.

৩। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল, কিন্তু জিহাদ করল না, এমনকি জিহাদ করার চিন্তাও (পরিকল্পনা) করল না, সে যেন মুনাফেকীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম)

## প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আয়াত

۱- اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

১। অর্থ : পড়ুন! আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটবাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে। পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালক মহামহিমাবিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (সূরা আল আলাক : ১-৫)

۲- كَمَا أَرْسَلْنَاكَ فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.



২। অর্থ : (হে আহলে কিতাবগণ!) যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের কাছে আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন, তোমাদের শিক্ষা দিবেন কিতাব ও হিকমাত আর এমন বিষয় শিক্ষা দেবেন যা তোমরা জানতে না। (সূরা আল বাক্বারা : ১৫১)

৩. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

৩। অর্থ : তিনিই সেই আল্লাহ যিনি নিরক্ষরদের মাঝ থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও কলা-কৌশল। ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর অন্ধকারে। (সূরা জুমু'আ : ২)

৪. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

৪। অর্থ : আল্লাহ ইমানদারদের প্রতি দয়া করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পরিষ্কার করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট ছিল। (সূরা আলে ইমরান : ১৬৪)

৫. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ.

৫। অর্থ : কোনো মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হিকমাত ও নবুওয়াত দান করার পর তিনি বলবেন যে, “তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমার বান্দা হয়ে যাও”, এটা

মোটাই হতে পারে না। বরং তাঁরা বলবেন, “তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও”। যেমন, তোমরা কিতাব শিখতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে। (সূরা আলে ইমরান : ৭৯)

۶. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ.

৬। অর্থ : হে আমাদের পরওয়ারদেগার (আমাদের পরবর্তী বংশধরদের) মধ্য থেকে তাদের নিকট একজন রাসূল পাঠান, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাবের জ্ঞান ও হিকমাত তথা কৌশল শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। (সূরা আল বাক্বার : ১২৯)

۷. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.

৭। অর্থ : হে নবী! বলুন, যে জানে ও যে জানে না এরা উভয় কি কখনো সমান হতে পারে? বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই তো নসীহত কবুল করে থাকে। (সূরা আয যুমার : ৯)

۸. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ.

৮। অর্থ : প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল ইলমসম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও ক্ষমাকারী। (আল ফাতির : ২৮)

۹. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ يَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ.

৯। অর্থ : হে নবী বলুন, অন্ধ ও চক্ষুস্থান লোক কি কখনো এক হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি কখনো এক ও অভিন্ন হয়? (আর রাদ : ১৬)

۱۰. يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

১০। অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (সূরা মুজাদালা : ১১)

۱۱. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

১১। অর্থ : তোমরা অন্য লোকদেরকে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বল, কিন্তু নিজেদেরকে তোমরা ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর, তোমাদের বুদ্ধি কি কোনো কাজেই লাগাও না? (সূরা আল বাক্বারা : ৪৪)

۱۲. رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ.

১২। অর্থ : এমন একজন রাসূল, যে তোমাদেরকে আল্লাহর স্পষ্ট হেদায়াত দানকারী আয়াতসমূহ শুনান, যেন ঈমান গ্রহণকারী ও নেক আমলকারীদেরকে পুঞ্জীভূত অন্ধকার হতে বের করে আলোকোজ্জ্বল পরিবেশ নিয়ে আসে। (সূরা তালাক : ১১)

### প্রশিক্ষণ সম্পর্কে হাদীস

۱- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا

نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ . وَحَفَّتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ  
وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ .

১। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দুনিয়ার বিপদসমূহের মধ্য থেকে একটি কষ্ট দূর করে দেয়, আল্লাহ তা'আলাও কিয়ামতের দিন তার একটি বিপদ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো লোকের কষ্ট-কাঠিন্য দূর করে দেয়, আল্লাহও দুনিয়া ও আখেরাতে তার কষ্ট-কাঠিন্য দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহও দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ অপর বান্দার সাহায্য-সহায়তা করতে থাকে, আল্লাহও ততক্ষণ তার সাহায্য সহায়তা করতে থাকেন। যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোনো পথ ধরে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার বেহেশতের একটি পথ সহজ করে দেন। যখন কোনো একদল লোক আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোনো ঘরে একত্র হয়ে আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করতে থাকে এবং পরস্পর এর আলোচনা করতে থাকে, তখন তাদের উপর শান্তি নাযিল হতে থাকে, রহমত ও দয়ালু তাদেরকে ঢেকে দেন, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর সামনে উপস্থিত ফেরেশতাদের কাছে তাদের কথা উল্লেখ করেন। আর যার কার্যকলাপ তাকে পিছিয়ে দেয় তার বংশমর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না। (মুসলিম)

২- عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ  
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ .

২। অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : ইলম সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয (অবশ্য কর্তব্য)। (ইবনে মাজাহ)

৩- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ يَرِيدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا  
يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ .

৩। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) ইরশাদ করেন : আল্লাহ তা'আলা যাকে কল্যাণ দান করতে ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও সমঝ দান করেন। (মুসনাদে আহমাদ)

৪. عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

৪। অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে (জিহাদের মধ্যে) অবস্থান করে। (তিরমিযী)

৫. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَضَّلَ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضَلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي حُجْرَتِهَا وَحَتَّى الْحَوْتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الْخَيْرِ.

৫। অর্থ : হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আবেদের উপর আলোমের শ্রেষ্ঠত্ব তেমনি পর্যায়ের যেমন তোমাদের একজন সাধারণ মুসলমানদের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : অবশ্য যারা লোকদেরকে দ্বীনের ইলম শেখায়, আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং পৃথিবী ও আকাশের অধিবাসীবৃন্দ, এমনকি গর্তে অবস্থানকারী পিপড়া ও মাছেরা পর্যন্তও তাদের জন্য দোআ করে। (তিরমিযী)

৬. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ تَدَارَسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ أَحْيَانَهَا.

৬। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের বেলা এক ঘণ্টা ইলমের দারস বা আলোচনা করা পুরো রাত জেগে ইবাদত করা হতে উত্তম। (দারেমী)

৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ.

৭। অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : একজন সমবাদার আলেম বিজ্ঞ ব্যক্তি শয়তানের নিকট এক হাজার আবেদের চেয়ে অধিক ভয়াবহ। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سُنِلَ عَنْهُ عِلْمٌ فَكَتَمَهُ الْجَمُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.

৮। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তিকে ধীনের কোনো ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে তা গোপন রাখে তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে। (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

৯। অর্থ : আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : জ্ঞানের কথা মুমিনের হারানো সম্পদ। সে যেখানেই তা পাবে সে-ই হবে তার সবচেয়ে বেশী অধিকারী। (তিরমিযী)

১০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ وَعَلِمُوا النَّاسَ فَنِي مَقْبُوضٌ.

১০। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমরা ফরায়েয ও কুরআন শিক্ষা কর এবং মানুষকে তা শিক্ষা দাও। কেননা আমাকে অতি সত্বর উঠিয়ে নেয়া হবে। (তিরমিযী)

১১. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ عَلِمَ الرَّمِيَّ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى.

১১। হযরত উকবাহ ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি তীর চালানো প্রশিক্ষণ নিল তারপর তা ঢেকে দিল (অন্যকে প্রশিক্ষণ দিল না এবং প্রশিক্ষণ কাজে লাগাল না) সে আমাদের দলভুক্ত নয় অথবা তিনি বলেছেন, সে পাপের কাজ করল। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : উল্লেখ্য যে, তীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অন্যায় কাজে ব্যবহার করা যাবে না। বরং ন্যায় কাজে আত্মাহর সত্ত্বষ্টির জন্য ব্যবহার করতে হবে।

## শাহাদাতের মর্ষাদা

শাহাদাতের মর্ষাদা সম্পর্কে আয়াত

۱- وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ.

১। অর্থ : আর যারা আত্মাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলা না।

বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না। (সূরা আল বাক্বারা : ১৫৪)

۲- وَلَكِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَمَغْفِرَةً مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.

২। অর্থ : তোমরা যদি আত্মাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, তোমরা যা কিছু জমা করো আত্মাহর ক্ষমা ও দয়া সেসব কিছুর চেয়ে উত্তম। (সূরা আলে ইমরান : ১৫৭)

۳- وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ - سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَلِّحُ بِأَلْهِمْ - وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ.

৩। অর্থ : যারা আত্মাহর পথে নিহত (শহীদ) হয়, আত্মাহ কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদের পথ দেখাবেন এবং তাদের অবস্থা সুসংহত করে দেবেন। আর সেই জ্ঞানতে তাদের দাখিল করবেন, যার সম্পর্কে পূর্বেই তাদের অবহিত করেছেন। (সূরা মুহাম্মদ : ৪-৬)

۴- وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقْنَهُمْ

اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لِيُدْخِلَنَّهُمْ مَدْخَلًا  
بِرِضْوَانِهِ.

৪। অর্থ : যে সব লোক আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, পরে নিহত (শহীদ) হয়েছে কিংবা মরে গেছে, আল্লাহ তাঁদের রিয়কে হাসানা (উত্তম রিয়ক) দান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট রিয়কদাতা। তিনি তাঁদের এমন স্থানে (জান্নাতে) পৌছাবেন যাতে তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। (সূরা হাঙ্ক : ৫৮-৫৯)

۵. قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ - بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي  
وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ.

৫। অর্থ : (নিহত হবার সাথে সাথে) তাকে বলা হল, জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বলল, হায়! আমার জাতির লোকেরা যদি (আমার এ মর্যাদা সম্পর্কে) জানতে পারত যে, আমার পরোয়ারদেগার আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং সম্মানিতদের দলভুক্ত করেছেন। (সূরা ইয়াসীন : ২৬-২৭)

۶. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ  
قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا.

৬। অর্থ : মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে করা তাদের ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ (শাহাদাতের জন্যে) অপেক্ষা করেছে। আর তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। (সূরা আহযাব : ২৩)

۷. فَأَلْدِئِينَ هَاجِرُوا وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا  
وَقَتَلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ - ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ - وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الثَّوَابِ.

৭। অর্থ : যারা আমারই জন্যে হিজরত করেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, নির্বাচিত হয়েছে, আমারই পথে লড়াই করেছে ও নিহত



(শহীদ) হয়েছে, তাদের সকল অপরাধই আমি ক্ষমা করে দেব এবং তাদেরকে আমি এমন জান্নাত দান করব, যার নীচ দিয়ে প্রবাহমান রয়েছে ঝর্ণাধারা। একরূপ প্রতিফলই তাদের জন্যে রয়েছে আদ্বাহর নিকট। আর উত্তম প্রতিফল তো কেবল আদ্বাহর নিকটই পাওয়া যাবে। (সূরা আলে ইমরান : ১৯৫)

۸. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ط بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ - فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

৮। অর্থ : যারা আদ্বাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের তোমরা কোনো অবস্থাতেই 'মৃত' বলো না, বরং তারা তো জীবিত, তাদের মালিকের পক্ষ থেকে তারা রিষ্ক প্রাপ্ত হয়। আদ্বাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তাদের যা কিছু দান করেছেন, তাতেই তারা পরিতৃপ্ত এবং যারা এখনো তাদের পেছনে রয়ে গেছে, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি, তাদের ব্যাপারেও এরা খুশী, কেননা এমন ধরনের লোকদের জন্যে এখানে কোনো ভয় নেই এবং তারা উৎকর্ষিতও হবে না। (সূরা আলে ইমরান : ১৬৯-৭০)

۹. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ.

৯। অর্থ : আদ্বাহ এভাবে জেনে নিতে চান তোমাদের মধ্যে কারা প্রকৃত ঈমানদার এবং এজন্যে যে তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। (সূরা আলে ইমরান : ১৪০)

۱۰. وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ.

১০। অর্থ : যে ব্যক্তি আদ্বাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করবে সে ঐসব লোকদের সঙ্গী হবে যাদেরকে নিয়ামত দান করা হয়েছে। তারা হলো নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ (সৎকর্মশীল) লোক। (সূরা আন নিসা : ৬৯)

۱۱. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ  
 ط وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا  
 عَظِيمًا.

১১। অর্থ : সুতরাং যারা আল্লাহর কাছে পার্থিব জীবনকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয় তাদের জিহাদ করাই কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে অতঃপর নিহত (শহীদ) হয় কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহা পুরস্কার দান করব। (সূরা আন নিসা : ৭৪)

۱۲. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ  
 الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ  
 حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ط وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ  
 فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ط وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

১২। অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের জ্ঞান ও মাল-সম্পদ জন্মান্তের বিনিময়ে ঋনিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে; অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক শ্রেষ্ঠতর? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সেই লেন-দেনের জন্যে, যা তোমরা করেছে তাঁর সাথে। আর এ হলো মহা সাফল্য। (সূরা আত তাওবা : ১১১)

শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে হাদীস

۱. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ  
 الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا  
 الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى  
 مِنْ الْكِرَامَةِ.

১। অর্থ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন : জান্নাতে প্রবেশের পর একমাত্র শহীদ ব্যক্তি ছাড়া দুনিয়াতে আর কেউ ফিরে আসতে চাইবে না। অথচ তার জন্যে দুনিয়ার সবকিছুই (জান্নাতে) থাকবে। সে ফিরে এসে দশবার শহীদ হবার আকাঙ্ক্ষা করবে। কেননা, বাস্তবে সে শহীদের মর্যাদা সেখানে (জান্নাতে) দেখতে পায়। (বুখারী)

۲. عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتٌّ خِصَالٌ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيُرَى مَقْعَدَهُ  
مِنَ الْجَنَّةِ وَيَجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعُ  
عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا  
وَيَزُوجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ  
مِنْ أَقَارِبِهِ.

২। অর্থ : হযরত মিকদাদ ইবনে মা'দীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আল্লাহর কাছে শহীদ ব্যক্তির ছয়টি মর্যাদা রয়েছে : (১) প্রথম রক্তপাতেই তার গুনাহ মাক করে দেয়া হয়। (২) জান্নাতে তার স্থান তাকে দেখানো হয়। (৩) তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হয়। (৪) বড় বিপদ-আপদ থেকে সে নিরাপদ থাকে। (৫) তার মাথায় আকর্ষণীয় একটা মুকুট পরানো হবে যার এক একটা মণিমুক্তা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা আছে তার চাইতেও উত্তম হবে। আর ডাগর ডাগর চোখবিশিষ্ট বাহাস্তরজন হুরের সাথে তার বিবাহ দেয়া হবে এবং (৬) তাকে তার সস্তরজন আত্মীয়-স্বজনের জন্যে শাফায়াত করার জন্যে অনুমতি দেয়া হবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত)

۳. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ وَالَّذِي  
نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تُطِيبُ أَنْفُسَهُمْ أَنْ  
يَتَخَلَّقُوا عَنِّي وَلَا أَجِدَ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تُغزُو

فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أَقْتُلُ ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أَقْتُلُ.

৩। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি, সেই পবিত্র সত্তার শপথ করে বলছি : যাঁর মুঠের মধ্যে আমার প্রাণ! যদি কিছু সংখ্যক মুসলমান এমন না হতো যারা আমার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করাকে আদৌ পছন্দ করবে না এবং যাদের সবাইকে আমি সওয়ারি জন্তুও সরবরাহ করতে পারবো না (যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাইবে, তাদের সবাইকে) বলে আশঙ্কা হতো, তাহলে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোনো ক্ষুদ্র সেনাদল থেকেও আমি দূরে থাকতাম না। যার হাতে আমার প্রাণ! সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি : আমার নিকট অভ্যন্ত পছন্দনীয় হচ্ছে, আমি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাই আবার জীবন লাভ করি এবং আবার শহীদ হই, তারপর পুনরায় জীবন লাভ করি এবং পুনরায় শহীদ হই। (বুখারী)

٤- عَنْ عَمْرٍو (رض) سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (رض) قَالَ قَالَ رَجُلٌ  
 لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ فِي الْجَنَّةِ  
 فَأَلْفَى نُمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَتَلَ حَتَّى قَتِلَ.

৪। অর্থ : হযরত আমর (ইবনে দীনার) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে বলল, বলুনতো শহীদ হলে আমি কোথায় থাকব? তিনি (নবী সা) বললেন : জান্নাতে থাকবে। তখন সে তার হাতের খেজুরগুলো (যা সে খাচ্ছিল) ছুড়ে ফেলে দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেল। (বুখারী)

٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّهِيدُ لَا يَجِدُ  
 أَلَمَ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ أَلَمَ الْقُرْصَةِ.

৫। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যেমন দংশনের ব্যথা পায়, শহীদ ব্যক্তি তেমন ছাড়া নিহত হবার ব্যথা অনুভব করে না। (মিশকাত)

٦- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) أَنَّ أُمَّ الرَّبِيعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بِنِ سَرَّاقَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهُ أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرِبُ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبْرَتْ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جَنَّانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ ابْنُكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى.

৬। অর্থ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। বার'আর কন্যা উম্মে রুবাই হারেসা ইবনে সুরাকার মাতা নবী করীম (সা)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী, আপনি আমাকে হারেসা সম্পর্কে কিছু বলুন। হারেসা বদর যুদ্ধে অদৃশ্য তীরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছিল। সে (হারেসা) যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে, তবে আমি খৈরখারণ করব, তা না হলে তার জন্যে অঝোর নয়নে কাঁদবো। তিনি বললেন : হে হারেসার মা, জান্নাতে অসংখ্য বাগান আছে, আর তোমার পুত্র সেখানে সর্বোচ্চ ফিরদাউস লাভ করেছে। (বুখারী)

٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) يَقُولُ جِئْتُ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ (ص) وَقَدْ مَثَلَ بِهِ وَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبَتْ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِي قَوْمِي فَسَمِعَ صَوْتُ صَانِحَةٍ فَقِيلَ ابْنَةُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو فَقَالَ فَلَمَّا تَبَكَّى أَوْ فَلَا تَبَكَّى مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظَلُّ بِأَجْنِحَتِهَا قُلْتُ لَصَدَقَةَ أَفِيهِ حَتَّى رُفِعَ قَالَ رَبِّمَا فَلَهُ.

৭। অর্থ : হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদের দিন যুদ্ধ শেষে আমার আবার লাশ নবী করীম (সা)-এর নিকট এনে তাঁর সামনে রাখা হলো! তার লাশ বিকৃত (নাক কাটা ও চোখ উপড়ানো) করা হয়েছিল। আমি তার চেহারা উন্মুক্ত করে দেখতে থাকলে লোকেরা আমাকে নিষেধ করলো। ইতোমধ্যে কোনো একজন ক্রন্দনকারিণীর ক্রন্দন ধ্বনি ভেসে আসলো। বলা হলো, আমরের কন্যা অথবা ভগ্নি ক্রন্দন করছে। নবী করীম (সা) বললেন : ক্রন্দন করছো কেন? অথবা তিনি বলেছিলেন, ক্রন্দন করো না। অনেক

ফেরেশতা তাকে ডানা দ্বারা ছায়া দান করছে। (ইমাম বুখারী বলেন) আমি আমার গুস্তাদ সাদাকাহকে জিজ্ঞেস করলাম, হাদীসে কি একথাও আছে যে, ফেরেশতারা উঠিয়ে নিয়েছে। তিনি (সাদাকাহ) জবাব দিলেন, হ্যাঁ জাবের কোনো কোনো সময় একথাও বলেছেন যে, ফেরেশতারা তার আকাবাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছে। (বুখারী)

۸- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخَذَ لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَانِهِمْ وَلَمْ يُغْسَلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.

৮। অর্থ : হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ওহদের যুদ্ধের শহীদের দু'দুজনকে একই কাফনের একই কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করেছিলেন। কাফনে জাড়ানো হলে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন : কুরআনের জ্ঞান কার বেশী ছিল? কোনো একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হলে তিনি প্রথমেই তাকে কবরে নামালেন এবং বললেন : কিয়ামতের দিন আমি নিজে এদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিব। তিনি তাদেরকে রক্তসহ দাফন করতে নির্দেশ দিলেন। তাদের গোসল দেয়া হয়নি এবং জানাযা পড়াও হয়নি। (বুখারী)

۹- عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

৯। অর্থ : হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, যে সব লোক নিজের ধন-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় তারা শহীদ। আর যে সব লোক নিজের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় তারাও শহীদ। যে সব লোক নিজের ধীন রক্ষার জন্যে মারা যায় তারা শহীদ। আর যে সব লোক নিজের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের রক্ষা

করতে গিয়ে মারা যায় তারাও শহীদ। (মানুষের যে অধিকার আছে তা রক্ষা করতে গিয়ে যদি মারা যায় তাহলে শাহাদাতের মর্যাদা পাবে)। (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)

## বাইয়াত

বাইয়াত সম্পর্কে আয়াত

۱- اِنَّ الَّذِيْنَ يُّبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُّبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ.

১। অর্থ : হে রাসূল যেসব লোক আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে, তারা আসলে আল্লাহর নিকটই বাইয়াত গ্রহণ করেছে। তাদের হাতের উপর আল্লাহর হাত ছিল। (সূরা আল ফাত্হ : ১০)

۲- فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا.

২। অর্থ : তারা যেন আল্লাহর পথে লড়াই করে যারা দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে দেয় আখিরাতের বিনিময়ে। আর যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় অথবা বিজয়ী হয় উভয়কে আমি সীমাহীন প্রতিদান দেবো। (সূরা আন নিসা : ৭৪)

۳- لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُّبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

৩। অর্থ : আল্লাহ ঐ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যারা (বাবলা) গাছের নিচে আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছিল। (সূরা আল ফাত্হ : ১৮)

۴- اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ.

৪। অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের জ্ঞান-মাল তাদেরকে জান্নাত দানের বিনিময়ে খরিদ করেছেন। তারা লড়াই করে আল্লাহ পথে। অতঃপর তারা (দুশমনদের) মারে এবং (নিজেরাও) মরে (শহীদ হয়)। (সূরা আত তাওবা : ১১১)

۵- اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاِيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا

خَلَقَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

৫। অর্থ : আর যারা আদ্বাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ও নিজেদের শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে দেয়, তাদের জন্য আশিরাতে কোনো অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আদ্বাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিতোষণও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা আলে ইমরান : ৭৭)

٦. قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

৬। অর্থ : আপনি বলুন। আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্বপ্রতিপালক আদ্বাহরই জন্য নিবেদিত। (সূরা আল আন'আম : ১৬২)

٧. بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.

৭। অর্থ : হ্যাঁ, যে ব্যক্তি তার ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ করবে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে, সে আদ্বাহর প্রিয়ভাজন হবে। নিশ্চয় আদ্বাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান : ৭৬)

বাইয়াত সম্পর্কে হাদীস

١. عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

১। অর্থ : হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন, যে ব্যক্তি বাইয়াতের রজু গলদেশে বুলানো অবস্থা ছাড়া মারা যাবে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম)

٢. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ (رح) أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ (رض) يَقُولُ كُنَّا نَبَايعُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ.



২। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে শ্রবণ ও আনুগত্যের বাইয়াত হতাম। তিনি আমাদের বলতেন, তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী। (মুসলিম)

৩. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ بَايَعَنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لَا تَنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا لَا نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ.

৩। অর্থ : হযরত উবাদা ইবনে সমিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে স্বাভাবিক অবস্থায়, কঠিন অবস্থায়, সুখের অবস্থায় ও কষ্টকর সর্বাবস্থায় (নির্দেশ) শ্রবণ ও আনুগত্য করার জন্য বাইয়াত হতাম। আমরা এই মর্মেও বাইয়াত হতাম যে, আমরা কোনো ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হব না এবং যেখানেই অবস্থান করি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকব। এ ব্যাপারে আমরা কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করব না। (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, মুসনাদে আহমাদ)

### আনুগত্য

আনুগত্য সম্পর্কে আয়াত

۱. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

১। অর্থ : এগুলো আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হবে তিনি তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সে হবে তার স্থায়ী বাসিন্দা। এটা মহাসাক্ষ্য। (সূরা নিসা : ১৩)

۲. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

২। অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের মধ্যকার কর্তৃপক্ষের। (সূরা নিসা : ৫৯)

۳- وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا .

৩। অর্থ : যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত নবীগণ, পরম সত্যবাদীগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীলদের সাথী হবে এবং তারা কতোই না উত্তম সাথী। (সূরা নিসা : ৬৯)

৪- مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظًا .

৪। অর্থ : যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহরই অনুগত হলো। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে চলে যায় আমি আপনাকে তাদের নিরাপত্তা বিধায়ক হিসেবে পাঠাইনি। (সূরা নিসা : ৮০)

৫- وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنْ أُمرَّتَهُمْ لِيَخْرُجُنَّ ط قُلْ لَا تُقْسِمُوا ۚ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ط إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

৫। অর্থ : তারা (মুনাফিকরা) দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নামে শপথ করে যে, আপনি নির্দেশ দিলে আমরা বাড়ি-ঘর থেকে বের হয়ে আসবো। আপনি বলুন, তোমরা শপথ করো না, যথারীতি আনুগত্য করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। (সূরা নূর : ৫৩)

আনুগত্য সম্পর্কে হাদীস

১- عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ .

১। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, শাসক যে পর্যন্ত কোন পাপকার্যের আদেশ না করবে, সে পর্যন্ত তার আদেশ শুনা ও মেনে নেয়া প্রতিটি মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য, তা তার পছন্দ হোক আর না

হোক। হ্যাঁ সে যদি কোন পাপকার্যের আদেশ করে তাহলে তার কথা শুনা বা তার আনুগত্য করার কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী, মুসলিম)

২. عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ .

২। অর্থ : হযরত আলী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, গোনাহের কাজে কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য শুধু নেক কাজের ব্যাপারে। (বুখারী, মুসলিম)

৩. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَا اللَّهَ وَمَنْ يَطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي .

৩। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে আমার এতায়াত বা আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে আমার হুকুম অমান্য করল সে আল্লাহর হুকুমই অমান্য করল। যারা আমীরের আনুগত্য করল তারা আমার আনুগত্য করল। আর যারা আমীরের আদেশ অমান্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আমারই আদেশ অমান্য করল। (বুখারী, মুসলিম)

৪. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِّنْ طَاعَةِ لِقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأُحْجَّةٍ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً .

৪। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) রাসূলে পাক (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আনুগত্যের বন্ধন থেকে হাত খুলে নেয়, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার বলার কিছুই থাকবে না। আর যে ব্যক্তি বাইয়াত ছাড়া মারা যাবে তার মৃত্যু হয়ে জাহিলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম)

## ত্যাগ-কুরবানী পরীক্ষা

ত্যাগ-কুরবানী পরীক্ষা সম্পর্কে আয়াত

۱- أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْتُمُ الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَزَلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ.

১। অর্থ : তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ এখনও তোমাদের উপর তোমাদের পূর্বের লোকদের মতো বিপদ-আপদ আসেনি। তাদের উপর এসেছিল বহু বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট। তারা (বাতিলাদের) অত্যাচার-নির্যাতনে এমনভাবে জর্জরিত হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত তৎকালীন রাসূল এবং তাঁর সঙ্গীরা আর্তচিৎকার করে বলে উঠেছিল, “কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে?” তখন তাদেরকে সাবুনা দিয়ে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে। (সূরা আল বাকারা : ২১৪)

۲- أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

২। অর্থ : তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ এখনও পর্যন্ত আল্লাহ দেখেননি তোমাদের মধ্যে কে (তাঁর পথে) জিহাদ করেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুমিনদের ছেড়ে অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (সূরা আত তাওবা : ১৬)

۳- أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ.

৩। অর্থ : তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ এখনো আল্লাহ দেখেননি তোমাদের মধ্যে কে তাঁর পথে জিহাদ করেছে এবং কে তাঁর জন্য সবরকারী। (সূরা আলে ইমরান : ১৪২)

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন-১৬৩

٤. أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ.  
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا  
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ.

৪। অর্থ : মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, “আমরা ঈমান এনেছি” একথা বললেই তারা ছাড়া পেয়ে যাবে এবং কোনো পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন (ঈমানের দাবিতে) কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আল আনকাবূত : ২-৩)

٥. زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ  
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ  
ط ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ.

৫। অর্থ : মানুষের জন্য তাদের মনঃপূত জিনিস, নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য বাছাই করা ঘোড়া, গৃহপালিত পশু ও কৃষি জমি বড়ই আনন্দদায়ক ও লালসার বস্তু বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এসবই হচ্ছে দুনিয়ার সাময়িক জীবনের ভোগের বস্তু মাত্র। মূলতঃ উত্তম আশ্রয় তো রয়েছে আল্লাহর কাছে। (সূরা আলে ইমরান : ১৪)

٦. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوًا  
أَخْبَارَكُمْ.

৬। অর্থ : আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না প্রকাশ হয় কে কে তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী এবং কে কে সবরকারী এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি। (সূরা মুহাম্মদ : ৩১)

٧. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ  
مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ط إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. لَّكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ  
مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتٰكُمْ ط وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.

৭। অর্থ : পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোনো বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিভাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এজন্যে বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তার জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তার জন্যে উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা আল হাদীদ : ২২-২৩)

۸. اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

৮। অর্থ : তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহা পুরস্কার। (সূরা আত্ তাগাবুন : ১৫)

۹. مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ . وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ اللّٰهُ . وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

৯। অর্থ : কোনো বিপদ কখনও আসে না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। (সূরা আত্ তাগাবুন : ১১)

۱۰. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا.

১০। অর্থ : তিনিই মৃত্যু ও জীবন উদ্ভাবন করেছেন, যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? (সূরা মুলক : ২)

۱۱. وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَاۗءٌ وَّلٰكِنْ لَا تَشْعُرُوْنَ . وَاَنْتُمْ لَكُمْ بِشٰىءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ . الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمُ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ .

১১। অর্থ : যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলা না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝো না। আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসলের বিনষ্টের মাধ্যমে।

তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের যখন তারা বিপদে পড়ে, তখন বলে : নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্যে এবং আমরা সবাই তাঁরই কাছে ফিরে যাব। (সূরা আল বাকারা : ১৫৪-১৫৬)

ত্যাগ-কুরবানী পরীক্ষা সম্পর্কে হাদীস

১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رض) جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ  
 إِنِّي أَحْبَبْتُ. قَالَ أَنْظِرْ مَا تَقُولُ. فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لِأَحْبَبُكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ  
 قَالَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأَعِدْ لِلْفَقْرِ تَجَنُّافًا، لَلْفَقْرِ أَشْرَعُ إِلَيَّ مَنْ  
 يُحِبُّنِي مِنَ السَّبِيلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ.

১। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট এসে বলল, আমি আপনাকে ভালোবাসি; রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তুমি কি বলছো তা ভালো করে ভেবে দেখ। সে বলল, আল্লাহর কসম আমি আপনাকে ভালবাসি। একথা সে তিনবার বলল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে দারিদ্র্যের মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুতি নাও। কেননা কোনো ব্যক্তি যদি আমাকে ভালবাসে বন্যার পানির চাইতেও দ্রুত গতিতে দারিদ্র্য তার দিকে এগিয়ে আসে। (তিরমিযী)

২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَزَا الْبَلَاءُ  
 بِالْمُؤْمِنِ وَبِالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى  
 وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ.

২। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মুমিন নর-নারীর উপর সময় সময় বিপদ ও পরীক্ষা এসে থাকে, কখনো সরাসরি তার নিজের জীবনের উপর বিপদ আসে, কখনো তার সন্তান মারা যায়, আবার কখনো তার ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়। অবশেষে সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হয় যে, তার আমলনামায় আর কোনো গুনাহ

অবশিষ্ট থাকে না (বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণের কারণে গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়)। (তিরমিযী)

৩. عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ عَظِمَ الْجَزَاءِ مَعَ عَظِمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ.

৩। অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : বিপদ-আপদ ও পরীক্ষা যতো কঠিন হবে তার প্রতিদানও হবে ততো মূল্যবান। আর আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালবাসেন তখন অধিক যাচাই ও সংশোধনের জন্যে তাদেরকে বিপদ-মুসিবত ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতঃপর যারা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে খুশী মনে মেনে নেয় এবং ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিযী)

৪. عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ.

৪। অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মানুষের উপর এমন এক যুগ (সময়) আসবে যখন ধীনদারের জন্যে ধীনের উপর টিকে থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মতো কঠিন হবে। (তিরমিযী)

৫. عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ السَّعِيدَ لِمَنْ جَنَّبَ الْفِتْنََ (ثَلَاثًا) وَلَمَنْ ابْتَلَى فَصَبَرَ فَرَوَّاهَا.

৫। অর্থ : মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে পরীক্ষার ফিতনা থেকে মুক্ত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তিনবার এ কথাটি উচ্চারণ করলেন। আর যে ব্যক্তিকে পরীক্ষায় ফেলা সত্ত্বেও সত্যের উপর অটল-অবিচল থাকে তার জন্যে তো অশেষ ধন্যবাদ। (আবু দাউদ)



٦. عَنْ خُبَابِ بْنِ الْأَرْتِ (رض) قَالَ شَكُونَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بَرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا؟ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُحْمَلُ فِيهَا فَيَجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ اثْنَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمَشِّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ مِنْ دِينِهِ وَاللَّهُ لَيَتَمَنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّأِيبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ.

৬। অর্থ : হযরত খাবাব ইবনে আরত (রা) বলেন, একদা আমরা নবী করীম (সা)-এর নিকট (আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ও অত্যাচার-নির্যাতন সম্পর্কে) অভিযোগ করলাম। তখন তিনি তাঁর চাঁদরটিকে বালিশ বানিয়ে কাবা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা তাকে বললাম আপনি কি আমাদের জন্যে আল্লাহর নিকট সাহায্য চান না? আপনি কি আল্লাহর নিকট আমাদের জন্যে দু'আ করেন না? তখন তিনি বললেন (তোমাদের উপর আর কি দুঃখ নির্যাতনই বা এসেছে) তোমাদের পূর্বকার ঈমানদার লোকদের অবস্থা ছিলো এই যে, তাদের কারো জন্যে গর্ত খোঁড়া হতো এবং সে গর্তের মধ্যে তার শরীরের অর্ধাংশ পুতে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। অতঃপর করাত এনে তার মাথার উপর স্থাপন করা হতো এবং তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হত। কিন্তু এ অমানুষিক অত্যাচার তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারতো না। কারো শরীর লোহার চিক্রনি দ্বারা আচড়িয়ে হাড় থেকে মাংস ও স্নায়ু তুলে ফেলা হত কিন্তু এতেও তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারত না। আল্লাহর কসম, এ দীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। তখন যে কোনো উষ্ট্রারোহী সানআ থেকে হাযারামাউত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ নিরাপদে সফর করবে। এ দীর্ঘ সফরে সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবে না এবং মেঘপালের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া অন্য কারো ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াছড়া করছ। (বুখারী)

۷. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ.

৭। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ আকাঙ্ক্ষিত মানের মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের প্রবৃত্তি (খেয়াল খুশী) কে আমার আনীত আদর্শের অধীন না করে। (মিশকাত)

## বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত

বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে আয়াত

۱- وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا.

১। অর্থ : আর ধীরে-সুস্থে স্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করো। (সূরা মুখাফিল : ৪)

۲- وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا.

২। অর্থ : আর আমি এই কুরআনকে পৃথক পৃথকভাবে নাযিল করেছি যেন আপনি তা মানুষের সামনে ধেমে ধেমে পড়তে পারেন। আর আমি তা নাযিল করার সময়ও পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি। (যেন তা সহজে ও স্পষ্টভাবে বুঝা যায়)। (সূরা বনী ইসরাঈল : ১০৬)

۳- وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا.

৩। অর্থ : আমি তা (কুরআন) এক বিশেষ নিয়মে পৃথক পৃথক অংশে সজ্জিত করেছি। (সূরা ফুরকান : ৩২)

۴- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ.

৪। অর্থ : আমি কুরআন বুঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোনো চিন্তাশীল আছে কি?

বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে হাদীস

۱- عَنْ عُثْمَانَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

১। অর্থ : হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। (বুখারী, তিরমিযী)

২. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَمْ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ.

২। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের অর্থাৎ কুরআনের একটি অক্ষর পাঠ করবে, আল্লাহ তাকে তার বদলে একটি নেকী দান করবেন। আর প্রতিটি নেকী দশ গুন। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি অক্ষর, 'লাম' একটি অক্ষর এবং 'মীম' একটি অক্ষর। (তিরমিযী, মিশকাত)

৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ .

৩। অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যার অন্তরে আল-কুরআনের কোনো জ্ঞান নেই তা বিরান ঘরতুল্য। (তিরমিযী)

৪. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ .

৪। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত নেকী লেখক ফেরেশতাদের সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করতে গিয়ে বেধে বেধে যায়, (তারপরও চেষ্টা চালায়) তার জন্য দ্বিগুন ছওয়াব (কষ্ট করার জন্য এক গুন এবং তিলাওয়াতের জন্য এক গুন)

৫. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أَلْبَسَ وَالِدَاهُ تَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْؤُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ .

৫। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করে এবং

তদনুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন টুপি পরানো হবে, যার আলো সূর্যের আলোর চেয়েও অতি উজ্জ্বল হবে। (আবু দাউদ, মিশকাত)

٦- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِقْرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ.

৬। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা কুরআন পাঠ করো, নিশ্চয়ই তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকদের জন্য সুপারিশ করবে।

## নিয়ত

নিয়ত সম্পর্কে আয়াত

١- مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلُّهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا.

১। অর্থ : যে ব্যক্তি দুনিয়া কামনা (নিয়ত) করবে, আমি তাকে (দুনিয়াতে) যা ইচ্ছা অতি সত্ত্বর প্রদান করব। অতঃপর তার জন্যে জাহান্নাম নির্ধারণ করব, সে তাতে নিশ্চিত-বিভাঙিত অবস্থায় প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আখিরাত কামনা (নিয়ত) করবে এবং মুমিন অবস্থায় তার (পরকালে) জন্যে যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করবে, এমন লোকদের চেষ্টা কবুল হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল : ১৮-১৯)

٢- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا.

২। অর্থ : (হে রাসূল!) আপনি বলে দিন : প্রত্যেকেই নিজ নিজ রীতি (নিয়ত) অনুযায়ী কাজ করে। অতঃপর আপনার পালনকর্তা বিশেষভাবে জানেন, কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পথে আছে। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৮৪)

٣- مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ جَ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ.

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সংকলন-১৭১

৩। অর্থ : যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্যে সেই ফসল বৃদ্ধি করে দেই। আর যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমি তাকে তার কিছু দিয়ে দেই এবং পরকালে তার কোনো প্রাপ্যই থাকবে না। (সূরা আশ শূরা : ২০)

নিয়ত সম্পর্কে হাদীস

১. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

১। অর্থ : হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, (আল্লাহর ইবাদত সম্বন্ধীয়) যাবতীয় কাজের ফলাফল (আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ) নিয়তের (পবিত্রতা ও ইচ্ছার সততার) উপরই নির্ভর করে। আর প্রত্যেক ব্যক্তি আপন নিয়ত অনুসারে (আপন কাজের ফলের) অধিকারী হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ও রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যেই হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোনো স্বার্থ উদ্ধারের আশায় কিংবা কোনো রমণীকে (বিবাহ সূত্রে) আবদ্ধ হওয়ার (গোপন) বাসনায় হিজরত করে; তার হিজরত সেদিকেই হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করে। (বুখারী, মুসলিম)

২. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ لَا يَنْفَعُ قَوْلُ الْإِبْرَاهِيمَ وَلَا يَنْفَعُ قَوْلُ وَلَا عَمَلُ إِلَّا نِيَّةٌ، وَلَا يَنْفَعُ قَوْلُ وَلَا عَمَلُ إِلَّا نِيَّةٌ الْإِبْرَاهِيمَ وَآفَقَ السَّنَةِ.

২। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কর্ম ছাড়া মৌখিক দাবি বিফল আর মৌখিক দাবি ও কর্ম উভয়ই বিনা নিয়তে কার্যকরী নয় এবং মৌখিক দাবি, কর্ম ও নিয়ত আদৌ ফলপ্রসূ হবে না- যদি তা (কুরআন তথা পবিত্র) সুলত অনুযায়ী সম্পাদিত না হয়। (জামিউল উলূম আল হাকেম)

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সংকলন-১৭২

۳. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُسْتُشْهِدَ فَأَتَىٰ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّىٰ أُسْتُشْهِدْتَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَن يُقَالَ جَرِيٌّ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ - وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَتَىٰ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَةً فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ إِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِيٌّ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ - وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأَتَىٰ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَةً فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يَنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ -

৩। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে, যে (আল্লাহর পথে) শহীদ হয়েছে। তাকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করে তার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে যাবতীয় নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে ঐসব নিয়ামত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি আমার এসব নিয়ামত পেয়ে কি আমল করেছো? সে প্রতিউত্তরে বলবে : আমি আপনার পথে লড়াই করতে করতে শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেছি। আল্লাহ

বলবেন : তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি তো এজন্যই লড়াই করেছ যে তোমাকে লোকে বীর বলবে। তোমার সেই বীরত্বের খ্যাতি দুনিয়াতেই পেয়ে গেছে (এখন আমার কাছে তোমার আর কোনো পাওনা নেই)। অতঃপর তাকে উপড় করে পা টেনে হেচড়ে দোষখে নিষ্কেপ করার আদেশ দেয়া হবে এবং এভাবেই সে দোষখে নিষ্কিণ্ত হবে। এরপর আল্লাহর দরবারে এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, যে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেছে, দ্বীনের জ্ঞান (অপরকে) শিক্ষা দিয়েছে এবং আল কুরআন পড়েছে। তাকে তার প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে ব্যক্তি এসব নিয়ামত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে এসব (নিয়ামত) ভোগের পর তুমি কি করেছ? সে বলবে : আমি দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেছি, দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি আর আপনার রাজি-খুশির জন্যে আল কুরআন পড়েছি। আল্লাহ বলবেন : তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো আলেম হিসেবে খ্যাতি লাভের জন্যে ইলম অর্জন করেছো। আর তুমি তো কুরআন এজন্য পড়েছ যে লোকে তোমাকে ‘স্বারী’ বলবে। তুমি তো সেই সুনাম-খ্যাতি (দুনিয়াতেই) পেয়ে গেছ (এখন আমার কাছে তোমার কোনো পাওনা নেই)। তারপর তাকে উপড় করে দোষখে নিষ্কেপ করার নির্দেশ দেয়া হবে এবং এভাবেই তাকে জাহান্নামে নিষ্কেপ করা হবে। এরপর এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, যাকে আল্লাহ সচ্ছলতা ও নানা রকম ধন-সম্পদ দান করেছেন। তাকে তার প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে এসব নিয়ামতের প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে এসব (নিয়ামত) পেয়ে তুমি কি আমল করেছো? প্রতিউত্তরে সে বলবে : আমি আপনার পছন্দনীয় সব খাতেই আমার ধন-সম্পদ খরচ করেছি। আল্লাহ বলবেন : তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো ‘দানবীর’ খ্যাতি লাভের জন্যেই দান করেছ। সে খ্যাতি তুমি (দুনিয়াতেই) অর্জন করেছ। (এখন আমার কাছে তোমার কোনো প্রাপ্য নেই)। তার ব্যাপারে উপড় করে পা ধরে জাহান্নামে নিষ্কেপ করার আদেশ দেয়া হবে এবং সেভাবেই তাকে জাহান্নামে নিষ্কেপ করা হবে। (মুসলিম)

৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔

৪। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, (বিচারের দিন) আদ্বাহ তোমাদের চেহারার সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদের দিকে লক্ষ্য করবেন না, বরং তোমাদের অন্তঃকরণ (নিয়ত) ও আমলের (কাজের) দিকে লক্ষ্য করবেন। (মুসলিম)

৫. عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رض) عَلَى الْمِثْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ .

৫। অর্থ : হযরত আলকামা ইবনে ওয়াক্বাস লাইসী বলেন : আমি শুনেছি উমার ইবনে খাত্তাব (রা) মসজিদের মিম্বরের উপর উঠে বলেছিলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি : যাবতীয় কাজের ফলাফল নিয়তের উপরই নির্ভর করে। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তাই পায়। কাজে যার হিজরত দুনিয়ার স্বার্থ লাভের আশায় বা কোনো নারীকে বিয়ে করার নিয়তে হয়েছে তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যে হয়েছে (যা সে নিয়ত করেছে)। (বুখারী)

৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سِنَّةً فَلَا تَكْتُبُهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا فَإِنْ عَمَلَهَا فَانْتَبُوهَا بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَانْتَبُوهَا لَهُ حَسَنَةً وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلَهَا فَانْتَبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمَلَهَا فَانْتَبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ .

৬। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আদ্বাহ তা'য়াল্লা ফেরেশতাদেরকে বলেন : আমার বান্দা কোনো গুনাহর কাজ করার ইচ্ছা (নিয়ত) করলে, তা না করা পর্যন্ত তার জন্যে কোনো



গুনাহ লিখো না। তবে সে যদি গুনাহের কাজটি করে ফেলে, তাহলে কাজটির অনুপাতে তার গুনাহ লিখো। আর যদি আমার কারণে তা পরিত্যাগ করে, তাহলে তার জন্যে একটি নেকী লিপিবদ্ধ করো। সে যদি কোনো নেকীর কাজ করার ইচ্ছা (নিয়ত) করে কিন্তু এখনও তা করেনি তাহলে তার জন্যে একটি নেকী লিপিবদ্ধ করো। আর যদি তা করে তাহলে কাজটি অনুপাতে তার জন্যে দশ গুন থেকে (আন্তরিকতা অনুপাতে) সাতশো গুন পর্যন্ত নেকী লিপিবদ্ধ কর। (বুখারী)

٧. عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ.

৭। অর্থ : হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্যে সালাত আদায় করল সে শিরক করলো এবং যে লোক দেখানোর জন্যে রোযা রাখল সে শিরক করলো এবং যে লোক দেখানোর জন্যে দান-খয়রাত করল সেও শিরক করল। (মুসনাদে আহমাদ)

## পবিত্রতা

### পবিত্রতা সম্পর্কে আয়াত

ইসলাম পবিত্রতার উপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে। অন্য কোনো ধর্ম তা দেয়নি। একথা অমুসলিম পথিকৃৎগণও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। -ডা. রবার্ট স্মীথ বলেন, 'পবিত্রতার (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার) আমল আমরা ইসলাম থেকে শিখেছি।' আল্লাহ তা'আলা বলেন :

١. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ط وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ط وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا

مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ط  
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ  
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ -

১। অর্থ : ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতে চাও, তখন তোমরা ধৌত করে নেবে নিজেদের মুখমণ্ডল এবং হাত কনুই পর্যন্ত আর মাসাহ করে নেবে নিজেদের মস্তক এবং ধৌত করে নেবে নিজেদের পা গ্রহি পর্যন্ত। কিন্তু যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে উত্তমরূপে পবিত্র হবে। আর যদি তোমরা পীড়িত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রশ্রাব-পায়খানা সেরে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রী সহবাস কর, তারপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়ামুম করবে- ঐ মাটি দিয়ে নিজেদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসাহ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের অসুবিধায় ফেলতে চান না, বরং তিনি তোমাদের পাক-পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা আল মায়েরা : ৬)

۲. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ط قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ لَّا فَاعْتَزِلُوا الْنِسَاءَ فِي  
الْمَحِيضِ لَّا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ج فَاذَا طَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ  
حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ -

২। অর্থ : তারা আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করে রক্তস্রাব সম্বন্ধে। আপনি বলুন : তা অশুচি। কাজেই রক্তস্রাব অবস্থায় তোমরা স্ত্রী গমন থেকে বিরত থাকবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না। সুতরাং যখন তারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তোমরা তাদের কাছে সেভাবে গমন করবে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরও ভালবাসেন। (সূরা আল বাক্বারা : ২২২)

۳. فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ -

৩। অর্থ : সেখানে কিছু লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জনকে ভালবাসে আর আল্লাহ পবিত্রতা সম্পাদনকারীদের ভালবাসেন। (সূরা তাওবা : ১০৮)

পবিত্রতা সম্পর্কে হাদীস

১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ -

১। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : প্রস্রাবই বেশীর ভাগ কবরের আযাবের কারণ হয়ে থাকে। (মুসনাদে আহমাদ)

২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُقْبَلُ الصَّلَاةُ بِغَيْرِ طَهُورٍ -

২। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : পবিত্রতা ব্যতীত কোনো নামাযই কবুল হয় না। (তিরমিযী)

৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ -

৩। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন : এই কবরদুয়ে শায়িত লোক দু'টির উপর আযাব হচ্ছে। তেমন কোনো বড় গুনাহের কারণে এ আযাব হচ্ছে না। (বরং খুবই ছোট-খাটো গুনাহের দরুন আযাব হচ্ছে, অথচ তা থেকে বেঁচে থাকা কঠিন ছিল না) এদের একজনের আযাব হচ্ছে এ কারণে যে, সে প্রস্রাবের মলিনতা ও অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকার অথবা পবিত্র থাকার কোনো চেষ্টাই করত না। আর দ্বিতীয়জনের উপর আযাব হওয়ার কারণ হচ্ছে, সে চোগলখোরি করত। (বুখারী, মুসলিম)

৪. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : وَقَّتْ لَنَا فِي قَصْرِ الشَّارِبِ،

وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَتَتْفِ الْأَبْطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا تَنْتَرِكَ أَكْثَرَ مِنْ  
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً -

৪। অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, পৌফ কাটা, নখ কাটা, বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা এবং নাভীর নীচের লোম চেঁচে ফেলার জন্য আমাদেরকে সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল, যেন আমরা তা করতে চল্লিশ দিনের অধিক দেবী না করি। (মুসলিম)

৫. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي  
الْإِنَاءِ، وَأَنْ يَمَسَّ ذِكْرَهُ بِيَمِينِهِ وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ -

৫। অর্থ : হযরত আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) পানি পান করার সময় পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে, ডান হাত দ্বারা পুরুমান্ন স্পর্শ করতে এবং ডান হাতে শৌচ করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী)

৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي  
الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلَ مِنْهُ -

৬। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব না করে এবং পরে সেই পানিতে গোসল না করে। (মুসলিম)

৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ  
اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تَصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :  
تَوْضًا وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ -

৭। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : একদিন উমার ইবনুল খাতাব নবী (সা)-এর কাছে বললেন যে, তিনি রাতের বেলা (স্ত্রী সংগমজনিত কারণে) নাপাক হয়ে যান। (এ অবস্থায় তিনি কি করবেন) রাসূল (সা) তাকে বললেন : তুমি ওয়ু করবে এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে তারপর ঘুমাবে। (মুসলিম)

۸. عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

৮। অর্থ : হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) যখন জানাবাত বা পাক হওয়ার জন্য গোসল করতেন, তখন প্রথমে হাত দু'খানা ধুতেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতের ওপর পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধুতেন। এরপর সালাতের ওয়ূর মতো ওয়ূ করতেন এবং তারপরে হাতে পানি নিয়ে আঙ্গুলগুলো চুলের গোড়ায় প্রবেশ করিয়ে দিতেন। যখন দেখতেন যে, পরিষ্কার হয়ে গেছে তখন তিনবার তালু ভর্তি পানি নিয়ে মাথার ওপর ঢালতেন। পরে সারা শরীরে পানি ঢালতেন এবং সবশেষে পা দু'খানা ধুয়ে নিতেন। (মুসলিম)

## মিসওয়াক

মিসওয়াক সম্পর্কে আয়াত

পবিত্রতা দুই ধরনের : (১) আত্মিক পবিত্রতা ও (২) বাহ্যিক পবিত্রতা। দুই ধরনেরই পবিত্রতা অর্জনের জন্য ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। মিসওয়াক বাহ্যিক পবিত্রতার মধ্যে পড়ে। বাহ্যিক পবিত্রতা হলো দেহ, পোশাক, স্থান, ময়লা-আবর্জনা, মল-মূত্র ইত্যাদি থেকে পবিত্রতা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

۱. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ط وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ط وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا

مَاءٌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ط مَا  
 يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ  
 وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

১। অর্থ : মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও তখন (সালাতের পূর্বে) তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলোকে কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও আর মাথা মাসাহ্ কর এবং পা'গুলোকে টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেল। যদি তোমরা অপবিত্র হও তাহলে গোসল করে সমস্ত শরীর পবিত্র করে নাও। কিন্তু যদি রোগগ্রস্ত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা হতে ফিরে আস, কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর (স্ত্রী সহবাস কর), অতঃপর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও, তখন তোমরা তা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসাহ্ কর, আঙ্গুল তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা আনয়ন করতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে ও তোমাদের উপর স্বীয় নি'আমত পূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা আল-মায়েরদা : ৬)

এ আয়াতে মুখ ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। দাঁত মুখের অংশ- দাঁত পরিষ্কার না হলে দুর্গন্ধ হবে অন্য নামাযীরা কষ্ট পাবে। এছাড়া মিসওয়াকের দ্বারা অনেক রোগ (দাঁত ও মুখ-গহ্বরের) নিরাময় হয়ে যায়। বর্তমানে এসব বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

### মিসওয়াক সম্পর্কে হাদীস

প্রত্যেক নামাযের পূর্বে অযুতে মিসওয়াক করা সুন্নত। অন্য সময় মিসওয়াক মুস্তাহাব। মুখের পবিত্রতা রক্ষা এবং দাঁত ও পেটের গীড়া থেকে বাঁচার জন্য দাঁত ও জিহ্বা পরিষ্কার রাখা অপরিহার্য। মিসওয়াক করার উপর রাসূল (সা) অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিতা গাছের ডালের মিসওয়াকই উত্তম। মোটায় শাহাদাত আঙ্গুলের মত এবং লম্বায় এক বিঘত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পবিত্র লোমের বা নাইলনের ব্রাশ এবং পাক বস্তুর টুথপেস্ট বা পাউডার ব্যবহারেও কোনো দোষ নেই। মিসওয়াক সম্পর্কে রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন :

۱- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ

عَلَىٰ أُمَّتِي لِأَمْرَتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ -

১। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন : আমার উম্মতের উপরে মাদ্রাতিরিক্ত কষ্ট চাপিয়ে দেয়ার নিয়ত যদি আমার না হতো, তাহলে আমি তাদেরকে নির্দেশ দিতাম এশার নামায বিলম্ব করে পড়ার এবং প্রতি ওয়াক্ত নামাযে মিসওয়াক করার। (বুখারী, মুসলিম)

۲- عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ (رَضِيَ) بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسَّوَاكِ -

২। অর্থ : হযরত শুরাইহ বিন হানি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (সা) ঘরে ঢুকে প্রথম কোন কাজটি করতেন? হযরত আয়েশা (রা) উত্তর দিলেন যে, তিনি প্রথম মিসওয়াক করতেন। (মুসলিম)

۳- عَنْ حُذَيْفَةَ (رَضِيَ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوعُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ -

৩। অর্থ : হযরত হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখনই তাহাজ্জুদের জন্য রাতে জাগতেন, তখন প্রথমেই তিনি মিসওয়াক দ্বারা মুখ পরিষ্কার করে নিতেন। (বুখারী, মুসলিম)

### ওযু

ওযু : নামায যেমন জান্নাতের চাবি তেমনি নামাযের চাবি হলো ওযু (পবিত্রতা)। ওযু ছাড়া নামায বিসৃদ্ধ হয় না। ওযুর পদ্ধতি হলো- (১) মুখমণ্ডল ধৌত করা, (২) উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করা, (৩) মাথা মাসাহ করা (৪) এবং পা গিটসহ ধৌত করা।

ওযু সম্পর্কে আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى

الْكَعْبَيْنِ ط وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ط وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ط مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ۖ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

১। অর্থ : হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও তখন (সালাতের পূর্বে) তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলোকে কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও, আর মাথা মাসাহ কর এবং পা'গুলোকে টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেল। যদি তোমরা অপবিত্র হও তাহলে গোসল করে সমস্ত শরীর পবিত্র করে নাও। কিন্তু যদি রোগগ্রস্ত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা হতে ফিরে আস কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর (স্ত্রী সহবাস কর), অতঃপর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও, তখন তোমরা তা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসাহ কর, আদ্বাহ তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা আনয়ন করতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে ও তোমাদের উপর স্বীয় নি'আমত পূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা আল-মায়দা : ০৬)

ওযু সম্পর্কে হাদীস

১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْبَلُ صَلَاةً مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ .

১। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তির ওযু ভঙ্গ হয়েছে, ওযু না করা পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না। (বুখারী, মুসলিম)

২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ أُمَّتِي يُدْعُونَ



يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَاطَعَ مِنْكُمْ أَنْ يَطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ -

২। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন যখন আমার উম্মতকে ডাকা হবে, তখন ওয়ূর প্রভাবে তাদের হাত-পা ও মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও আলোকোদ্ভাসিত হবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য আছে, সে যেন তার উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নেয়। (বুখারী, মুসলিম)

৩. عَنْ عَثْمَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ حَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ -

৩। অর্থ : হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি ওয়ূ করে এবং উত্তমরূপে ওয়ূ করে, তার সমস্ত শরীর হতে গুনাহসমূহ ঝরে পড়ে এমনকি তার নখের নীচ হতেও। (বুখারী, মুসলিম)

৪. عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَثْمَانَ، فَدَعَا بَطْهُورٍ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وَضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا، وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لَمْ كِبِيرَةٌ وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلَّهُ -

৪। অর্থ : আমর ইবনু সাঈদ ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : একদিন আমি ওসমান (রা) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় তিনি ওয়ূর পানি চেয়ে নিলেন। অতঃপর বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি : যখন কোন মুসলিমের ফরয নামাযের সময় উপস্থিত হয়, কোন মুসলমান যদি উত্তমরূপে ওয়ূ করে এবং একান্ত বিনীতভাবে নামাযের রুকু সিজদাহ ইত্যাদি আদায় করে তাহলে সে কবীরা গুনাহ লিগু না হওয়া পর্যন্ত তার পূর্বকার সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর এরূপ সারা বছরই হতে থাকে। (মুসলিম)

৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ۔

৫। অর্থ : আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ ওযু করার সময় যেন নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়ে এবং টিলা ব্যবহার করার সময় যেন বেজোড় টিলা ব্যবহার করে। আর ঘুম থেকে গুঠার সময় ওযু পাত্রে (পানি) হাত প্রবেশ করার পূর্বে যেন হাত ধুয়ে নেয়; কেননা সে জানে না নিদ্রার সময় তার হাত কোথায় পড়েছিল। (বুখারী-১৫৮)

## তায়ান্মুম

তায়ান্মুম সম্পর্কে আয়াত

ইসলামকে মহান আল্লাহ সহজ করেছেন। কঠিন করেননি। এটা সর্বদিক বিবেচনায় বলা সম্ভব। আল্লাহ তা'আলা এটা পবিত্র কুরআনেও বলেছেন-

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔

তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য বিধান সহজ করতে চান, কঠিন করতে চান না। (সূরা আল-বাকারা : ১৮৫)

পানি হলো পবিত্রতার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। পানি পাওয়া অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। সে সময় মাটি দ্বারা/মাটি জাতীয় বস্তু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। এটাই তায়ান্মুম।

۱- وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔

১। অর্থ : যদি তোমরা রোগগ্রস্ত কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব পায়খানা করে আসে কিংবা তোমরা নারী স্পর্শ কর (স্ত্রী সহবাস কর) এবং

পানি না পাও তাহলে তোমরা পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। তা দ্বারা তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ করবে। (সূরা নিসা : ৪৩)

### তায়াম্মুম সম্পর্কে হাদীস

১. عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضَلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهْرًا إِذَا لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ .

১। অর্থ : হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন : তিনটি বিষয় সমগ্র মানব জাতির উপরে আমাদের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। নামাযে আমাদের সারি বেঁধে দাঁড়ানো ফেরেশতাদের সারির ন্যায় করা হয়েছে। আর সমগ্র পৃথিবীকে আমাদের জন্য মসজিদ তুল্য করা হয়েছে। আর যখন পানি না পাওয়া যাবে তখন মাটিই আমাদের জন্য পবিত্রতাকারী হবে। (মুসলিম)

২. عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضَوْءَ الْمَسْئِلِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَيْمَسَهُ بِشْرُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ .

২। অর্থ : হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন : পবিত্র মাটি মুসলমানের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম- দশ বছর পর্যন্ত পানি পাওয়া না গেলেও। অবশ্য পরে যদি কখনো পানি পাওয়া যায় তখনই যেন সেই পানি দিয়ে স্বীয় শরীর পবিত্র করে নেয়। কেননা এ ব্যবস্থাই সর্বোত্তম। (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

৩. عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذَكُرُ إِنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَاجْتَبْنَا، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكَتُ، فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا

كَانَ يَكْفِيكَ، هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفِّهِ الْأَرْضَ وَنَفَعَ فِيهِمَا  
ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفِّهِ.

৩। অর্থ : আন্নার ইবনু ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা ওমার ইবনু খাত্তাবকে বললেন, আপনার কি মনে আছে যে, আমি ও আপনি সফরে ছিলাম এবং উভয়েই জুনুবি (অপবিত্র) হয়েছিলাম। কিন্তু আপনি নামায আদায় করলেন না। কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি করলাম ও নামায আদায় করলাম। তারপর আমি নবী (সা)কে এ বিষয়ে জানালাম। তিনি বললেন, এটিই তো তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। এ বলে নবী (সা) তাঁর দু'হাতের ডালু মাটিতে মারলেন এবং ফুঁ দিয়ে ঝাড়লেন। তারপর তার সাহায্যে নিজের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ করলেন। (বুখারী)

## গোসল

গোসল সম্পর্কে আয়াত

ইসলামী শরীয়াহ বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জনের জন্য ওয়ু ও গোসল বাধ্যতামূলক করেছে। বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

۱- وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ لِمَا فَعَعَلْتُمْ لِرِجَالِ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

১। অর্থ : এবং তারা তোমাকে (স্ত্রীলোকদের) ঋতু সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল : ওটা হচ্ছে অশুচি। অতএব, ঋতুকালে স্ত্রীলোকদেরকে অন্তরাল কর এবং উত্তমরূপে শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটে যেও না; অন্তর যখন তারা পবিত্র হবে তখন আল্লাহর নির্দেশ মত তোমরা তাদের নিকট গমন করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্রমা প্রার্থীগণকে ভালবাসেন এবং শুদ্ধাচারীগণকেও ভালবেসে থাকেন।

(সূরা আল বাক্বারা : ২২২)

۲- لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ.

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সংকলন-১৮৭

২। অর্থ : (হে মুহাম্মাদ!) তুমি কখনো ওতে (সালাতের জন্য) দাঁড়াবে না; অবশ্য যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাকুওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে তা এর উপযোগী যে, তুমি তাতে (সালাতের জন্য) দাঁড়াবে; ওতে এমন সব লোক রয়েছে যারা উত্তমরূপে পাক হওয়াকে পছন্দ করে, আর আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা সম্পাদনকারীদেরকে পছন্দ করেন। (সূরা তাওবা : ১০৮)

৩. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ط وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَهَّرُوا ط وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ط مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

৩। অর্থ : মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও তখন (সালাতের পূর্বে) তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলোকে কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও, আর মাথা মাসাহ কর এবং পা'গুলোকে টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেল। যদি তোমরা অপবিত্র হও তাহলে গোসল করে সমস্ত শরীর পবিত্র করে নাও। কিন্তু যদি রোগগ্রস্ত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা হতে ফিরে আস, কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর (স্ত্রী সহবাস কর), অতঃপর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও, তখন তোমরা তা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসাহ কর, আল্লাহ তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা আনয়ন করতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে ও তোমাদের উপর স্বীয় নি'আমত পূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা আল-মায়দা : ৬)

## গোসল সম্পর্কে হাদীস

১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ شَعْبَهَا الْأَرْبَعِ نَمَّ جَهْدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ.

১। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যখন কেউ স্ত্রী লোকের চারটি শাখার মুখোমুখি বসে এবং প্রয়াস পায় (মহিলাদের যৌনাসঙ্গের মধ্যে পুরুষাসঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করবে তখন সে অবস্থায় বীর্যপাত না হলেও গোসল ফরয হয়। (বুখারী, মুসলিম)

২. عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ أَرَوَى بَشْرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَقَالَتْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا.

২। অর্থ : হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) যখন জানাবাতের (অপবিত্রতা দূর করণার্থে) গোসল করতেন, প্রথমে তিনি দুই হাত ধুতেন এবং নামাযের ওয়ুর ন্যায় ওয়ু করতেন। অতঃপর তিনি (নিম্নরূপে) গোসল করতেন। দুই হাতের দ্বারা চুলগুলো খেলাল করতেন এবং যখন তিনি মনে করতেন মাথার চামড়া ভিজে গেছে, তখন তিনি মাথার উপরে তিনবার পানি ঢালতেন। অতঃপর তিনি সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি এবং রাসূল (সা) একই পাত্র হতে গোসল করতাম এবং দু'হাত দ্বারা পানি নিয়ে নিজ নিজ শরীরে ঢালতাম। (বুখারী, মুসলিম)

৩. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الْغُسْلِ إِذَا احْتَلَمَتْ

قَالَ لَهُمْ إِذَا رَأَتْ اِثْمَاءَ فَفَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَجَهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ  
اللَّهِ أَوْتَحْتَلِمِ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ نَعَمْ تَرَبَّتْ يَمِينِكَ فَبِمَا يَشْبَهُهَا وَلَدَهَا .

৩। অর্থ : উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা উম্মে সালাইম আনসারী বলল, হে আব্দুল্লাহ রাসূল (সা)! আব্দুল্লাহ কখনও হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। (অতএব আমি লজ্জা ফেলে জিজ্ঞেস করছি) স্ত্রী লোকের স্বপ্ন দোষ হলে কি গোসল ফরয হবে? রাসূল (সা) বললেন হ্যাঁ, যখন সে (যুম থেকে উঠে কাপড়ে বা শরীরে) বীর্য দেখবে। এ কথা শুনে হযরত উম্মে সালামা লজ্জায় মুখ আবৃত করে ফেললেন এবং বললেন, হে আব্দুল্লাহর রাসূল! স্ত্রী লোকের কি স্বপ্ন দোষ হয়? রাসূল বললেন হ্যাঁ, তুমি কেমন কথা বলছ। তা না হলে সম্ভান কি করে মায়ের মত হয়? (বুখারী, মুসলিম)

٤- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي فِي امْرَأَةٍ  
أَشَدُّ ضَفَرَ رَأْسِي أَفَأَنْقِضُهُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ لَا إِنَّمَا يَكْفِيهِ أَنْ  
تَحْشِيَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَشِيَّاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكَ اِثْمَاءَ  
فَتَطْهَرِينَ .

৪। অর্থ : হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হজুরকে (সা) প্রশ্ন করলাম, হে আব্দুল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাথার চুলে শক্ত বেনী বাঁধি। ফরয গোসলের জন্য আমি কি তা খুলে ফেলব? রাসূল বললেন না, তুমি তোমার মাথার উপরে তিন অঞ্জল পানি ঢালবে, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর তুমি তোমার সারা শরীরে পানি ঢালবে এবং পবিত্রতা অর্জন করবে। (মুসলিম)

٥- عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ  
وَاحِدٍ وَكِلَاتَنَا جُنْبٌ وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَاتَّزِرُ فَيَبَاشِرُونِي وَأَنَا حَائِضٌ  
وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

৫। অর্থ : হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং নবী করীম (সা) নাপাক অবস্থায় দু'জনই একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। আর আমার হায়েয অবস্থায় তিনি আমাকে নির্দেশ দিতেন, আমি শক্ত করে তহবন্ধ (লজ্জাস্থানের উপরে কাপড়) বেঁধে নিতাম এবং রাসূল (সা) আমার সঙ্গে (গায়ে লাগিয়ে) একত্রে শুইতেন। আর তিনি ইতিফাক অবস্থায়ও আমার দিকে মাথা বের করে দিতেন এবং আমি হায়েয অবস্থায়ই ধুয়ে দিতাম। (বুখারী, মুসলিম)

৬. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ أَمْرَاتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِتَشُدَّ عَلَيْهَا مِنْ إِزَارِهَا ثُمَّ شَانِكَ بِأَعْلَاهَا .

৬। অর্থ : হযরত যায়িদ ইবনে আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি রাসূলকে (সা) জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার স্ত্রী যখন ঋতুবতী থাকে, তখন আমার তার সাথে কি ধরনের কাজ জায়েয হবে। রাসূল (সা) বললেন, সে যেন তার লজ্জাস্থানের উপর কাপড় বেঁধে নেয়। অতঃপর তোমার জন্য কাপড়ের উপরে (কামনা পূর্ণ করা) জায়েয আছে। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

৭. عَنْ نَافِعٍ (رض) أَنَّ عَبِيدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ (رض) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهَا هَلْ يَبَاشِرُ الرَّجُلُ أَمْرَاتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَتْ لِتَشُدَّ إِزَارَهَا إِلَى أَسْلَمِهَا ثُمَّ يَبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ .

৭। অর্থ : হযরত নাফে (রা) থেকে বর্ণিত। একদা উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উমার (রা), হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট এ কথা জিজ্ঞেস করার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠালেন যে, হায়েয অবস্থায় পুরুষ কি তার স্ত্রীর সাথে মুবাশারাত করতে পারে? হযরত আয়েশা (রা) বললেন, সে যেন (স্ত্রী লোকটি) তার নীচের দিকে শক্ত করে কাপড় বেঁধে নেয়। অতঃপর পুরুষ লোকটি যেন তার সাথে মুবাশারাত (মিলন) করে। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)



## নামাযের সময়সূচি

নামাযের সময়সূচি সম্পর্কে আয়াত

۱- فَأَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ  
 ۲ فَأَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى  
 الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّقُوتًا .

১। অর্থ : তোমরা (সৈনিকগণ) নামায পূর্ণ করার পর (যুদ্ধক্ষেত্রে) দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহর যিকির করো। তোমরা নিরাপদ (যুদ্ধ সমাপ্ত) হলে পূর্ণ নামায আদায় করো। নিশ্চয়ই ওয়াজমতো নামায আদায় করা ঈমানদারগণের জন্য অবশ্য ফরয। (সূরা নিসা : ১০৩)

## তাহাজ্জুদ নামায

তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে আয়াত

(تَهَجَّد) তাহাজ্জুদ শব্দের অর্থ রাত্রি জাগরণ। শরীয়তের পরিভাষায় রাত্রি দ্বি-প্রহরের পর যাবতীয় আরাম-আয়েশ ও সুখময় নিদ্রা ত্যাগ করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে নামায আদায় করা হয় তাকে তাহাজ্জুদের নামায বলে। মহানবী (সা) এ নামাযকে (নফল) অতিরিক্ত নামায বলে আখ্যায়িত করেছেন। এরই বিনিময়ে মহান আল্লাহ মহানবী (সা)-কে মাকামে মাহমুদে পৌছাবেন। তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন-

۱- وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ. عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا  
 مَّحْمُودًا.

১। অর্থ : হে মুহাম্মদ! আপনি নিদ্রা থেকে উঠে রাত্রির কিছু অংশ বাকী থাকতে তাহাজ্জুদ নামায পড়ুন। এটা কেবলমাত্র আপনারই জন্য অতিরিক্ত করা হয়েছে। সন্তোষজনক; এরই বিনিময়ে আপনার প্রভু আপনাকে প্রশংসিত স্থান দান করবেন। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৭৯)

۲- يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ قُمْ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا.  
 أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا.

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সংগ্ৰহ-১৯২

২। অর্থ : হে চাদরাছাদিত মুহাম্মদ! রাত্রির অধিকাংশ সময় দাঁড়িয়ে আমার উপাসনা করুন। (যদি তাতে সমর্থ না হন তবে) রাত্রির অর্ধাংশ অথবা কিছু বেশী বা কম সময় দাঁড়িয়ে নামাযে ধীরে ধীরে সুমিষ্ট সুরে কুরআন তিলাওয়াত করুন অর্থাৎ রাত্রির কিছু অংশ সময় দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠের সাথে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করুন। (সূরা মুযযামিল : ১-৪)

তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে হাদীস

১. عَنْ مُغِيرَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فِقِيلَ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخِرُ قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا .

১। অর্থ : হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (সা) তাহাজ্জুদ নামাযে এত অধিক দাঁড়ালেন যে, তাঁর দু'পায়ের পাতা ফুলে গেল। তখন বলা হল, হে রাসূল! আপনি কেন এরাপ করেন? অথচ আল্লাহ তো আপনার অত্রপচ্চাতের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। রাসূল (সা) জবাব দিলেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না? (বুখারী, মুসলিম)

২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ .

২। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকে, তখন স্বয়ং আমাদের প্রভু পরওয়ারদিগার দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলতে থাকেন, ওগো! কে আছ, যে (এ সময়) আমাকে ডাকবে। আমি তার ডাকে সাড়া দিব। ওগো! কে আছ, যে আমার কাছে কিছু চাইবে, আমি তাকে তা দিয়ে দিব। ওগো! কে আছ, যে এ সময় আমার কাছে গুনাহ থেকে ক্ষমা চাবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। (বুখারী, মুসলিম)

৩. عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْئَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ آيَاهُ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ.

৩। অর্থ : হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই রাতের ভেতর এমন একটি সময় আছে, যদি কোনো মুসলমান ঐ সময়টি পায়, আর তখন দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণ থেকে কোনো কিছু প্রার্থনা করে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাকে তা দেন। আর এ সময়টা প্রতি রাতেই আসে। (মুসলিম)

৪. عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ، قَالَتْ : سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ، سِوَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ.

৪। অর্থ : মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, (তার রাতের নামায ছিল) সাত, নয় এবং ষড়্জরের দু'রাক'আত বাদে এগার রাক'আত। (বুখারী)

## পর্দা

পর্দা সম্পর্কে আয়াত

۱. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ - ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ - إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ - وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ - وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ

نَسَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أَوْلَى الْأَرْبَةِ مِنَ  
الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ - وَلَا  
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ - وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ  
جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

১। অর্থ : হে নবী! মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চোখকে  
বাঁচিয়ে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফযত করে। এটা তাদের জন্যে  
উত্তম। যা তারা করে আদ্বাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। আর হে নবী! মুমিন  
স্ত্রী লোকদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে রাখে এবং  
নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফযত করে ও নিজেদের সাজসজ্জা না দেখায়।  
কেবল সেই সব স্থান ছাড়া যা আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং  
নিজেদের বুকের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে। আর নিজেদের সাজসজ্জা  
প্রকাশ করবে না কিন্তু কেবল ওই সব লোকের সামনে তাদের স্বামী, পিতা,  
স্বামীদের পিতা, নিজেদের ছেলে, স্বামীদের পুত্র, তাদের ভাই, ভ্রাতৃপুত্র,  
বোনদের ছেলের, নিজেদের মেলামেশার স্ত্রীলোক, নিজেদের দাসী, সেইসব  
অধীনস্থ যৌন কামনা মুক্ত নিষ্কাম পুরুষ।

আর সেই সব বালক যারা স্ত্রী লোকদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো  
ওয়ার্কিফহাল হয়নি। তারা নিজেদের পা যমীনের উপর মেরে চলাফেরা করবে না  
এইভাবে যে, নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছে লোকেরা তা  
জানতে পারে। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে মিলে আদ্বাহর কাছে তাওবা কর,  
আশা করা যায় কল্যাণ লাভ করবে। (সূরা নূর : ৩০-৩১)

۲. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ  
جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ط وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ  
لَهُنَّ ط وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

২। অর্থ : যেসব বৃদ্ধা নারী, যারা পুনরায় বিবাহের আশা রাখে না, তারা যদি

তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র (দোপাট্টা) খুলে রাখে তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই, তবে এ থেকে বিরত থাকায় তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ সবকিছুই জানেন ও শুনে। (সূরা নূর : ৬০)

٣. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَلْفُؤُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ط مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظُّهْرِ وَمِنْ أَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ط لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ط طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بِعُضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ط كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

৩। অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা ঋণ বয়স্ক হয়নি তারা যেনো তিন সময়ে (ঘরে প্রবেশের জন্য) তোমাদের কাছে অনুমতি নেয়, ফজরের সালাতের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা (বিশ্রামের উদ্দেশ্যে) বস্ত্র খুলে রাখো এবং এশার সালাতের পর। এই তিন সময় তোমাদের দেহ (গোপনীয়তা) খোলার সময়। এ তিন সময় ছাড়া (অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে) তোমাদের ও তাদের জন্যে কোনো দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। এমনিভাবে তোমাদের কাছে তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তারাও যেনো তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় (উক্ত তিন সময় ঘরে ঢুকতে) অনুমতি নেয়। এমনিভাবে আল্লাহ তাঁর নির্দেশসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (নূর : ৫৮-৫৯)

٤. يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ

بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا - وَقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

৪। অর্থ : হে নবীর স্ত্রীগণ, তোমরা সাধারণ স্ত্রীলোকদের মত নও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তবে বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বল না। যাতে দুষ্ট মনের কোনো ব্যক্তি খারাপ আশা পোষণ করতে পারে এবং সোজা সোজা স্পষ্ট কথা বল। নিজেদের ঘরে থাক এবং আগের জাহেলী যুগের নারীদের মত সাজগোজ করে বেড়িও না। নামায কয়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ এটাই চান যে, তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র রাখতে। (সূরা আহযাব : ৩২-৩৩)

۵- يُبْنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا  
وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ - ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ.

৫। অর্থ : হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের জন্য পোশাক নাযিল করেছি যেন তোমাদের দেহের লজ্জাস্থানসমূহকে ঢাকতে পারো। এটা তোমাদের জন্যে দেহের আচ্ছাদন ও শোভা বর্ধনের উপায়, সর্বোত্তম পোশাক হলো তাকওয়ার পোশাক। তা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি উজ্জ্বল নিদর্শন, সম্ভবতঃ লোকেরা তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করবে। (সূরা আ'রাফ : ২৬)

۶- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ - ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ - وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

৬। অর্থ : হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মুমিন মহিলাদেরকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের উপর নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এতে

তাদেরকে চিনতে পারা যায় ও ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আত্মাহ  
ক্ষমশীল ও দয়ালু। (সূরা আহযাব : ৫৯)

۷. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ  
إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظْرَيْنِ إِنَّهُ ط وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا  
طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ط إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي  
النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ز وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ط وَإِذَا  
سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ط ذَلِكُمْ أَطْهَرُ  
لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ط وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ  
تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ط إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا.  
إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تَخَفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. لَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ  
وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَمْلُوكَاتٍ أَيْمَانُهُنَّ ج وَاتَّقِينَ اللَّهَ ط  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.

৭। অর্থ : হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা খাওয়ার জন্য আহ্বায় প্রস্তুতির অপেক্ষা  
না করে নবীর ঘরে তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত প্রবেশ করবে না; তবে  
তোমাদেরকে ডাকা হলে তোমরা প্রবেশ করবে এবং খাওয়া শেষ হলে নিজেরাই  
চলে যাবে, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়বে না। তোমাদের এ আচরণ অবশ্যই  
নবীকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করেন। কিন্তু  
আত্মাহ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা যখন তার পত্নীদের কাছ  
থেকে কোনো কিছু চাইবে, তখন পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের  
অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র উপায়। আত্মাহর  
রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তার মৃত্যুর পর তার পত্নীদেরকে বিবাহ করা তোমাদের

কারও পক্ষে কখনও বৈধ নয়। এটা আদ্বাহ কাছে গুরুতর অপরাধ। যদি তোমরা কোনো বিষয় প্রকাশ কর কিংবা তা গোপন রাখ, তবে তো আদ্বাহ প্রত্যেক বিষয়ে সবিশেষ অবগত আছেন। নবী পত্নীদের জন্য কোনো গুনাহ নেই তাদের নিজ নিজ পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনীপুত্র, স্বধর্মাৰলক্ষিনী নারী এবং স্বীয় অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের সামনে পর্দা পালন না করায়। হে নবী পত্নীগণ! তোমরা আদ্বাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আদ্বাহ সর্ববিষয় প্রত্যক্ষ করেন (সূরা আহযাব : ৫৩-৫৫)

۸ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ  
الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ  
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۚ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ ۚ وَحَلَائِلُ أَبْنَانِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۖ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ  
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا.

৮। অর্থ : তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের ভগিনী, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা, ভগিনী কন্যা, দুধমাতা, দুধবোন, শাওড়ি, তোমাদের স্ত্রীদের পূর্ব স্বামীর গুরুষজাত কন্যা, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে, যদি তোমরা ঐ স্ত্রীদের সাথে সহবাস করে থাক। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক তাহলে কোনো অপরাধ নেই এবং তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের গুরুষজাত পুত্রের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা। পূর্বে যা গত হয়েছে, তা হয়েছে। নিশ্চয় আদ্বাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা নিসা : ২৩)

পর্দা সম্পর্কে হাদীস

۱- عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَىٰ مُحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَن شَهْوَةٍ صَبَّ فِي عَيْنَيْهِ لَأَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -



১। অর্থ : হযরত নবী করীম (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো অপরিচিত নারীর প্রতি যৌন লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিয়ামতের দিন তার চোখে উত্তপ্ত গলিত লোহা ঢেলে দেয়া হবে। (ফাতহুল কাদীর)

২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ نَظَرَ سَهْمٌ مِنْ سِهْمِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ مَنْ تَرَكَهَا مُخَافَتِي أَبَدَلْتُهُ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ .

২। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন : দৃষ্টি তো ইবলীসের বিষাক্ত তীরগুলোর মধ্যে একটি। যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে এ দৃষ্টি ভ্যাগ করবে, তার বিনিময়ে আমি তাকে এমন ইমান দান করব, যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করতে পারবে। (জিরমিযী)

৩. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمِيمُونَةٌ إِذَا أَقْبَلَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ احْتَجَبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يَبْصِرُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَعَمِيَا وَإِنْ أَنْتُمَا تَبْصِرَانِهِ .

৩। অর্থ : উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি এবং হযরত মাইমুনা (রা) রাসূল (সা)-এর নিকট বসা ছিলেন। হঠাৎ সেখানে ইবনে উম্মে মাকতুম এসে প্রবেশ করলেন। ছয় (সা) হযরত উম্মে সালামা ও মায়মুনা (রা)-কে বললেন : তোমরা (আগন্তুক) লোকটি থেকে পর্দা করো। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী (সা)! লোকটি তো অন্ধ, আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। তখন রাসূল (সা) বললেন : তোমরা দু'জনও কি অন্ধ যে, তাকে দেখতে পাচ্ছে না। (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

৪. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ مُسْلِمٌ يَنْظُرُ إِلَى مُحَاسِنِ امْرَأَةٍ ثُمَّ يَغْضُّ بَعْرَهُ إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا .

৪। অর্থ : হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যখন কোনো মুসলমানের দৃষ্টি কোনো নারীর উপর পড়বে আর সাথে সাথে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে, আল্লাহ তার ইবাদতে স্বাদ ও আনন্দ সৃষ্টি করে দিবেন। (মুসনাদে আহমাদ)

৫। নবী করীম (সা)-এর শ্যালিকা হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) একবার মিহি পাতলা কাপড় পরে তার সামনে আসলেন। কাপড়ের ভেতর দিয়ে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে নবী করীম (সা) বললেন : সে আসমা! সাবালিকা হওয়ার পর এটা এবং ওটা ছাড়া শরীরের কোনো অংশ দেখানো নারীর পক্ষে জায়েয হয় না। এই বলে নবী করীম (সা) তার মুখমণ্ডল এবং হাতের কজির দিকে ইঙ্গিত করলেন। (ফাতহুল বারী)

৬। হযরত হাফসা বিনতে আবদুর রহমান একদা সূক্ষ্ম দোপাট্টা পরে হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে হাজির হলেন : তখন তিনি তা ছিড়ে ফেলে একটা মোটা চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে দিলেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

৭। নবী করীম (সা) বলেছেন : আল্লাহর অভিশাপ ঐসব নারীদের উপর যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকে অর্থাৎ এত পাতলা পরে যে তার ভেতরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায়।

৮। হযরত ওমর (রা) বলেন : নারীদের এমন আঁটসাঁট কাপড় পরতে দিও না যাতে শরীরের গঠন স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

৯। হযরত উকবা বিন আমের (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) বলেছেন : সাবধান! নিভূতে নারীদের কাছে যেও না। জনৈক আনসার বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! দেবর সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি? নবী করীম (সা) বললেন : সেতো মৃত্যু সমতুল্য অর্থাৎ মানুষ মৃত্যু দেখে যেমন ভয় পায় দেবর হলো সে ধরনের ভয়ের বস্তু।

১০। মহানবী (সা) বলেন : স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোনো নারীর কাছে যেও না, কারণ শয়তান তোমাদের যে কোনো একজনের মধ্যে রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হবে। (তিরমিযী)

১১। নবী (সা) বললেন : আজ থেকে কেউ যেনো স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোনো নারীর কাছে না যায় যতক্ষণ তার কাছে একজন অথবা দু'জন লোক না থাকে। (মুসলিম)

## নারী নির্ঘাতন ও যৌতুক প্রথা

নারী নির্ঘাতন ও যৌতুক প্রথা সম্পর্কে আয়াত

۱. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا . وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.

১। অর্থ : আর তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) কষ্ট দেয়ার জন্য আটকিয়ে রেখো না, এতে তোমাদের বাড়াবাড়ি করা হবে। যে এরূপ করবে সে নিজের ওপরই যুলুম করবে। (সূরা আল-বাকারা : ২৩১)

۲. وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.

২। অর্থ : আর স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর সম্বৃষ্টচিত্তে দাও। (সূরা নিসা : ৪)

۳. وَأَحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرُ مُسْفِحِينَ . فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.

৩। অর্থ : এই মুহাররাম স্ত্রী লোকদের ছাড়া অন্যসব নারীদের তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, যেন তোমরা নিজেদের ধন সম্পদের বিনিময়ে তাদেরকে হাসিল করার আকাঙ্ক্ষা কর। তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য এবং অবাধ যৌন চর্চা প্রতিরোধের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং বিনিময়ে তোমরা তাদের থেকে যে স্বাদ আন্বাদন করছ তাদের মোহর তাদেরকে ফরয হিসেবে দাও। (সূরা নিসা : ২৪)

পুরুষরা মোহর দিবে এটা বিধান। নারী পক্ষ পুরুষকে যৌতুক দিবে এটা হারাম বা অবৈধ, যুলুমও বটে। কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

নারী নির্ঘাতন ও যৌতুক প্রথা সম্পর্কে হাদীস

۱. مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ يَنْوِي أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ فَهُوَ زَانٌ وَمَنْ أَدَانَ دَيْنًا يَنْوِي أَنْ لَا يَقْضِيَهُ فَهُوَ سَارِقٌ.

১। অর্থ : রাসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি মোহর ধার্য করে কোন মেয়েকে এই নিয়তে বিয়ে করে যে উক্ত মোহর দিবে না, সে ব্যাভিচারী। আর যে ব্যক্তি কোনো ঋণ এই নিয়তে গ্রহণ করে যে তা শোধ করবে না, সে চোর।

۲. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ -

২। অর্থ : হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে শর্তে তোমরা (স্ত্রীদের) লজ্জাস্থান হালাল কর তা অবশ্যই তোমাদেরকে পূরণ করতে হবে। (বুখারী, মুসলিম)

## যিনা-ব্যভিচার

যিনা-ব্যভিচার সম্পর্কে আয়াত

۱. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ. ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

১। অর্থ : আর যারা সতী-সাক্ষী রমণীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে অতঃপর চারজন (পুরুষ) সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে তোমরা আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করবে না আর ওরাই তো ফাসেক। (সূরা নূর : ৪)

۲. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ.

২। অর্থ : লজ্জাহীনতার যত পছন্দ আছে তার নিকটেও যেয়ো না, তা প্রকাশ্যেই হউক আর গোপনেই হউক। (সূরা আনয়াম : ১৫১)

۳. الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ.

৩। অর্থ : ব্যভিচারিণী (নারী) ও ব্যভিচারী (পুরুষ) তাদের প্রত্যেককে তোমরা একশত বেত্রাঘাত করবে আর আল্লাহর বিধান পালনে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক, আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি অবশ্যই প্রত্যক্ষ করে। (সূরা নূর : ২)

٤- وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، وَسَاءَ سَبِيلًا.

৪। অর্থ : আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং অসৎ পন্থা। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩২)

যিনা-ব্যভিচার সম্পর্কে হাদীস

١- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَوْلَهُ،  
عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ بَانِعُونِي عَلَىٰ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا  
تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ  
بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَىٰ مِنْكُمْ  
فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي  
الدُّنْيَا.

১। অর্থ : হযরত উবাদা উবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একদল সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ঘিরে বসেছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা আমার হাতে বায়আত গ্রহণ কর এ মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো জিনিসকে অংশীদার করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তোমাদের নিজেদের সম্মানদেরকে (কন্যা সম্মান) হত্যা করবে না, কারো প্রতি জেনে-শুনে মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং কোনো ন্যায়সঙ্গত উত্তম কাজের ব্যাপারে আমার অবাধ্য হবে না। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ (এ সকল অঙ্গীকার) পূরণ করবে, তার পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর কাছে, আর যে ব্যক্তি এগুলোর কোনো একটিতে লিপ্ত হবে, সে এর জন্য দুনিয়াতে শাস্তি ভোগ করবে। (বুখারী, মুসলিম)

٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ  
الْمُؤَبَّاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ

وَالسِّحْرُ وَالْقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا مَالِ  
الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ  
الْغَافِلَاتِ .

২। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ থেকে বিরত থাকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ রাসূল! সে সাতটি পাপ কি কি? তিনি বললেন, এগুলো হলো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু করা, শরীয়তের অনুমোদন ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং অচেতন পবিত্র ঈমানদার মহিলাদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনা। (বুখারী, মুসলিম)

৩। হযরত যায়িদ ইবনু খালিদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন, যেসব অবিবাহিত লোক যিনা করেছে তিনি তাদেরকে একশ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী)

৪। হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে এসে নবী (সা)-কে বলল যে, সে যিনা করেছে, একথা শুনে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সেও ঘুরে গিয়ে তাঁর সামনে এসে নিজের বিরুদ্ধে চারবার (যিনার) সাক্ষী দিল। তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন, তোমাকে কি উন্মাদনায় পেয়েছে, তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ, তিনি লোকটিকে ঈদের মাঠে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। যখন তার শরীরে পাথর পড়ল, অমনি পালাতে শুরু করল। ‘হাররা’ নামক স্থানে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়। (বুখারী, হাদীস নং-৪৮৮৪)

## সমকামিতা

সমকামিতা সম্পর্কে আয়াত

মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত অভিমত হলো, ‘লাওয়াতাত’ তথা সমকামিতা অবৈধ, হারাম ও জঘন্যতর কবীরা গুনাহ।

۱- آتَاتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ - وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ  
أَزْوَاجِكُمْ ۖ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ -

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সম্বলন-২০৫

১। অর্থ : সারাজাহানের সৃষ্টির মধ্যে তোমরা কেবল পুরুষদের সাথে কুর্কর্ম কর। অনন্তর তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের উপভোগের জন্য যে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন করছ। আসলে তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী জাতি (তোমরা বৈধ বস্তু ছেড়ে নিষিদ্ধ বস্তু বেছে নিয়েছ)। (সূরা ও'আরা : ১৬৫-১৬৬)  
আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বহুস্থানে লূত (আ)-এর জাতির অস্বাভাবিক যৌন বিকৃতির বিবরণ ও তার ভয়াবহ পরিণতির কথা বর্ণনা করে সমকামিতার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন।

۲- فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّن سَجِيلٍ مُّنْضُودٍ - مُسَوِّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ ط وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ  
بِيعِيدٍ -

২। অর্থ : অবশেষে তখন আমার ধ্বংসাদেশ এসে পৌঁছল, তখন আমি তাদের বস্তুকে শূন্য তুলে নিয়ে উপরের স্তরকে নিচস্তরে পাশ্টিয়ে দিলাম তার উপরে আমার পক্ষ থেকে নামাঙ্কিত পাকা-কাঁকর পাথর অবিরাম ধারায় বর্ষণ করলাম। তাদের ঐ বস্তুটি মক্কার পাপাচারীদের নিকট থেকে বেশি দূরে নয় (এখনো যদি অনুরূপ অপকর্মের প্রবণতা দেখা দেয় তাহলে এর পরিণতিও লূত (আ)-এর জাতির মতো হতে পারে। (সূরা হূদ : ৮২-৮৩)

### সমকামিতা সম্পর্কে হাদীস

রাসূল (সা) বলেছেন, আমি তোমাদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি আশঙ্কা করি তা হচ্ছে লূত (আ)-এর জাতির জঘন্য কাজ। অতঃপর তিনি এই অপকর্মে লিগুদেরকে এই বলে তিনবার অভিশাপ দেন, কণ্ঠে লূতের অপকর্ম যে করবে তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, হাকিম) রাসূলে কারীম (সা) আরো বলেছেন,

۱- مَن وَجَدَتْهُ يَعْمَلُ عَمَلِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ -

১। অর্থ : তোমরা যাদেরকে লূত জাতির আচরণে (পুং মৈথুনের সমকামিতায়) লিগু পাও, তাদের কর্তব্যাক্তি ও কৃতব্যাক্তি উভয়কে হত্যা করো। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

তাই আসুন, এ ধরনের জঘন্য অপকর্ম থেকে নিজেরা বেঁচে থাকি এবং বাঁচার পরিশেষে তৈরি করতে তৎপর হই।

## বিবাহ

বিবাহ সম্পর্কে আয়াত

۱- وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَانِكُمْ، أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

১। অর্থ : আর তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ, তোমরা তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। যদি তারা অভাবমুক্ত হয়, তাহলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন আর আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞানী। (সূরা নূর : ৩২)

۲- وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ -

২। অর্থ : আর যাদের বিবাহ করার সামর্থ্য নেই, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে সামর্থ্যবান করে দেন। (সূরা নূর : ৩৩)

۳- وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرَبْعَ جَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ط ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ط

৩। অর্থ : যদি তোমরা আশঙ্কা কর, ইয়াতীমের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে যেসব মহিলা তোমাদের পছন্দ হয় তাদের মধ্য থেকে এক, দুই, তিন বা চারজনকে বিয়ে করে নাও। কিন্তু যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, তোমরা তাদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে একজনকেই বিয়ে কর অথবা ঐসব মহিলাদেরকে বিবি বানাও, যারা তোমাদের মালিকানায় এসেছে। অবিচার থেকে বাঁচার জন্য এটাই বেশি সহজ। (সূরা নিসা : ৩)



٤. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا ۗ

৪। অর্থ : তোমাদের পিতৃগণ নারীকুলের মধ্যে যাদেরকে বিয়ে করেছে তোমরা তাদেরকে বিয়ে কর না, কিন্তু যা বিগত হয়েছে। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল, অরুচিকর এবং নিকৃষ্ট আচরণ। (সূরা নিসা : ২২)

٥. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَحَلَائِلُ أَبْنَانِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۖ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۖ

৫। অর্থ : তোমাদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে— তোমাদের মাতৃগণ, কন্যাগণ, ভগ্নিগণ, ফুফুগণ, খালাগণ, ভ্রাতৃকন্যাগণ, ভগ্নির কন্যাগণ, তোমাদের সেই মাতৃগণ যারা তোমাদেরকে স্তন্য দান করেছে, তোমাদের দুধ ভগ্নিনিগণ, তোমাদের স্ত্রীদের মাতৃগণ, তোমরা যাদের অভ্যন্তরে উপনীত হয়েছে সেই স্ত্রীদের যে সকল কন্যা তোমাদের জ্ঞোড়ে অবস্থিত; কিন্তু যদি তোমরা তাদের মধ্যে উপনীত না হয়ে থাক, তাহলে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই; এবং ঔরসজাত পুত্রদের পত্নীগণ; এবং যা অতীত হয়ে গেছে— তদ্ব্যতীত দুই ভগ্নিনীকে একত্রে বিয়ে করা; নিশ্চয়ই আল্লাহ স্কামশীল, করুণাময়। (সূরা নিসা : ২৩)

٦. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

৬। অর্থ : এবং নারীদের মধ্যে সধবাগণ; কিন্তু তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী- আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদেরকে বিধিবদ্ধ করেছেন, এছাড়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে অন্যান্য নারীদের, তোমরা স্বীয় ধনের দ্বারা ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে ব্যতীত বিবাহ করার জন্য তাদের অনুসন্ধান কর, অনন্তর তাদের দ্বারা যে ফল ভোগ করবে, সে জন্য তাদেরকে তাদের নির্ধারিত দেয় প্রদান কর এবং কোন অপরাধ হবে না- যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পর সম্মত হও, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়। (সূরা নিসা : ২৪)

বিবাহ সম্পর্কে হাদীস

১- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ -

১। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) যুবকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা রাখে, তাদের উচিত বিবাহ করা। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং লজ্জা স্থানের হেফাযত করে। আর যে বিবাহের দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা রাখে না তার উচিত কামভাব দমনের জন্যে রোযা রাখা। (বুখারী, মুসলিম)

২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ -

২। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, মেয়েদেরকে সাধারণতঃ চারটি বিষয় দেখে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ দেখে,

বংশ মর্যাদা দেখে, রূপ সৌন্দর্য দেখে এবং তার ধীনদারী দেখে। তবে তোমরা ধীনদারী মেয়ে লাভ করার চেষ্টা কর, তোমাদের কল্যাণ হবে। (বুখারী, মুসলিম)

৩. عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خُطِبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ۔

৩। অর্থ : হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে থেকে কোন ব্যক্তি যখন কোন মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করবে, সম্ভব হলে সে যেন তাকে একবার দেখে নেয়। (আবু দাউদ)

৪. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ۔

৪। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সমগ্র দুনিয়াটাই হলো সম্পদ অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু সম্পদস্বরূপ, আর দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো, নেককার স্ত্রী। (মুসলিম)

৫. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاشَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مُؤْمِنٌ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ۔

৫। অর্থ : আবদুর রহমান ইবনু শুমাশাহ থেকে বর্ণিত, তিনি উকবা ইবনে আমিরকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন : এক ঈমানদার আরেক ঈমানদারের ভাই। সুতরাং ভাইয়ের দামের ওপর দামদর করা অথবা তার বিয়ের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব করা কোন ঈমানদারের জন্য হালাল নয়। (মুসলিম-৩৩২৮)

৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا۔

৬। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :  
 “তোমাদের কাউকে যদি ওলীমার দাওয়াত দেয়া হয়, তবে তা যেন অবশ্যই  
 কবুল করে।” (বুখারী-৪৭৯২)

## মোহর

মোহর সম্পর্কে আয়াত

۱- إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي  
 أَخْدَانٍ.

১। অর্থ : যখন তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর তাদেরকে স্ত্রী করার  
 জন্যে, কামনাবাসনা চরিতার্থ করার জন্যে কিংবা গুণ্ড প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্য  
 নয়। (সূরা মায়েরাহ : ৫)

۲- وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.

২। অর্থ : আর স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর সত্ত্বষ্টিচিন্তে দাও। (সূরা নিসা : ৪)

۳- فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.

৩। অর্থ : তাদের মোহর তাদেরকে ফরয হিসেবে দাও। (সূরা নিসা : ২৪)

মোহর সম্পর্কে হাদীস

۱- عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ  
 الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ -

১। অর্থ : হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা)  
 বলেছেন, চুক্তিসমূহের মধ্যে সেই চুক্তিই পূর্ণ করা সবচেয়ে বেশী জরুরী, যার  
 ফলে তোমরা স্ত্রী লোকের আবরণ মালিক হও। (বুখারী, মুসলিম)

۲- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ يَنْوِي أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ  
 فَهُوَ زَانٍ وَمَنْ أَدَانَ دَيْنًا يَنْوِي أَنْ لَا يَقْضِيَهُ فَهُوَ سَارِقٌ -

২। অর্থ : রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মোহর ধার্য করে কোনো মেয়েকে এই

নিয়তে বিয়ে করে যে উক্ত মোহর দিবে না সে ব্যভিচারী। আর যে ব্যক্তি কোনো ঋণ এই নিয়তে গ্রহণ করে যে তা শোধ করবে না সে চোর।

۳. عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ الصَّدَقِ  
أَيْسَرُهُ -

৩। অর্থ : হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, মোহরের মধ্যে সেই পরিমাণ মোহরই উত্তম, যা আদায় করা সহজ সাধ্য। (নায়লুল আওতার)

### জন্ম নিয়ন্ত্রণ

জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আয়াত

۱. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا - اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ.

১। অর্থ : অসংখ্য জীব রয়েছে যারা কোনো মওজুদ খাদ্যভাণ্ডার বয়ে বেড়ায় না অথচ আল্লাহই এদের রিয়ক দিয়ে থাকেন। তিনি তোমাদেরও রিয়কদাতা। (সূরা আনকাবূত : ৬০)

۲. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ.

২। অর্থ : নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলাই রিয়কদাতা, মহা শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত। (সূরা যারিয়াহ : ৫৮)

۳. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ.

৩। অর্থ : আসমান ও যমীনের যাবতীয় সম্পদ একমাত্র তাঁর আয়ত্ত্বাধীন তিনি যাকে ইচ্ছা প্রাচুর্য দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা অভাবের মধ্যে নিষ্ক্ষেপ করেন। (সূরা শূরা : ১২)

۴. فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ.

৪। অর্থ : সুতরাং আল্লাহর কাছে রিয়ক অনুসন্ধান করো, তারই বন্দেগী করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাক। (সূরা আনকাবূত : ১৭)

۵. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً.

৫। অর্থ : তোমরা অভাবের আশঙ্কায় সন্তানকে হত্যা করো না। আমি তাদের এবং তোমাদের রিয়কের ব্যবস্থা করে থাকি। তাদের হত্যা করা নিঃসন্দেহে মহা অপরাধ। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩১)

٦- وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ - وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ  
الَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ، وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ.

৬। অর্থ : আমি পৃথিবীতে তোমাদের জন্যেও রিয়কের সংস্থান করেছি এবং তাদের জন্যেও যাদের রিয়কদাতা তোমরা নও, এমন কোন বস্তু নেই যার ভাগ্যর আমার নিকট নেই, যার থেকে আমি এক পরিকল্পিত হিসাব অনুসারে বিভিন্ন সময় রিয়ক নাযিল করে থাকি। (সূরা হিজর : ২০-২১)

٧- وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا  
وَمُسْتَوْدَعَهَا - كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.

৭। অর্থ : পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোনো জীব নেই যার রিয়কের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেননি এবং তিনিই প্রত্যেকের ঠিকানা এবং শেষ বিদায়ের স্থান সম্পর্কে অবগত আছেন। এসবই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা আছে। (সূরা হূদ : ৬)

٨- إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.

৮। অর্থ : নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক বস্তুকে হিসাব মত সৃষ্টি করে থাকি।

**জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে হাদীস**

١- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّهُ قَالَ أَصَبْنَا سَبَايَا فَكُنَّا  
نَعَزِلُ ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ  
وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَانَتْ إِلَى يَوْمِ  
الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَانَتْ.

১। অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের

হাতে কিছু সংখ্যক দাসী এল, আমরা আজল করলাম এবং এ সম্পর্কে রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, তোমরা কি এরূপ কর? তোমরা কি এরূপ কর?? তোমরা কি এরূপ কর??? কিয়ামত পর্যন্ত যেসব শিশুর জন্ম নির্ধারিত আছে, তারা তো জন্মাবেই। (মুসলিম)

۲. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعُهُ شَيْءٌ -

২। অর্থ : আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আজল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, সবটুকু পানিতে সন্তান সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ তা'আলা যখন সৃষ্টি করতে চান তখন কোনো কিছুই তা রোধ করতে পারে না অর্থাৎ আজল করার সময় স্ত্রীর যৌনাঙ্গ বীর্যের সামান্য অংশও পতিত হলে সন্তানের জন্ম হবে। তবে কেন অনর্থক আজল করতে চাও? (মুসলিম)

## যাদেরকে বিবাহ করা হারাম

যাদেরকে বিবাহ করা হারাম সে সম্পর্কে আয়াত

۱. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ - فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَانِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ - وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ - إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا - وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ - كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ -

১। অর্থ : তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে— (১) তোমাদের মাতা, (২) তোমাদের কন্যা, (৩) তোমাদের বোন, (৪) তোমাদের ফুফু, (৫) তোমাদের খালা, (৬) ভাতিজি, (৭) ভাগিনী, (৮) তোমাদের সে মাতা যারা তোমাদেরকে স্তন্য পান করিয়েছে অর্থাৎ দুধমাতা, (৯) তোমাদের দুধ বোন, (১০) তোমাদের স্ত্রীদের মাতা অর্থাৎ শাশুড়ি, (১১) তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা- যারা তোমাদের লালন পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। (১২) তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং (১৩) দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো, কিন্তু যা অতীতে হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু এবং (১৪) নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়— এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম। (সূরা নিসা : ২৩-২৪)

## ইলম-জ্ঞান অর্জন

ইলম-জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে আয়াত

۱. كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.

১। এক বরকতপূর্ণ কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন লোকেরা এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বিবেকবানেরা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা সোয়াদ : ২৯)

۲. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ.

২। আর আমি আপনার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেকটি বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ সেসব লোকের জন্য যারা আত্মসমর্পণ করেছে। (সূরা আন নাহল : ৮৯)

۳. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সংগ্ৰহ-২১৫



৩। কেন এরূপ করা হবে না যে, তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ থেকে একটি দল বেরিয়ে আসবে, যাতে তারা ধীনের জ্ঞান অনুশীলন করে এবং সতর্ক করে স্বজাতিকে যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসে, যেন তারা বাঁচতে পারে। (সূরা আত্ তাওবা : ১২২)

৪. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.

৪। যেমন আমি তোমাদের প্রতি তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। তিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শুনাবেন, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করবেন, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবেন এবং তোমাদেরকে শিক্ষা দিবেন এমন সব বিষয় যা তোমরা জানতে না। (সূরা আল বাক্বারা-১৫১)

৫. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

৫। যখন কুরআন পঠিত হবে, তখন তোমরা নীরবে মনোযোগসহকারে শুনে এবং চুপ থাকবে। আশা করা যায়, তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হবে। (সূরা আল আ'রাফ : ২০৪)

৬. وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

৬। তোমরা কল্যাণমূলক কাজ কর। তাহলে তোমরা সফলকাম হবে। (সূরা আল হাজ্জ : ৭৭)

৭. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ.

৭। আমি কুরআন বুঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোনো চিন্তাশীল আছে কি? (সূরা আলক্বামার : ১৭)

لِلَّهِ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ لُؤْدُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكِ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ نَٰهَادٍ.

৮। আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব, যা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা পুনঃ পুনঃ পঠিত। যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এতে তাদের গাত্র রোমাঙ্কিত হয়। অতঃপর তাদের দেহমন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর স্বরণে ঝুঁকে পড়ে। এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ। এর মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই। (সূরা আয যুমার-২৩)

৯. وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ.

৯। যখন তাদেরকে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনানো হয়, তখন তাদের নিকট সত্য আগমন করার পর কাফেররা বলে, এ তো সুস্পষ্ট যাদু। (সূরা আল আহকাফ : ৭)

১০. هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمَمِيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ.

১০। তিনিই সেই সত্তা যিনি উম্মীদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে (আল্লাহর অপছন্দনীয় আচরণ থেকে) পবিত্র করেন; তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের শিক্ষণীয় বিষয় বুঝিয়ে দেন এবং (এ কিতাব অনুযায়ী জীবন যাপনের) হিকমত শিক্ষা দেন। (সূরা আল জুমু'আ : ২)

**ইলম-জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে হাদীস**

১. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَبْتَغِيْ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا.

১। হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে পথ চলে, আল্লাহ তা'আলা

তার জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ ও সুগম করে দিবেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকারীগণের জন্য নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেন। (তিরমিযী)

২- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

২। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন : দুই ব্যক্তির ব্যাপারে 'হাসাদ' বা ঈর্ষা করা জায়েয : (১) যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন। অতঃপর সে সম্পদ সত্য পথে বিলিয়ে দেবার তৌফিক তাকে দিয়েছেন। (২) যাকে আল্লাহ তা'আলা (ধ্বিনের) হিকমত দ্বারা বিভূষিত করেছেন, অতঃপর সে ব্যক্তি এ হিকমত অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে এবং লোকদের তা শিক্ষাদান করে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)

৩- عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِعَمَ الرَّجُلُ فَقِيهٌ فِي الدِّينِ إِنْ احتِيجَ إِلَيْهِ نَفَعٌ وَإِنْ استَغْنَى عَنْهُ أَغْنَى نَفْسَهُ.

৩। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : ধ্বিনের বিজ্ঞ আলেম ব্যক্তি কতইনা উত্তম! তার মুখাপেক্ষী হলে সে উপকার করে। আর যখন তার আবশ্যিকতা থাকে না তখন তিনি নিজেকে বিমুখ রাখেন। (রাযীন)

৪- عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا نَحَلَّ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحَلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ -

৪। হযরত আউযুব বিন মুসা তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কোনো পিতা তার সন্তানের উত্তম চরিত্র শিক্ষাদান অপেক্ষা অধিক ভালো কোনো জিনিসই দান করতে পারে না। (তিরমিযী, মিশকাত)

۵. خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

৫। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করে এবং অপরকে তা শিখায়। (আল-হাদীস)

۶. عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

৬। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জ্ঞানার্জন ফরয (অত্যাবশ্যিক)। (ইবনে মাজাহ)

## তাকওয়া

তাকওয়া সম্পর্কে আয়াত

۱. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

১। অর্থ : হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর, তাকে যেরূপ ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না। (সূরা আলে ইমরান : ১০২)

۲. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ - وَمَنْ يُوقِ شَحْنَفِ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

২। অর্থ : তোমরা যথাসম্ভব আল্লাহকে ভয় কর। আর শোন ও অনুসরণ কর এবং নিজের ধন সম্পদ ব্যয় কর, তা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর। যে সকল লোক স্বীয় মনের সঙ্কীর্ণতা হতে রক্ষা পেয়ে গেল, শুধু তারাই সফলকাম। (সূরা আত তাগাবুন : ১৬)

۳. وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.

৩। অর্থ : আর সফলকাম হবে ঐ সমস্ত লোক যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম পালন, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর নাফরমানি হতে দূরে থাকে। (সূরা নূর : ৫২)

۴. وَمَا أَنْتُمْ إِلَّا رُسُلٌ فَخُذُوهُ - وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَاتَّهَرُوا - وَاتَّقُوا اللَّهَ - إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

৪। অর্থ : রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর। আর যা থেকে তোমাদের বিরত রাখেন তা হতে বিরত থাক। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা হাশর : ৭)

۵- اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ .

৫। অর্থ : যারা নিজেদের অদৃশ্য আল্লাহকে ভয় করে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও অতিবড় সূফল। (সূরা মুলক : ১২)

۶- وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَّلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالتَّعَدٰوٰنِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ .

৬। অর্থ : যে সব কাজ পুণ্য ও খোদাভীতিমূলক তাতে একে অপরকে সাহায্য কর, আর যা গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজ তাতে কারো একবিন্দু সাহায্য ও সহযোগিতা কর না। আল্লাহকে ভয় কর, কেননা তাঁর দণ্ড অত্যন্ত কঠিন। (সূরা আল মায়দাহ : ২)

۷- وَاِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنَ .

৭। অর্থ : তোমাদের উম্মত একই উম্মত আর আমি তোমাদের রব। অতঁরব-আমাকেই ভয় কর। (সূরা আল মুমিনুন : ৫২)

۸- قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ . وَاْلآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى . وَّلَا تُظَلَمُوْنَ فِتْيٰلًا .

৮। অর্থ : (হে রাসূল) বলে দাও দুনিয়ার জীবন খুবই নগণ্য। আর পরকাল একজন খোদাভীরু ব্যক্তির জন্য অতিশয় উত্তম। আর তোমাদের প্রতি একবিন্দু পরিমাণ যুল্ম করা হবে না। (সূরা আন নিসা : ৭৭)

۹- وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا يَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنصَرُوْنَ .

৯। অর্থ : তোমরা ভয় কর সে দিনকে, যে দিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি

বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, কারও সুপারিশ কাজে লাগবে না এবং তারা সাহায্যও পাবে না। (সূরা আল বাকারা : ১২৩)

১০. **اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ - اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.**

১০। অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক খোদাভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (সূরা হুজুরাত : ১৩)

১১. **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. وَاتَّقُوا اللّٰهَ - اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.**

১১। অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে যে, সে আগামী দিনের জন্য কি সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছে। আল্লাহকেই ভয় করতে থাক। আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের সে সব আমল সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা কর। (সূরা হাশর : ১৮)

১২. **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ.**

১২। অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যাদর্শ লোকদের সঙ্গী হও। (সূরা আত তাওবা : ১১৯)

১৩. **اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَآءُ - اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ.**

১৩। অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল ইল্ম সম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও ক্ষমাকারী। (সূরা আল ফাতির : ২৮)

১৪. **وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.**

১৪। অর্থ : আল্লাহকে ভয় কর, সম্ভবতঃ তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (সূরা আল বাকারা : ১৮৯)

۱۵- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا  
فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

১৫। অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায়  
সন্ধান কর এবং তাঁর পথে চরম চেষ্টা সাধন বা জিহাদ কর। সম্ভবতঃ তোমরা  
কল্যাণ লাভ করবে। (সূরা আল মায়েদাহ : ৩৫)

۱۶- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ  
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

১৬। অর্থ : হে মানব জাতি, তোমরা ভয় কর তোমাদের সেই রবকে যিনি  
তোমাদেরকে একটি নফস থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা থেকে তার জোড়া  
সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের দু'জন হতে অসংখ্য নারী-পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন।  
আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট চেয়ে থাক এবং  
আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারেও ভয় কর। আল্লাহ তোমাদের ওপর প্রহরীরূপে  
আছেন। (সূরা আন নিসা : ১)

۱۷- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

১৭। অর্থ : হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধরো এবং শক্তভাবে (কাফেরদের)  
মোকাবেলা কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের  
উদ্দেশ্যে কামিয়াব হতে পার। (সূরা আলে ইমরান : ২০০)

۱۸- إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ.

১৮। অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে আছেন, যারা পরহেয়গার এবং  
সৎকাজ করে। (সূরা নাহল : ১২৮)

١٩- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

১৯। অর্থ : হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের ও মুনাফিকদের কথা মানবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আল আহযাব : ১)

٢٠- إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ - فِي جَنَّةٍ وَعُيُونٍ - يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَلِبِينَ - كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ.

২০। অর্থ : নিশ্চয় খোদাভীরুরা (পরকালে) নিরাপদ স্থানে থাকবে বাগ-বাগিচায় ও বর্নাসমূহে। তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমী বস্ত্র, একে অপরের দিকে মুখোমুখি হয়ে বসবে। (সূরা আদ দোখান : ৫১-৫৪)

٢١- وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

২১। অর্থ : তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহেয়গার, আল্লাহ তাদের সাথে আছেন। (সূরা আল বাক্বারা : ১৯৪)

### তাকওয়া সম্পর্কে হাদীস

١- عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَالًا بَأْسَ بِهِ حَذْرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ.

১। অর্থ : আতিয়া আস-সাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না, যতক্ষণ না সে গুনাহর কাজে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে ঐসব কাজও ত্যাগ করে, যেসব কাজে কোনো গুনাহ নেই। (তিরমিযী, মিশকাত)

٢- عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمَحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَلِبًا.



২। অর্থ : হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : হে আয়িশা! ক্ষুদ্র নগণ্য গুনাহ থেকেও দূরে থাকবে। কেননা, আল্লাহর দরবারে সেগুলো সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (ইবনে মাজাহ)

৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسَبِ أَمْرٍ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ.

৩। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুল্ম করবে না, তাকে হয় প্রতিপন্ন করবে না এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না। তিনি তাঁর বুকের দিকে ইশারা করে বলেন, তাকওয়া হলো এখানে। একথা তিনি তিনবার বলেন। কোনো মানুষের নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হবার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা ও নিকৃষ্ট জ্ঞান করে। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান প্রত্যেক মুসলমানের সম্মানের বস্তু (এর উপর হস্তক্ষেপ করা তাদের জন্য হারাম)। (মুসলিম)

৪- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ زَيْدٍ (رض) أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خِيَارُكُمْ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ.

৪। অর্থ : হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন : আমি কি তোমাদের মধ্যকার উত্তম লোক সম্পর্কে বলব না? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (সা)। তিনি বলেন : তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম মানুষ, যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় (অন্তরের তাকওয়ার কারণে বাহ্যিক দিকেও তাকওয়ার প্রভাব ফুটে উঠে)। (ইবনে মাজাহ)

৫. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعِفَافَ وَالْغِنَى.

৫। অর্থ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলতেন : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা এবং আত্মনির্ভরশীলতা কামনা করি। (মুসলিম)

৫. عَنْ أَبِي طَرِيفٍ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِنِيِّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى اتَّقَى لِلَّهِ مِنْهَا فَلَيَاتِ التَّقْوَى.

৬। অর্থ : হযরত আদী ইবনে হাতেম তাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি (কোনো কাজ না করা) শপথ করার পর অধিক তাকওয়ার কোনো কাজ দেখল, এমতাবস্থায় তাকে (শপথ পরিহার করে) সেটাই (বেশী তাকওয়ার কাজটি) করতে হবে। (মুসলিম)

৬. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَيْنَانِ لَا تَمْسَهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

৭। অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : দুই জোড়া চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। (১) যে চোখ আল্লাহর ভয়ে অশ্রুপাত করে এবং (২) যে চোখ রাত জেগে আল্লাহর পথে (ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে) পাহারারত থাকে।

## ব্যক্তিগত কাজের রিপোর্ট

ব্যক্তিগত কাজের রিপোর্ট সম্পর্কে আয়াত

۱. اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا.

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সংকলন-২২৫

১। অর্থ : (আল্লাহ তা'আলা বিচারের দিন আমলনামা হাতে দিয়ে বলবেন) তুমি তোমার দস্তাবেজ পাঠ করো। আর তোমার হিসাব নেবার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট। (সূরা বনী ইসরাঈল : ১৪)

۲- اِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌۢ ۚ مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌۢ ۗ

২। অর্থ : যখন দুই ফেরেশতা ডান ও বাম ঘাড়ে বসে তার আমল (রিপোর্ট) সংগ্রহ করেন। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী (ফেরেশতা) রয়েছে। (সূরা কাক্ব : ১৭-১৮)

ব্যক্তিগত কাজের রিপোর্ট সম্পর্কে হাদীস

۱- عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ.

১। অর্থ : হযরত সাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে, সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি নিজেকে কুপ্রবৃত্তির গোলাম বানায় অথচ আল্লাহর কাছে (ভালো কিছু) প্রত্যাশা করে সেই অক্ষম, অসহায়। (তিরমিযী)

এহতেসাব-গঠনমূলক সমালোচনা

এহতেসাব-গঠনমূলক সমালোচনা সম্পর্কে আয়াত

۱- وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

১। অর্থ : তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা নাহল : ৯৩)

۲- اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সংকলন-২২৬

২। অর্থ : নিশ্চিত জেনো, আদ্বাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা আলে ইমরান : ১৯৯)

۳. اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ.

৩। অর্থ : মানুষের হিসাব অতি নিকটে ঘনিজে আসছে অথচ তারা গাফলতির মধ্যে বিমুখ হয়ে রয়েছে। (সূরা আশ্বিয়া : ১)

۴. اِنَّا الْبَيْنَا اِيَابَهُمْ - ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ.

৪। অর্থ : সন্দেহ নেই তাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। অতঃপর তাদের হিসাব নিকাশ গ্রহণ করা আমারই কাজ। (সূরা গাশিয়া : ২৫-২৬)

۵. فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.

৫। অর্থ : যাদের প্রতি রাসূল পাঠান হয়েছিল আমি তাদের অবশ্য অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব এবং অবশ্যই নবী-রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসাবাদ করব। (সূরা আরাফ : ৬)

এহতেসাব-গঠনমূলক সমালোচনা সম্পর্কে হাদীস

۱. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَظْلِمُهُ وَإِنْ أَحَدُكُمْ مِرَاءةَ أَخِيهِ فَاِنْ رَأَىٰ أَدَىٰ فَلْيَمِطْ عَنْهُ.

১। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (সা) বলেছেন : মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তাকে অসহায় ও লাঞ্ছিত করে না। তার সাথে মিথ্যা বলে না এবং তার প্রতি যুলুম করে না। তোমরা প্রত্যেকেই তার ভাইয়ের আয়না। তার কোনো ত্রুটি দেখলে সে যেনো তা দূর করে দেয়। (তিরমিযী)

۲. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সংকলন-২২৭

وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدُهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

২। অর্থ : রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই যার যার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবে। দেশের শাসক একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাকে তার দেশবাসীর প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। একজন পুরুষ তার সংসারের দায়িত্বশীল, এই দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রী স্বামীর সংসারে সন্তানাদি দেখাশোনার জন্য দায়িত্বশীল তাকে তার ঐ দায়িত্বের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। জেনে রেখো, তোমরা যার যার জায়গায় দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই এজন্য জবাবদিহি করতে হবে। (বুখারী, মুসলিম)

### তাওয়াক্কুল-ভরসা

#### তাওয়াক্কুল-ভরসা সম্পর্কে আয়াত

তাওয়াক্কুল : মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহর ওপর ভরসা করা, তাকদীর বিশ্বাস করে তদবীর করবে। সর্বদা আল্লাহর ওপর ভরসা করবে। কেননা আল্লাহই আমাদের অভিভাবক।

۱- حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

১। অর্থ : আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি সর্বোত্তম কর্মকর্তা। (সূরা আলে ইমরান : ১৭৩)

۲- وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

২। অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। (সূরা তালাক : ৩)

۳- قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ - عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ.

৩। অর্থ : (হে রাসূল) বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। তাওয়াক্কুলকারীরা তাঁর উপর নির্ভর করে। (সূরা যুমার : ৩৮)

৪. رَبَّنَا عَلَيْنَا تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

৪। অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ ফিরিয়েছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। (সূরা মুম্ভাহিনা : ৪)

৫. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.

৫। অর্থ : আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন। কার্যনির্বাহীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা আহযাব : ৩)

৬. أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ.

৬। অর্থ : আপনিই আমার কার্যনির্বাহী ইহকাল ও পরকালে। আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যুদান করুন এবং আমাকে স্বজনদের সাথে মিলিত করুন। (সূরা ইউসুফ : ১০১)

৭. هُوَ مَوْلَاكُمْ، فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ.

৭। অর্থ : তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব তিনি কতই না উত্তম মালিক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী। (সূরা হজ্জ : ৭৮)

৮. وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.

৮। অর্থ : আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। নিশ্চয়ই বান্দারা আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে। (সূরা মুমিন : ৪৪)

৯. إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ، مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

৯। অর্থ : আমি আল্লাহর উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি আমার এবং তোমাদের পরওয়ারদিগার। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালনকর্তার সরল পথে সন্দেহ নেই। (সূরা হূদ : ৫৬)

১০। **وَأَنْ جَنَّحُوا لِلْإِسْلَامِ فَأَجْنَحَ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ط إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَأَنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ط هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِبَنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ.**

১০। অর্থ : (হে নবী!) তারা যদি সন্ধি করতে আগ্রহী হয় তাহলে আপনিও আগ্রহী হন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিঃসন্দেহে তিনি শুনেন এবং জানেন। পক্ষান্তরে তারা যদি আপনাকে প্রতারণা করতে চায়, (সন্ধি ভঙ্গ করে,) তবে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই আপনাকে শক্তি যুগিয়েছেন- তাঁর নিজের সাহায্যে এবং মুসলমানের মাধ্যমে। (সূরা আনফাল : ৬১-৬২)

১১। **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ط إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ج وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. أَلَنْ خَفَى اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ط فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ج وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ ط وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ.**

১১। অর্থ : হে নবী! আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনার সাথে আছে তাদের সবার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। হে নবী, আপনি মুমিনদের জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। তোমাদের মধ্যে যদি (আল্লাহর উপর আস্থাভাজন) বিশ জন দৃঢ়পদ ধৈর্যশীল ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দুশো জনের মোকাবেলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে (একরূপ) একশো লোক থাকে, তবে এক হাজার কাফেরের উপর

জয়ী হবে। তার কারণ হলো, ওরা জ্ঞানহীন। এখন আব্দাহ তোমাদের উপর থেকে বোঝা হালকা করে দিয়েছেন এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের (ঈমানের) মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি (আব্দাহর উপর ভরসাকারী) দৃঢ় চিত্ত একশো লোক থাকে, তবে দু'শো লোকের উপর জয়ী হবে। আর যদি এক হাজার (অনুরূপ) লোক থাকে, তবে আব্দাহর হুকুমে দু'হাজার লোকের উপর জয়ী হবে। আর আব্দাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা আনফাল : ৬৪-৬৬)

۱۲. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

১২। অর্থ : যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দিব, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কত উত্তম পুরস্কার কর্মীদের জন্যে যারা সবর করে ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে। (সূরা আনকাবূত : ৫৮-৫৯)

۱۳. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ.

১৩। অর্থ : (হে নবী!) আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর উপর। (সূরা আশ শুআরা : ২১৭)

۱۴. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ.

১৪। অর্থ : অতএব, (হে নবী!) আপনি আব্দাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সত্য ও স্পষ্ট পথে আছেন। (সূরা নামল : ৭৯)

তাওয়াকুল-ভরসা সম্পর্কে হাদীস

۱. عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۖ أَعْقِلْهَا وَآتَوَكَّلْ أَوْ أَطْلِقْهَا وَآتَوَكَّلْ قَالَ أَعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ.

১। অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আব্দাহর



রাসূল! আমি কি উট বেঁধে রেখে আদ্বাহর উপর ভরসা করব, না বন্ধনমুক্ত রেখে? তিনি বললেন, উট বেঁধে নাও, অতঃপর আদ্বাহর উপর ভরসা কর। (তিরমিধী)

২. عَنْ عُمَرَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَامًا وَتَرُوحُ بِطَانًا .

২। অর্থ : হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা যদি সত্যিকারভাবেই আদ্বাহর উপর ভরসা কর, তবে তিনি পাখিদের মতই তোমাদের রিয্কের ব্যবস্থা করবেন। ভোর বেলা পাখিরা খালি পেটে বেরিয়ে যায় এবং সন্ধ্যা বেলা ভরা পেটে ফিরে আসে। (তিরমিধী)

৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ حَسَبْنَا اللَّهَ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ حِينَ قَالُوا إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسَبْنَا اللَّهَ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .

৩। অর্থ : হযরত ইবনে আববাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ) যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তখন বলেছিলেন, 'হাসবুনাল্লাহ ওয়া' নি'মাল ওয়াকীল' (আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম পৃষ্ঠপোষক)। এ বাক্যটি মুহাম্মদ (সা) বলেন : যখন লোকেরা (মুসলমানদের) বলল, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লোকেরা (শত্রুবাহিনী) একতাবদ্ধ হয়েছে তাদের ভয় কর। (এ ছমকি) মুসলমানদের ঈমান আরো বৃদ্ধি করে দেয় এবং তারা বলে হাসবুনাল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকীল। (বুখারী)

৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْنَدْتَهُمْ مِثْلُ أَفْنَدَةِ الطَّيْرِ .

৪। অর্থ : হযরত আবু ছরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন : জান্নাতে এমন অনেক লোক দেখা যাবে, যাদের দিল পাখির দিলের মতো হবে। (তাদের দিল নরম এবং তারা আত্মাহর উপর ভরসা করবে।) (মুসলিম)

৪. عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَعْزِي بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يُقَالَ لَهُ : هُدَيْتَ وَكُفَيْتَ وَوُقِيْتَ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ. - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ. - زَادَ أَبُو دَاوُدَ : فَيَقُولُ يَعْزِي الشَّيْطَانُ لِشَيْطَانٍ آخَرَ : كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟

৫। অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলে, আত্মাহর নামে বের হলাম এবং আত্মাহর উপর ভরসা করলাম। আর আত্মাহ ছাড়া কারও কাছ থেকে কোনো শক্তি পাওয়া যায় না। (এরূপ দোয়া করলে) তাকে বলা হয়, তোমাকে হেদায়েত দেয়া হয়েছে, তোমাকে যথেষ্ট দেয়া হয়েছে এবং তোমার হেফাযতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর শয়তান তার থেকে দূরে চলে যায়। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

ইমাম তিরমিযী বলেন- এটি হাসান হাদীস আবু দাউদ বাড়িয়ে বলেছেন- এক শয়তান অন্য শয়তানকে বলে- কিভাবে তুমি তার ক্ষতি করবে? অথচ তাদের হিদায়াত দেয়া হয়েছে, তার জন্য যথেষ্ট করা হয়েছে এবং তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

## চিকিৎসা

চিকিৎসা সম্পর্কে আয়াত

۱. وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا .

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সম্বলন-২৩৩

১। আর আমি এই কুরআনে এমন বিষয় নাখিল করি যা ঈমানদারগণের জন্য রোগ নিরাময়কারী ও অনুগ্রহস্বরূপ। কিন্তু তা স্বৈরাচারী যালেমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৮২)

চিকিৎসা সম্পর্কে হাদীস

১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَهُ لَهُ شِفَاءً .

১। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার ঔষধ সৃষ্টি করেননি। (বুখারী)

২- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ فَقَالَ أَسْقِهِ عَسَلًا، ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ، فَقَالَ أَسْقِهِ عَسَلًا، ثُمَّ أَتَى الثَّلَاثَةَ فَقَالَ أَسْقِهِ عَسَلًا، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، أَسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبُرًّا .

২। অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর নিকট এসে বলল, আমার ভাইয়ের পেটে অসুখ করেছে। নবী (সা) বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে দ্বিতীয়বার আসল (এবং ঐ কথাই বলল) তিনি বললেন, তাকে মধু পান করাও। লোকটি তৃতীয়বার আসলো (এবং সে কথাই বলল)। এবারও নবী (সা) বললেন, তাকে মধু পান করাও। এর পরে লোকটি আবার আসলো এবং বলল, (আপনি যা বলেছেন, সে অনুযায়ী আমি কাজ করেছি) তখন নবী (সা) বললেন আল্লাহর কালাম সত্য। কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট সত্য নয়। (যাও) আবার তাকে মধু পান করাও। অতপর লোকটি (এবার গিয়ে) তাকে মধু পান করালো এবং সে ভালো হয়ে গেল। (বুখারী, মুসলিম)

৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَخْبَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ .

৩। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন, কালজিরার মধ্যে একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত আর সকল রোগের চিকিৎসা নিহিত। (বুখারী, মুসলিম)

৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَاَعْطِيَ الْحَجَّامَ اَجْرَهُ وَاَسْتَعَطَّ .

৪। অর্থ : হযরত ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) শিঙ্গা লাগিয়েছেন এবং শিঙ্গাদানকারীকে তার মজুরিও দিয়েছেন এবং নাকে ঔষধ দিয়েছেন। (বুখারী)

৫. عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْكُمَاءُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ .

৫। অর্থ : হযরত সাঈদ ইবনু যায়িদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি, ব্যাঙের ছাতা 'মান্না' থেকে হয়ে থাকে এবং এর রস চোখের জন্য ঔষধ বিশেষ। (বুখারী)

৬. عَنْ عَائِشَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمَى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرَدَهَا بِالْمَاءِ .

৬। অর্থ : হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, জাহান্নামের উত্তাপ থেকে জ্বরের উৎপত্তি। অতএব, তোমরা পানির সাহায্যে তা ঠাণ্ডা কর। (বুখারী, মুসলিম)

## ওয়াদা

ওয়াদা সম্পর্কে আয়াত

۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

১। অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূরণ কর। (সূরা আল মায়দা : ১)

۲- وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ

تَوَكَّبِيدَهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا - إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.

২। অর্থ : আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহকে যামিন করেছে। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। (সূরা নাহল : ৯১)

৩. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلُّونَ الْأَدْبَارَ - وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْتُورًا.

৩। অর্থ : অথচ তারা পূর্বে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহর অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। (সূরা আল আহযাব : ১৫)

### ওয়াদা সম্পর্কে হাদীস

۱- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَبَعَ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصَلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصَلَةٌ مِّنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا أُوتِمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

১। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যার মধ্যে চারটি দোষ পাওয়া যাবে সে ঝাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে চারটির কোন একটি পাওয়া যাবে বুঝতে হবে তার মধ্যে নিফাকের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়ে গেছে-যতক্ষণ পর্যন্ত না তা সে বর্জন করে। সেগুলো হলো, (১) তার নিকট আমানত রাখা হলে সে তার বিয়ানত করে, (২) কথা বললে মিথ্যা বলে, (৩) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৪) ঝগড়ায় লিপ্ত হলে গালি গালাজ করে। (বুখারী, মুসলিম)

۲- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ.

২। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মুনাফিকের আলামত তিনটি (১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে (২) যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং (৩) তার নিকট যখন আমানত রাখা হয় সে তার খিয়ানত করে। (বুখারী, মুসলিম)

### সবর-ধৈর্য

সবর-ধৈর্য সম্পর্কে আয়াত

۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

১। অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আল বাকারা : ১৫৩)

۲- وَلَنَبِّئَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ط وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ - الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

২। অর্থ : আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, মাল এবং জ্ঞানের ক্ষতি ও ফল-ফসলের বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের যখন তারা বিপদে পড়ে, তখন বলে : নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্যে এবং আমরা সবাই তাঁরই কাছে ফিরে যাবো। (সূরা আল বাকারা : ১৫৫-১৫৬)

۳- فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا.

৩। অর্থ : অতএব (হে মুহাম্মদ!) সবর করো, সবরে জামীল। (সূরা আল মায়ারিজ : ৫)

٤- وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ.

৪। অর্থ : তুমি কেবল তাই অনুসরণ করো, যা অহীর মাধ্যমে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে। আর সবর অবলম্বন করতে থাক, যতক্ষণ না আল্লাহ চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেন। (সূরা ইউনুস : ১০৯)

٥- فَاصْبِرْ - إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ.

৫। অর্থ : অতএব তুমি সবরের পথ ধরো। শুভ পরিণতি তো মুস্বাকীদের জন্যেই নির্দিষ্ট। (সূরা হুদ : ৪৯)

٦- وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.

৬। অর্থ : সবর অবলম্বন করো। আল্লাহ মুহসিনদের (সৎকর্মশীলদের) কর্মফল বিনষ্ট করেন না। (সূরা হুদ : ১১৫)

٧- وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ.

৭। অর্থ : হে মুহাম্মদ, সবরের সাথে কাজ করতে থাকো। তোমার এ সবরের তাওফীক তো আল্লাহই দিয়েছেন। ওদের কার্যকলাপে তুমি দুঃখিত চিন্তিত হয়ো না এবং তাদের ষড়যন্ত্র ও কূট কৌশলের দরুন মন ভারাক্রান্ত করো না। (সূরা নাহল : ১২৭)

٨- فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ.

৮। অর্থ : অতএব (হে নবী) সেভাবে সবর অবলম্বন করো, যেভাবে উচ্চ সংকল্প সম্পন্ন রাসূলগণ সবর করেছেন। আর এই লোকদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। (আহকাফ : ৩৫)

٩- وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولًا مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَآوَدُوا حَتَّىٰ أَنهَمْ نَصَرْنَا.

৯। অর্থ : হে মুহাম্মদ, তোমার পূর্বেও অসংখ্য রাসূলগণকে অমান্য করা হয়েছে। কিন্তু এই অস্বীকৃতি ও যাবতীয় জ্বালাতন নির্যাতনের মোকাবেলায় তারা সবর অবলম্বন করেছেন। অবশেষে তাদের প্রতি আমার সাহায্য এসে পৌছেছে (সূতরাং তুমিও সবর অবলম্বন করো)। (সূরা আন'আম : ৩৪)

১০। অর্থ : (ইসমাইল) বলল : আপনাকে যা হুকুম করা হয়েছে, আপনি তা কার্যকর করুন। ইনশাআল্লাহ আমাকে সবর অবলম্বনকারী পাবেন। (সূরা আস সফফাত : ১০২)

১১। **كَمْ مِّن فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ.**

১১। অর্থ : এমন ঘটনার বহু নজীর রয়েছে যে, আদ্বাহর অনুমতিক্রমে একটি ক্ষুদ্রতম দল একটি বৃহৎ দলের উপর বিজয়ী হয়েছে। মূলতঃ আদ্বাহ সবিরদের (ধৈর্যশীলদের) সঙ্গে রয়েছেন। (সূরা আল বাকারা : ২৪৯)

১২। **إِن يَكُن مِّنكُمْ عَشْرُونَ صَبْرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ.**

১২। অর্থ : তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন সাবির (ধৈর্যশীল) থাকে তবে দুইশতের উপর জয়ী হবে। (সূরা আনফাল : ৬৫)

১৩। **فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ.**

১৩। অর্থ : অতএব তোমার রবের ফায়সালা আসা পর্যন্ত সবর অবলম্বন কর এবং মাছওয়াল্লা ইউনুসের মতো (অধৈর্য) হয়ো না। (সূরা আল কলম : ৪৮)

সবর-ধৈর্য সম্পর্কে হাদীস

১। **عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.**

১। অর্থ : আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে



ব্যক্তি ধৈর্যধারণের চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্যের শক্তি প্রদান করবেন। আর ধৈর্য হতে অধিক উত্তম ও ব্যাপক কল্যাণকর বস্তু আর কিছুই কাউকে দান করা হয়নি। (বুখারী, মুসলিম)

٢. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ أَنْتَظَرَ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْتَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلِّ السُّيُوفِ.

২। অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। যেদিনগুলোতে রাসূলুল্লাহ (সা) দূশমনদের মোকাবেলা করছিলেন, তার কোনো একদিন তিনি অপেক্ষা করেন। এমনকি সূর্য মধ্যাহ্ন অতিক্রম করে ঝুলে পড়লো। তখন তিনি মুসলমানের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। হে লোকেরা! দূশমনদের সাথে সাক্ষাৎ কামনা করো না। আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর যখন দূশমনের সম্মুখীন হয়ে যাও, তখন ধৈর্যের সাথে অটল-অবিচল হয়ে থাকো, জেনে রেখো, জান্নাত তরবারির ছায়াতলে। (বুখারী)

٣. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصْتٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَدَى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ مِنْ خَطَايَاهُ.

৩। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কোনো মুসলিম ব্যক্তি মানসিক বা শারীরিক কষ্ট পেলে, কোনো শোক বা দুঃখ পেলে অথবা চিন্তাভ্রান্ত হলে সে যদি ধৈর্যধারণ করে তাহলে আল্লাহ প্রতিদানে তার সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। এমনকি যদি সামান্য একটি কাঁটাও পায়ে বিধে তাও তার গুনাহ মাফের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (বুখারী, মুসলিম)

৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَبِالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ حَاطَةٌ.

৪। অর্থ : আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মুমিন নর-নারীর উপর সময় সময় বিপদ ও পরীক্ষা এসে থাকে। কখনো সরাসরি তার উপর বিপদ আসে। কখনো তার সম্ভান মারা যায়। আবার কখনো তার ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়। আর সে এসকল মুসিবতে ধৈর্যধারণ করার ফলে তার কাল্ব পরিষ্কার হতে থাকে এবং পাপ পঙ্কিলতা হতে মুক্ত হতে থাকে। অবশেষে সে নিষ্পাপ আমলনামা নিয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হয়। (তিরমিযী)

৫. عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جُرْعَةٍ غَيْظٍ يَكْظُمُهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى.

৫। অর্থ : ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন : মানুষ যেসব বস্তুর ঢোক গ্রহণ করে তন্মধ্যে গোস্তার সেই ঢোকটি-ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম, যেটি আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে মানুষ গ্রহণ করে থাকে। (আহমাদ)

৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

৬। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি লোককে কুস্তিতে হারিয়ে দেয় সে বাহাদুর নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে বাহাদুর সেই ব্যক্তি যে রাগের মুহূর্তে নিজেকে সামলাতে পারে। (বুখারী, মুসলিম)

۷. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْصِنِي قَالَ لَا تَغْضَبُ فَرَدَّدَ ذَلِكَ مَرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبُ.

৭। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা) এর কাছে নিবেদন করল যে, হজুর! আপনি আমাকে উপদেশ দান করুন। হজুর (সা) বললেন তুমি রাগ করবে না, লোকটি বার বার একই প্রশ্ন করছিল এবং হজুর (সা) বার বার তাকে জবাব দিচ্ছিলেন যে, তুমি রাগ করবে না। (বুখারী)

## গীবত-পরনিন্দা

গীবত-পরনিন্দা সম্পর্কে আয়াত

۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ. إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.

১। অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা অনেক ধারণা পোষণ থেকে বিরত থেকে, কেননা কোনো কোনো ধারণা পাপ হয়ে থাকে। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করো না। আর একে অন্যের গীবত করো না, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করে? তোমরা নিজেরাইতো তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাক। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ খুব বেশী তাওবা কবুলকারী এবং দয়াবান। (সূরা হজুরাত : ১২)

۲- لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظَلَمَ.

২। অর্থ : আল্লাহ মন্দ কথা প্রকাশ করা ভালবাসেন না, তবে কারো উপর যুল্ম করা হয়ে থাকলে অন্য কথা। (সূরা নিসা : ১৪৮)

۳- وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُورًا.

৩। অর্থ : তুমি এমন কোনো বিষয়ের পেছনে পড় না যার জ্ঞান তোমার নেই। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয় এ সবে প্রতিনিটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৬)

৪- هَمَّازٌ مِّثْلُ مِثْلٍ بِنَمِيمٍ.

৪। অর্থ : যে পশ্চাতে খুব দুর্নাম রটনাকারী, যে চোগলখোরী করে বেড়ায়। (সূরা কালাম : ১১)

৫- وَيَلُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٌ.

৫। অর্থ : প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য দুর্ভোগ, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দা করে। (সূরা হমাযা : ১)

গীবত-পরনিন্দা সম্পর্কে হাদীস

১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ.

১। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী করীম (সা) বললেন, তোমরা কি জান, গীবত কাকে বলে? সাহাবীরা জবাব দিলেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন। হযর (সা) বললেন, গীবত হলো, তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের বর্ণনা (তার অসাক্ষাতে) এমনভাবে করবে যে, সে তা শুনলে অসন্তুষ্ট হবে। অতঃপর হযর (সা)-কে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর নবী! আমি যা কিছু বলব, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রেও কি তা গীবত হবে? রাসূল (সা) জবাব দিলেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে সেটা হবে গীবত। আর যদি না পাওয়া যায় তাহলে হবে বৃহতান। (মুসলিম)

২- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنْ

الرِّبَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الرِّبَا؟ قَالَ إِنَّ  
الرَّجُلَ لَيَزِنُنِي فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لَيُغْفَرُ حَتَّى  
يُغْفَرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ.

২। অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, গীবত হলো ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! গীবত কি করে ব্যভিচারের চেয়ে মারাত্মক? হযর (সা) বললেন, কোনো ব্যক্তি যেনা করার পর যখন তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। কিন্তু গীবতকারীকে যার গীবত করা হয়েছে সে যদি মাফ না করে আল্লাহ মাফ করবেন না। (বায়হাকী)

৩. عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغَيْبَةِ  
أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ اغْتَابَتْهُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ.

৩। অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, গীবতের কাফফারা হলো এই যে, তুমি যার গীবত করেছে তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে। তুমি দোয়া এভাবে করবে যে, হে আল্লাহ তুমি আমার এবং তার গোনাহ মাফ কর। (বায়হাকী)

৪. عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ  
نَمَامٌ.

৪। অর্থ : হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন, চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম)

৫. عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّمِيمَةِ  
وَنَهَى عَنِ الْغَيْبَةِ وَعَنِ الْإِسْتِمَاعِ الْغَيْبَةِ.

৫। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা)

চোগলখোরী করতে নিষেধ করেছেন, অনুরূপভাবে তিনি গীবত বলা ও গীবত শোনা থেকেও লোকদের নিষেধ করেছেন। (বুখারী)

٦- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ -

৬। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আল্লাহর নবী (সা) দু'টি কবরের কাছ দিয়ে যাবার সময় বললেন, এই কবরদ্বয়ের লোক দু'টি আযাবে লিপ্ত আছে। তবে তাদের এ আযাব এমন কোনো কাজের জন্যে নয়, (যা পরিত্যাগ করা তাদের জন্যে সম্ভব ছিল না) তবে অপরাধের বিবেচনায় তা খুব মারাত্মক। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন চোগলখোরী করে বেড়াত এবং অন্যজন পেশাব করে উত্তমরূপে পবিত্র হত না। (বুখারী)

## গর্ব-অহংকার

গর্ব-অহংকার সম্পর্কে আয়াত

١- إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.

১। অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ দাষ্টিক আত্ম-গর্বিত ব্যক্তিকে কখনো পছন্দ করেন না। (সূরা নিসা : ৩৬)

٢- الْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ. فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. لَاجِرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ.

২। অর্থ : তোমাদের সত্যিকার উপাস্য হচ্ছে এক আল্লাহ, কিন্তু যারা পরকালকে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্য-বিমুখ এবং তারা অহংকারী। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য অবস্থা সমস্তই অবগত আছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই লোকদের কখনো ভালবাসেন না যারা আত্ম-অহংকারে নিমজ্জিত। (সূরা নাহল : ২২-২৩)

۳. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ.

৩। অর্থ : এখন যাও জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর, সেখানেই তোমাদের চিরদিন অবস্থান করতে হবে, বস্তুতঃ তা হচ্ছে অহংকারীদের নিকৃষ্ট বাসস্থান। (সূরা নাহল : ২৯)

۴. لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَكُمْ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.

৪। অর্থ : যা তোমাদের হস্তচ্যুত হয় তাতে যেন তোমরা দুঃখিত না হও, আর যা তোমাদের দান করেছেন, তাতে যেন তোমরা গর্বিত না হও। আল্লাহ কোনো অহংকারী গর্বিত লোককে পছন্দ করেন না। (সূরা হাদীদ : ২৩)

۵. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.

৫। অর্থ : আর যমীনের উপর গর্বভরে চলো না, আল্লাহ আত্ম-অহংকারী দাষ্টিক মানুষকে ভালবাসেন না। (সূরা লোকমান : ১৮)

۶. إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ.

৬। অর্থ : আমি অপরাধী লোকদের সাথে এরূপই করে থাকি। যখন তাদেরকে বলা হত, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়ত এবং বলত : আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব? (সূরা সফফাত : ৩৩-৩৬)

۷. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِشَتَهَا. فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ.

৭। অর্থ : আমি কত গ্রাম-গঞ্জ ও বস্তিই না ধ্বংস করে দিয়েছি, যার অধিবাসীরা স্বীয় জীবিকা ও সহায় নিয়ে গর্ব অহংকার করত। এগুলোই তাদের ঘর-বাড়ী, তাদের পরে সেখানে কম সংখ্যক লোক বসবাস করেছে। অবশেষে আমিই চূড়ান্ত মালিক রয়েছি। (সূরা কাসাস : ৫৮)

۸. وَيَلِّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٌ.

৮। অর্থ : সেইসব লোকের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতি অবধারিত যারা অপরের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে আর পরনিন্দা চর্চায় পঞ্চমুখ হয়। (সূরা হুমায়্যা : ১)

۹. قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيدِينَ فِيهَا جَ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ.

৯। অর্থ : (কিয়ামতের দিন অহংকারী কাফেরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে) এবং বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, সেখানে চিরকাল বসবাসের জন্যে। আর এটা অহংকারীদের জন্য কতই না নিকৃষ্ট জায়গা। (সূরা যুমার : ৭২)

۱۰. اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ.

১০। অর্থ : যারা অহংকারবশে আমার ইবাদাতের বিমুখ, ওরা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা মুমিন : ৬০)

গর্ব-অহংকার সম্পর্কে হাদীস

۱. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ ثَوْبَهُ حَسَنًا وَنَعْلَهُ حَسَنًا قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ -

১। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা)



বলেছেন, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বলল, হুযূর কেউ যদি তার লেবাস, পোশাক ও জুতা উত্তম হওয়া পছন্দ করে? (তাহলে সেটাও কি অহংকার) রাসূল (সা) জবাব দিলেন, অবশ্যই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হলো, আল্লাহর গোলামি হতে বেপরোয়া হওয়া এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। (মুসলিম)

২. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كُلُّ مَا شِئْتَ وَالْبَسُ مَا شِئْتَ إِنْ أَخْطَأَتْكَ إِثْنَتَانِ سَرَفَ وَمَخِيلَةٌ .

২। অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমরা যা ইচ্ছা খাও এবং যা ইচ্ছা তা পরিধান কর এ শর্তে যে, অহংকার ও অপব্যয় করবে না। (বুখারী)

৩. عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ (رض) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاطُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ .

৩। অর্থ : হযরত হারেসা ইবনে ওহাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : অহংকারী ও অহংকারের মিথ্যা ভানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (আবু দাউদ)

৪. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا رَأَى الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقِيهِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا .

৪। অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি মুমিনের পরনের কাপড় পায়ের নলার মাঝামাঝি পর্যন্ত থাকে। যদি তার নীচে এবং টাকনুর উপরে থাকে তাহলেও কোনো দোষ নেই।

আর যদি টাখনুর নীচে চলে যায় তাহলে তা হবে জাহান্নামীর কাজ, এ কথা রাসূল (সা) তিন বার বললেন। যাতে সকলের কাছে এর গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : আল্লাহ সে ব্যক্তির দিকে কিয়ামতের দিন তাকাবেন না যে অহংকারপূর্বক মাটি স্পর্শকারী পোশাক পরিধান করে। (আবু দাউদ)

৫. عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَعَاهَدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خِيَلَاءَ .

৫। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র (যেমন লুঙ্গি, প্যান্ট বা পাজামা) মাটির উপর দিয়ে টেনে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না। (রহমতের দৃষ্টি দিবেন না।) আবু বকর সিদ্দীক (রা) আরম্ভ করলেন : আমার লুঙ্গি অসতর্ক অবস্থায় (পেট মোটা থাকার কারণে) টিলা হয়ে পায়ের গিরার নীচে চলে যায়, যদি না আমি ভালভাবে বেঁধে রাখি। এ ক্ষেত্রেও কি আমি আমার প্রতিপালকের রহমতের দৃষ্টি থেকে মাহরুম থাকবো? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : যারা অহংকারবশতঃ এরূপ করে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। (বুখারী)

৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ .

৬। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন : যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম)

৭. عَنْ عُمَرَ (رض) قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوَاضَعُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ

فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ  
 فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ حَتَّى لَّهُمْ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ  
 مِنْ كَلْبٍ وَخَنَزِيرٍ -

৭। অর্থ : হযরত উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার মিশরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন : হে লোকেরা! নিরহংকারী হও। কারণ, আমি রাসূলে খোদা (সা)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিরহংকারী হয়, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা উঁচু করে দেন। সে নিজেকে নিজে ছোট মনে করে; অথচ অন্য লোকদের দৃষ্টিতে সে মহান। যে ব্যক্তি অহংকার করে, সে লোকদের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট আর তার নিজের দৃষ্টিতে সে বিরাট কিছু। এমন ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত লোকদের নিকট কুকুর ও শূকরের চেয়েও নিকৃষ্ট বলে পরিগণিত হয়। (মিশকাত)

۸. عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمَّا عَرَجَ بِي رِبِّي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نَحَاسٍ يَخْمِشُونَ وَجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ -

৮। অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যখন আমার প্রভু আমাকে মি'রাজে নিয়েছিলেন, তখন আমি এমন এক শ্রেণীর লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের নখগুলো ছিলো পিতলের নখের মত, যা দিয়ে তারা নিজেদের চেহারা ও বক্ষসমূহ খামচাচ্ছিল। আমি তাদের সম্পর্কে জিবরীল আমীনকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এরা সেই সব ব্যক্তি যারা দুনিয়াতে মানুষের গোশত খেত এবং তাদের ইয্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলত। (আবু দাউদ)

۹. عَنْ ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجْرُ إِزَارَهُ مِنْ الْخِيَلَاءِ، خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৯। অর্থ : ইবনু ওমার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন, এক ব্যক্তি দম্ব ও অহংকারের সাথে তার পায়জামা যমিনের ওপর ঝুলিয়ে টেনে টেনে পথ চলছিল। এমন সময় সে যমীন ধসে গেল এবং কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সে এভাবে যমীনে ধসে (নীচের দিকে) যেতে থাকবে। (বুখারী, হাদীস-৩২২৭)

১০। হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, এমন কোনো ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে। (তবে ঈমান অনুযায়ী আমল না করলে প্রথমে তার অপরাধের জন্য জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।) আর এমন কোনো ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার আছে। (মুসলিম)

### যুল্ম-অত্যাচার

যুল্ম-অত্যাচার সম্পর্কে আয়াত

۱- اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلُمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

১। অর্থ : অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা আশ-শূরা : ৪২)

۲- اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ.

২। অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না।

۳- وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّ مَنَقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ.

৩। অর্থ : যুল্মবাজরা তাদের যুল্মের পরিণতি অচিরেই জানতে পারবে। (সূরা আশ-শূরা : ২২৭)

۴- وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُونَ. اِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ. مُهْطِعِيْنَ مَقْنَعِيْ رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ

طَرَفُهُمْ. وَأَفْنَدْتَهُمْ هَوَاءً. وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ  
الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. نُجِِبْ دَعْوَتَكَ  
وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ.

৪। অর্থ : যালেমদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহকে কখনো উদাসীন মনে কর না। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শুধু একটি নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফোরিত হবে, তারা মাথা উঁচু করে ভীতবিহ্বল চিন্তে দৌড়াতে থাকবে। তাদের চোখ তাদের নিজেদের দিকে ফিরবে না এবং তাদের হৃদয়সমূহ দিশেহারা হয়ে যাবে। মানুষকে আযাব সমাগত হওয়ার দিন সম্পর্কে সাবধান করে দাও। সেদিন যালেমরা বলবে, হে আমাদের প্রভু! অল্প কিছুদিন আমাদেরকে সময় দাও, তাহলে আমরা তোমার দাওয়াত কবুল করব এবং রাসূলদের অনুসরণ করব। (সূরা ইবরাহীম : ৪২-৪৪)

**যুল্ম-অত্যাচার সম্পর্কে হাদীস**

۱. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا  
بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

১। অর্থ : নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, সাবধান! তোমরা যুল্ম করবে না। সাবধান! সন্তুষ্টি মনে ইজায়ত (অনুমতি) দান ব্যতীত কারো মাল কারো জন্য হালাল হবে না। (বায়হাকী)

۲. عَنْ أَوْسِ بْنِ شُرْحَبِيلَ (رض) سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ  
مَشَىٰ مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِّمَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ  
الْإِسْلَامِ.

২। অর্থ : হযরত আওস ইবনে সুরাহবীল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি যালিমকে যালিম বলে জানা সত্ত্বেও তাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হবে। সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। (বায়হাকী)

۳. عَنْ سَعِيدِ ابْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ.

৩। অর্থ : হযরত সাঈদ ইবনে যয়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে যুল্ম করে অপরের এক বিঘত জমি আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক জমি ঝুলিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম)

৪. عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرَهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرَهُ ظَالِمًا؟ قَالَ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ.

৪। অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমার মুসলমান ভাই যালেম হোক, কিংবা মাযলুম হোক; তাকে তুমি সাহায্য করবে। একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন; হে আল্লাহর নবী! মাযলুমকে তো আমি সাহায্য করতে পারি, কিন্তু যালেমকে আমি কি করে সাহায্য করব? হুজুর (সা) বললেন, তুমি তাকে যুল্ম থেকে বিরত রাখবে, এটাই হবে তোমার জন্য তাকে সাহায্য করা। (বুখারী, মুসলিম)

৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَحَدٍ مِّنْ عَرَضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে

ব্যক্তি তার ভাইয়ের সন্তান হানি কিংবা অন্য কোন বিষয়ের অত্যাচারের জন্য দায়ী সে যেন আজই (দুনিয়াতে থাকতেই) তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন তার কোন অর্থ-সম্পদ থাকবে না। সে দিন তার কোন নেক আমল থাকলে তা যুলুমের দায় পরিমাণ কেটে নেয়া হবে। আর তার কোন নেক আমল না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ থেকে কিছু তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী, হাদীস-২২৭০)

৬। ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) মুয়ায (রা)-কে ইয়ামানে পাঠান এবং (যাবার বেলায়) তাঁকে বলেন, ময়লুমের বদদু'আর ভয় কর। কেননা তার বদদু'আ ও আল্লাহর মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। (বুখারী, হাদীস-২২৬৯)

## পরামর্শ

### পরামর্শ সম্পর্কে আয়াত

۱- وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ - إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ -

১। অর্থ : এবং হে নবী! আপনি লোকদের (সাহাবীগণের) সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর আপনি যে সংকল্প করবেন, তা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেই করে ফেলুন। আল্লাহ নিঃসন্দেহে তাওয়াক্কুলকারী লোকদের পছন্দ করেন, ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

۲- وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ -

২। অর্থ : নিজেদের সামগ্রিক ব্যাপারে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে। (সূরা আশ শূরা : ৩৮)

### পরামর্শ সম্পর্কে হাদীস

۱- يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَايَعَ أَمِيرًا عَنْ غَيْرِ مُشُورَةٍ الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ -

১। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানের পরামর্শ ছাড়াই আমীর হিসেবে বাইআত নেয় তার বাইআত বৈধ হবে না। আর যারা তার ইমারতের বাইআত গ্রহণ করবে তাদের বাইআতও বৈধ হবে না। (মুসনাদে আহমাদ)

২- عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ وَلَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ -

২। অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে এশ্বেখারা করলো, সে কোনো কাজে ব্যর্থ হবে না, যে পরামর্শ করলো, সে লজ্জিত হবে না আর যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলো, সে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হবে না। (আল-মুজামুস সগীর)

৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ أَمْرًاؤُكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سَمَحًاؤُكُمْ وَأَمْرُكُمْ سُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهَرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أَمْرُكُمْ شَرَارُكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بَخْلَاءُكُمْ وَأَمْرُكُمْ إِلَى نِسَانِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ ظَهْرِهَا -

৩। অর্থ : আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যখন তোমাদের নেতারা হবেন ভাল মানুষ, ধনীরা হবেন দানশীল এবং তোমাদের কার্যক্রম চলবে পরামর্শের ভিত্তিতে তখন মাটির উপরের ভাগ নিচের ভাগ থেকে উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের নেতারা হবে খারাপ লোক, ধনীরা হবে কৃপণ এবং নেতৃত্ব যাবে নারীদের হাতে তখন পৃথিবীর উপরের অংশের চেয়ে নিচের অংশ হবে উত্তম। (তিরমিযী)

## তাওবা

তাওবা সম্পর্কে আয়াত

۱- فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ط إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.



১। অর্থ : অতঃপর হযরত আদম (আ) তাঁর রবের কাছ থেকে কতগুলো (তাওবা করার) কথা শিখে নিলেন (এবং ক্ষমা চাইলেন।) অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা-ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। (সূরা আল বাকার : ৩৭)

২. **الَّذِينَ تَابُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ . وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا .**

২। অর্থ : কিন্তু যারা তাওবা করবে, ঈমান আনবে এবং ভাল কাজ করবে আল্লাহ তাদের খারাপ কাজসমূহকে ভাল কাজ দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যারা তাওবা করে এবং নেক কাজ করে আল্লাহর প্রতি তাদের তাওবাই সত্যিকারের তাওবা। (সূরা আল ফুরকান : ৭০-৭১)

৩. **وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا ط حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ط ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ط إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .**

৩। অর্থ : (তাবুকের যুদ্ধে যারা যায়নি তাদের পরিণতি সম্পর্কে বলেনঃ) অপর তিনজনকে যাদের পেছনে রাখা হয়েছিল (যাদের ব্যাপারে ফায়সালা স্থগিত রাখা হয়েছিল) যখন পৃথিবী এতো বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য ছোট হয়ে গেলো এবং সামাজিক বয়কট করার কারণে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো আশ্রয়ের জায়গা নেই, অতঃপর তাদের তাওবার কারণে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করলেন যাতে তারা ফিরে আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু। (সূরা আত তাওবাহ : ১১৮)

৪. **وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .**

৪। অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবাই তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আস, যাতে করে তোমরা সফল হতে পার। (সূরা আন নূর : ৩১)

৫. **أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ . وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .**

৫। অর্থ : অতঃপর তারা কি আল্লাহর দিকে তাওবা করে ফিরে আসবে না এবং তাদের গুনাহসমূহের জন্যে ক্ষমা চাইবে না? অথচ আল্লাহ তো ক্ষমাশীল এবং মেহেরবান। (সূরা আল মায়দাহ : ৭৪)

٦. اَلتَّائِبُونَ الْعِبَادُونَ الْحَمِيدُونَ السَّخِحُونَ الرَّكْعُونَ السُّجِدُونَ  
الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ  
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.

৬। অর্থ : (তাওবাকারীর বৈশিষ্ট্য) আল্লাহর দিকে বার বার প্রত্যাবর্তনকারী তাঁর বন্দেগী পালনকারী, তাঁর প্রশংসা বাণী উচ্চারণকারী, তাঁর জন্য যমীনে ভ্রমণকারী, তাঁর সম্মুখে রুকু ও সিজদায় বিনীত, ভাল কাজের আদেশ দানকারী, খারাপ কাজে বাধা দানকারী এবং আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা রক্ষাকারী এবং হে নবী এই মুমিন লোকদের সুসংবাদ জানিয়ে দিন। (সূরা আত তাওবা : ১১২)

٧. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا - عَسَىٰ رَبُّكُمْ  
أَن يَكْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ.

৭। অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা খালেস তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আস, আশা করা যায়, আল্লাহ তোমাদের ছোট খাট ত্রুটি বিচ্যুতি মার্জনা করে দেবেন এবং সেই জান্নাতে স্থান দেবেন। যার পাদদেশ দিয়ে ঝরণা ধারা প্রবাহিত। (সূরা আত তাহরীম : ৮)

٨. إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ  
مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ - وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

৮। অর্থ : আল্লাহর কাছে তাদের তাওবাই সত্যিকারের তাওবা যারা অজ্ঞতাবশতঃ খারাপ কাজ করার সাথে সাথেই তাওবা করে। আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেন। আল্লাহ তো মহাজ্ঞানী ও হিকমতওয়ালা। (সূরা আন নিসা : ১৭)

۹۔ اَلَّذِيْنَ تَابُوْا وَّاصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

৯। অর্থ : কিন্তু যারা তাওবা করে ও নিজেদের কর্মনীতির সংশোধন করে নিবে এবং যা গোপন করছিল তা প্রকাশ করে তাদেরকে আমি মাফ করে দিব, প্রকৃতপক্ষে আমি তাওবা গ্রহণকারী ও দয়ালু। (সূরা আল বাকারা : ১৬০)

তাওবা সম্পর্কে হাদীস

১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَاللَّهِ اِنِّي لَا اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

১। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহর শপথ। আমি একদিনে সত্তর বারেরও অধিক তাওবা করি এবং আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফ চাই। (বুখারী)

২- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ اَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيْرِهِ وَقَدْ اَضَلَّهُ فِيْ اَرْضٍ فَلَاةٍ.

২। অর্থ : হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : বান্দা গুনাহ করার পর ক্ষমা ভিক্ষার জন্যে যখন আল্লাহর দিকে ফিরে যায় তখন আল্লাহ সে ব্যক্তির তাওবার দরুন ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশী হন, যে ব্যক্তি নিজের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উট কোন ময়দানে হারিয়ে যাবার পর হঠাৎ তা পেয়ে যায় (এ ব্যক্তি উট প্রাপ্তির পর কত যে খুশী হবে তা অনুমান করা সম্ভব নয়, অনুরূপভাবে বান্দা তাওবা করলে আল্লাহ খুশী হবেন। বরং আল্লাহর খুশী বান্দার খুশির মোকাবেলায় আরো অধিক হয়ে থাকে। কেননা তিনি হলেন দয়া ও করুণার মূল উৎস)। (বুখারী, মুসলিম)

৩- عَنْ عَسْرَارِ بْنِ يَسَارِ الْعَمَدَنِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوَبُّوْا اِلَى اللَّهِ وَاَسْتَغْفِرُوْهُ فَاِنِّي اَتُوْبُ الْيَوْمَ مِائَةَ مَرَّةً.

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সংগ্ৰহ-২৫৮

৩। অর্থ : হযরত আসরার ইবনে ইয়াসার আল'আমাজানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : হে লোক সকল, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আমি প্রতিদিন একশত বার তাওবা করে থাকি। (মুসলিম)

৪- عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرِغْهُ.

৪। অর্থ : হযরত আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন, মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবা কবুল করেন। (তিরমিযী)

৫- عَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ الْأَشْعَرِيِّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ يَتُوبُ مُسِيئَ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ يَتُوبُ مُسِيئَ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

৫। অর্থ : হযরত আবু মুসা আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস আল আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা দিনের অপরাধীদের ক্ষমা করার জন্য রাতে এবং রাতের অপরাধীদের ক্ষমা করার জন্য দিনে ক্ষমার হাত প্রসারিত করে রাখেন। (মুসলিম)

৬- عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرَوِي عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَلَّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَانِعٌ إِلَّا مَنْ أَطَعْتُهُ

فَاسْتَطَعِمُونِي أُطْعِمُكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتَهُ  
 فَاسْتَكَسُونِي أَكْسُكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تَخْطُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا  
 أَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ.

৬। অর্থ : আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আল্লাহ তাঁর বান্দাদের লক্ষ্য করে বলেন, আমি যুলুমকে আমার উপর হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের মাঝেও যুলুম করাকে হারাম করে দিয়েছি। অতএব, তোমরা একে অপরের উপর যুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের যাকে আমি হেদায়াত প্রদান করেছি সে ছাড়া তোমাদের সকলেই পথভ্রষ্ট। অতএব, তোমরা আমার নিকট হেদায়াত প্রাপ্তির জন্যে দু'আ করো। আমি তোমাদেরকে হেদায়াত দান করবো। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে খাদ্য দান করেছি, সে ছাড়া তোমাদের সকলেই ক্ষুধার্ত। অতএব তোমরা আমার নিকট খাদ্য প্রার্থনা কর আমি তোমাদেরকে খাদ্য দান করব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্য হতে যাকে আমি বস্ত্র পরিধান করিয়েছি সে ছাড়া আর সকলেই উলঙ্গ। অতএব তোমরা আমার নিকট বস্ত্র পরিধানের জন্যে দু'আ করো, আমি তোমাদেরকে পরিধান করাবো। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাতে ও দিনে গুনাহ করে থাকো এবং আমি সকল গুনাহ ক্ষমা করতে পারি। অতএব তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো। (মুসলিম)

## হালাল রিয়ক

### হালাল রিয়ক সম্পর্কে আয়াত

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য হালাল রুযির সন্ধান করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা, হালাল সম্পদ বা খাদ্যই হলো ইবাদত কবুলের শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম শর্ত। হালাল উপায়ে অর্জিত ও শরীয়ত অনুমোদিত সম্পদ বা খাদ্য গ্রহণ ছাড়া আল্লাহর দরবারে কোনো ইবাদতই কবুল হবে না। হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেন-

۱. يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا. وَلَا تَتَّبِعُوا  
 خُطُواتِ الشَّيْطَانِ. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

১। অর্থ : হে মানবমণ্ডলী! পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তুসামগ্রী ভক্ষণ কর। আর

শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।  
(সূরা আল বাকারা : ১৬৮)

۲. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.

২। অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে সকল পবিত্র বস্তু জীবিকারূপে দান করেছি, তা হতে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা একান্তভাবে তাঁরই ইবাদত কর। (সূরা আল বাকারা : ১৭২)

۳. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ.

৩। অর্থ : আজ তোমাদের জন্যে পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হলো। (সূরা আল মায়েদা : ৫)

**হালাল রিষ্ক সম্পর্কে হাদীস**

۱. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنْ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ.

১। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মানব জাতির কাছে এমন একটি যামানা আসবে, যখন মানুষ রুযি রোযগারের ব্যাপারে হালাল-হারামের কোনো পরওয়া করবে না। (বুখারী)

۲. عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ.

২। অর্থ : হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে গোশত হারাম খাদ্যে প্রতিপালিত হয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর হারাম খাদ্যে বর্ধিত প্রতিটি গোশতপিণ্ড জাহান্নামের-ই যোগ্য। (আহমদ, দারেমী, বায়হাকী)

৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.

৩। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা ফরযের পরে ফরয। (বায়হাকী)

৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ وَأَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدِي بِالْحَرَامِ فَنِي يَسْتَجَابُ لَذَلِكَ.

৪। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র এবং কেবলমাত্র পবিত্র বস্তুই তিনি গ্রহণ করে থাকেন। আর আল্লাহ মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যা তিনি দিয়েছেন পয়গম্বরদেরকে। আল্লাহ বলেছেন, “হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর।” (অনুরূপভাবে) তিনি মুমিনদেরকে বলেছেন, “হে ঈমানদারেরা! আমার দেয়া পবিত্র খাদ্য হতে আহার গ্রহণ কর।” অতঃপর হযূর (সা) এমন এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ তুললেন, যিনি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ধুলি-মলিন অবস্থায় (কোনো পবিত্র স্থানে হাযির হয়ে) দু’হাত আকাশের দিকে তুলে (দু’আ করে আর) বলে, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! অথচ তার খাদ্য, পানীয় ও লেবাস সবকিছু হারামের, এমনকি সে এ পর্যন্ত হারাম খাদ্য দিয়েই জীবন ধারণ করেছে। সুতরাং তার দু’আ কি করে কবুল হবে! (মুসলিম)

## হত্যা

### হত্যা সম্পর্কে আয়াত

۱- وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.

১। অর্থ : যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হন, অভিসম্পাত করেন এবং তার জন্য ভয়ঙ্কর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। (সূরা নিসা : ৯৩)

۲- مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.

২। অর্থ : এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। (সূরা মায়িদা : ৩২)

### হত্যা সম্পর্কে হাদীস

১। বানী যুহরা গোত্রের মিত্র এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবা মিকদাদ ইবনে আমর কিন্দি থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন : হে রাসূলুল্লাহ! আমার যদি কোনো কাফিরের সাথে মোকাবেলা ও লড়াই হয় আর সে তরবারির আঘাতে আমার একখানা হাত কেটে ফেলে এবং তারপর আত্মরক্ষার জন্য কোনো গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বলে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম, তখন এ কথা বলার পরেও কি তাকে হত্যা করব? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, না তাকে হত্যা করবে না, মিকদাদ ইবনে আমর কিন্দি বললেন, সে তো আমার একখানা হাত কেটে ফেলার পর এ কথা বলছে। রাসূলুল্লাহ (সা) আবার বললেন, তুমি তাকে হত্যা করবে না। কেননা এমতাবস্থায় তাকে হত্যা করলে, হত্যা করার



পূর্বে তোমার যে মর্যাদা ছিল, সে সেই মর্যাদা লাভ করবে। আর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়ার আগে তার যে মর্যাদা ছিল তুমি সেই মর্যাদা লাভ করবে। (বুখারী, হাদীস নং-৩৭২০)

২। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : হত্যাকারীর ফরয-নফল কোনো ইবাদতই আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয় না। (তিরমিযী)

৩। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মানুষের মধ্যে হত্যার বিচার করা হবে। (বুখারী, মুসলিম)

৪। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে মুসলমান সাক্ষ্য প্রদান করে যে, “আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল” তিনটি কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। (১) হত্যার বদলে হত্যা, (২) বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করার জন্য হত্যা এবং (৩) ধর্ম ত্যাগ করার জন্য হত্যা। (মিশকাত)

৫। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি লোহার অস্ত্রের দ্বারা আপন ভাইয়ের প্রতি (কোনো মুসলমানের প্রতি) ইশারা করে, আল্লাহর ফেরেশতাগণ তার প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেন। (মুসলিম)

৬। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : একজন মুসলমান হত্যা করা অপেক্ষা আল্লাহ পাকের দরবারে সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস করা সমধিক সহজ। (তিরমিযী)

৭। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে সাতটি জিনিস মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে, তার মধ্যে দু'টি হলো, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা ও কাউকে হত্যা করা। (মুসলিম)

## সুদ-ঘুষ

### সুদ-ঘুষ সম্পর্কে আয়াত

۱- وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّرَبِّوَا فِيٓ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوَا عِنْدَ اللَّهِ.  
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكْوٰةٍ تَرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.

১। অর্থ : মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এ আশায় যা কিছু তোমরা সুদে দিয়ে থাক; আল্লাহর কাছে তা বর্ধিত হয় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা যাকাত দিয়ে থাকে অতএব, তারাই দ্বিগুন লাভ করে। (সূরা রুম : ৩৯)

۲. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ - وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ  
أَثِيمٍ.

২। অর্থ : আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন। আর তিনি কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না। (সূরা আল বাকারা : ২৭৬)

۳. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ  
مُؤْمِنِينَ.

৩। অর্থ : হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা সত্যই বিশ্বাসী হয়ে থাক। (সূরা আল বাকারা : ২৭৮)

۴. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثَمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.

৪। অর্থ : তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না এবং মানুষের ধনসম্পত্তির কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারককে উৎকোচ দিও না। (সূরা আল বাকারা : ১৮৮)

۵. الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ - ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا.

৫। অর্থ : যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ করেই পাগল করে দেয়। এটা এই জন্য যে তারা বলে বেচা-কেনা তো সুদেরই মত। (সূরা আল বাকারা : ২৭৫)

۶. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا - فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ - وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ.

৬। অর্থ : আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে অতঃপর যে বিরত হয়েছে তার অতীতের কার্যকলাপ তো পেছনেই পড়ে গেছে এবং তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আল্লাহর এখতিয়ার। (সূরা আল বাকারা : ২৭৫)

## সুদ-ঘুষ সম্পর্কে হাদীস

১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ.

১। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন : ঘুষ গ্রহণকারী এবং ঘুষদানকারী উভয়ের উপরই আল্লাহর অভিসম্পাত (বুখারী, মুসলিম)

২. عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَآ مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الزِّنَا إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنَّةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّشَا إِلَّا أُخِذُوا بِالرُّعْبِ.

২। অর্থ : আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি যে সমাজে যেনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে তারা দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত না হয়ে থাকে না। আর যে সমাজে ঘুষ লেন-দেন ছড়িয়ে পড়ে সে সমাজে ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি না হয়ে থাকে না। (মুসনাদে আহমাদ)

৩. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ.

৩। অর্থ : ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নিশ্চয়ই আল্লাহর নবী (সা) সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সুদী কারবারের সাক্ষী এবং সুদ চুক্তি লেখককে অভিশাপ দিয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম)

৪. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى أَبَا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.

৪। অর্থ : আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি কারো জন্যে কোনো সুপারিশ করলো আর এজন্য সুপারিশ প্রাপ্ত ব্যক্তি

তাকে কোনো হাদিয়া দিল এবং সে তা গ্রহণ করল, তবে নিঃসন্দেহে সে সুদের দরজাসমূহের একটি বড় দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো। (আবু দাউদ)

৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَنْظَلَةَ (رض) قَالَ دَرَهُمْ رَبًّا يَأْكُلُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدَّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً.

৫। অর্থ : আব্দুল্লাহ হানতাহ থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি জেনে শুনে সুদের একটি টাকা খায়, তার এই অপরাধ ছত্রিশ বার ব্যভিচারের চাইতেও অনেক কঠিন। (মুসনাদ আহমাদ)

٦. أَلرِّبَا ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ بَابًا وَأَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَأَنْ يُؤْبَى الرِّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.

৬। অর্থ : সুদের তিয়াত্তরটি দরজা। তন্মধ্যে সহজতর দরজার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যে কোনো ব্যক্তি তার মাকে বিয়ে করল। আর সর্বোচ্চ সুদের কাজটি হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির সম্মান ও ধন মাল হরণ।

٧. عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدِي إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهُ لِأَيِّقَبُلَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ.

৭। অর্থ : আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন কাউকে ঋণ দেয় আর গ্রহীতা যদি তাকে কোনো তোহফা দেয় কিংবা তার যানবাহনে আরোহণ করতে বলে, তখন সে যেন তার তোহফা কবুল না করে এবং তার যানবাহনেও আরোহণ না করে। অবশ্য পূর্ব থেকেই যদি উভয়ের মধ্যে এরূপ লেন-দেনের ধারা চলে আসে তবে তা ভিন্ন কথা। (ইবনে মাজাহ)

## কৃপণতা

কৃপণতা সম্পর্কে আয়াত

١. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا

لَهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ -

১। অর্থ : আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে, তারা যেন এমন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। (আলে ইমরান : ১৮০)

۲. هَاتِمٌ هَوْلًا تَدْعُونَ لَتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ.

২। অর্থ : ওন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ তো ঐশ্বরের মালিক, তোমরাই বরং তাঁর মুখাপেক্ষী। (সূরা মুহাম্মদ : ৩৮)

۳. الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ. وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ.

৩। অর্থ : যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার প্রতি উৎসাহ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জ্ঞান উচিত যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (সূরা হাদীদ : ২৪)

কৃপণতা সম্পর্কে হাদীস

۱. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا. وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُسْكًا تَلَفًا -

১। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, প্রতিদিন

প্রত্যুষে যখন (আল্লাহর) বান্দারা ঘুম থেকে ওঠে, তখন দু'জন ফেরেশতা আসমান থেকে নেমে আসে। তাদের একজন বলতে থাকে : হে আল্লাহ! দাতাকে পুরস্কৃত কর এবং অপরজন বলতে থাকে : হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস কর। (বুখারী, হা: ১৩৪৯; মুসলিম, হা: ২২০৬)

۲- عَنْ أَسْمَاءَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَنْفَقِي وَلَا تَحْصِي فَإِحْصِي اللَّهَ عَلَيْكَ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهَ عَلَيْكَ۔

২। অর্থ : হযরত আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, (হে আসমা) খরচ কর, আর গুনে গুনে রেখ না। তাহলে আল্লাহও তোমাকে গুনে গুনে দান করবেন। আবার বাস্তবে বা সিন্দুকে আটকিয়ে রেখ না। তাহলে আল্লাহ (তোমাকে দেয়ার ব্যাপারে) আটকিয়ে রাখবেন। (বুখারী হা: ২৪০৩)

৩। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কৃপণ ব্যক্তি জান্নাত হতে দূরে, আল্লাহ হতে দূরে, সকল মানুষ হতে দূরে কিন্তু জাহান্নামের নিকটবর্তী। (তিরমিযী)

৪। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কৃপণতা ও মিথ্যাচার, এ দু'টি মন্দ স্বভাব কখনও কোনো মুমিনের চরিত্রে একত্রিত হয় না। (মিশকাত)

৫। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যারা শুধু অর্থ সঞ্চয় করে এবং সৎ পথে ব্যয় করে না তারা নিশ্চয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। (বুখারী, মুসলিম)

৬। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, প্রতারক, কৃপণ এবং যে ব্যক্তি দান করে দান গ্রহীতাকে খোটা দেয়। (মিশকাত)

৭। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তিন ব্যক্তি আল্লাহর দুশমন বৃদ্ধ ব্যক্তিচারী, কৃপণ ও অহংকারী। (মিশকাত)

## অপচয় ও অপব্যয়

### অপচয় ও অপব্যয় সম্পর্কে আয়াত

۱- يُبْنِي آدَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔

১। অর্থ : হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজসজ্জা পরিধান

করে নাও, খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আরাফ : ৩১)

۲- وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا  
إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

২। অর্থ : আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৬-২৭)

অপচয় ও অপব্যয় সম্পর্কে হাদীস

۱- عَنْ جَابِرٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ  
وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالثَّلَاثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ.

১। অর্থ : হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কারো ঘরে একটি বিছানা তার জন্যে। অপরটি তার স্ত্রীর জন্যে, তৃতীয়টি মেহমানের জন্যে এবং চতুর্থটি শয়তানের জন্যে। (মুসলিম)

۲- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ  
بِسَعْدٍ فَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرْفُ يَا سَعْدُ قَالَ أَفِي الْوُضُوءِ  
سَرْفٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ.

২। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (সা) সা'দ (রা)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন ওয়ু করছিলেন। রাসূল (সা) বললেন, হে সা'দ! এই অপচয় কেন? সা'দ (রা) বললেন, ওয়ুর মধ্যেও কি অপচয় আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ তুমি প্রবাহমান নদীর তীরেই থাক না কেন। (আহমাদ)

۳- عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِي إِنْاءٍ ذَهَبٍ

أَوْ فِضَّةٍ أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَانَّمَا يُجِزَّ جُرْفِي بَطْنِهِ نَارُ  
جَهَنَّمَ -

৩। অর্থ : হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, যে ব্যক্তি সোনা অথবা রূপার পাত্রে বা সোনা-রূপা মিশ্রিত পাত্রে পান করে সে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ঢালে। (দারে কুতনী)

٤. عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : كَتَبَ  
مُعَاوِيَةَ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ أَكْتُبَ إِلَيَّ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ،  
فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا،  
قَبْلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ.

৪। অর্থ : মুগীরা ইবনু শু'বার লেখক (কেরানী) বলেন, একদা মুয়াবিয়া (রা) মুগীরা ইবনু শু'বাকে লিখলেন, আমাকে এমন কিছু (কথা) লিখে পাঠাও যা তুমি নবী (সা) থেকে শুনেছ। তিনি (মুগীরা) তাকে লিখলেন, আমি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি কাজ অপছন্দ করেন। (১) অতিরিক্ত বা নিরর্থক কথা বলা, (২) সম্পদ ধ্বংস করা, (৩) বেশী বেশী যাচাঙ্গ করা। (বুখারী, হাদীস-১৩৮২)

## অসিয়ত

অসিয়ত সম্পর্কে আয়াত

١. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَانَ الْوَصِيَّةَ  
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ  
مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন-২৭১



فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَاصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ،  
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

১। অর্থ : তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য অসিয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হলো, পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে। পরহেযগারদের জন্য এ নির্দেশ জরুরী, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সবকিছু শোনেন ও জানেন। যদি কেউ অসিয়ত শোনার পর তাতে কোনো রকম পরিবর্তন সাধন করে তবে তাদের উপর এর পাপ পতিত হবে। যদি কেউ অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে আশঙ্কা করে পক্ষপাতিত্বের অথবা কোনো অপরাধমূলক সিদ্ধান্তের এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়; তবে তার কোনো গুনাহ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (সূরা বাক্বারা : ১৮০-১৮২)

۲- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ  
الْوَصِيَّةِ الثَّنِي ذَوْأَ عَدَلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ  
فِي الْأَرْضِ فَاصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ، تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ  
الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنَّ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا  
قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ.

২। অর্থ : হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন অসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ধর্মপরায়ণ দু'জনকে সাক্ষী রেখো। তোমরা সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে, তোমরা তোমাদের ছাড়াও দু'ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখো। যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে উভয়কে নামাযের পর থাকতে বলবে। অতঃপর উভয়েই আল্লাহর নামে কসম খাবে যে, আমরা এ কসমের বিনিময়ে কোনো উপকার গ্রহণ করতে চাই না, যদিও কোনো আত্মীয়ও হয় এবং আল্লাহর সাক্ষ্য আমরা গোপন করব না। এমতাবস্থায় কঠোর গুনাহগার হব। (সূরা মায়েরা : ১০৬)

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সংকলন-২৭২

## অসিয়ত সম্পর্কে হাদীস

১. عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلِ سُنَّةٍ وَمَاتَ عَلَى تَقَىٍّ وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ.

১। অর্থ : হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি (আল্লাহর রাস্তায় তার সম্পত্তি হতে কিছু অংশের) অসিয়ত করে মারা গেল, সে সিরাতুল মুস্তাকিম ও সুনাত তরীকার উপর মারা গেল, পরহেযগারী ও শাহাদতের উপর মারা গেল। সে এমন অবস্থায় মারা গেল যে, তার যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। (ইবনে মাজা)

২. عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَطَعَ مِيرَاثَ وَارِثِهِ قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

২। অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ওয়ারেছকে তার মীরাস হতে বঞ্চিত করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে বেহেশতের মীরাস হতে বঞ্চিত করবেন। (ইবনে মাজা)

৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ عَلَيْهِ دِينَ وَلَمْ يُتْرَكْ وَخَاءً فَعَلَى قِضَاؤِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرِثَتِهِ.

৩। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন : আমি মুমিনদের কাছে তাদের জান হতেও প্রিয়। সুতরাং কোনো মুমিন ব্যক্তি যদি দেনা রেখে মৃত্যুবরণ করে, আর তা পরিশোধ করার মত কোনো সম্পদ না রেখে যায়, তাহলে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব হবে আমার। কিন্তু সে যদি কোনো সম্পদ রেখে যায় তার মালিক হবে তার উত্তরাধিকার। (বুখারী, মুসলিম)

## উত্তরাধিকার

### উত্তরাধিকার সম্পর্কে আয়াত

১. يُوَصِّيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ج فَانِ

كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ج وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا  
النِّصْفُ ط وَلَا بَوِيهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ  
وَلَدٌ ج فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِلْمِثْلِ ج فَإِنْ كَانَ لَهُ  
إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يَوْصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ط أَبَاؤُكُمْ  
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ط فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ط إِنْ  
اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

১। অর্থ : আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন : এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। যদি কন্যার সংখ্যা দুই বা ততোধিক হয় (এবং পুত্র সন্তান না থাকলে) তারা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে এবং একজন হলে তার জন্য অর্ধেক। মৃতের সন্তান বিদ্যমান থাকলে মাতা-পিতার প্রত্যেকে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। যদি তার সন্তান না থাকে এবং মাতা-পিতা তার ওয়ারিস হয় তবে মাতা পাবে এক-তৃতীয়াংশ। মৃতের ভাই-বোন থাকলে মাতা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। এসবই সে যে অসিয়ত করেছে তা এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতাগণ ও সন্তানগণের মধ্যে তোমাদের উপকারের দিক থেকে কে অগ্রগণ্য তা তোমরা জানো না। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

٢- وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ج فَإِنْ كَانَ  
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
ط وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ج فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ  
فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ط وَإِنْ  
كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَكَهْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

السُّدُسُ ج فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةِ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ لَا غَيْرَ مُضَارِّ ج وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَلِيمٌ -

২। অর্থ : তোমাদের স্ত্রীগণ যা রেখে যায় এবং তারা নিঃসন্তান হলে তোমাদের  
জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক এবং তাদের সন্তান থাকলে তাদের  
পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তোমাদের- তাদের কৃত অসিয়ত পূরণ ও ঋণ  
পরিশোধের পর। তোমরা নিঃসন্তান হলে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির  
এক-চতুর্থাংশ তাদের প্রাপ্য। তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের  
পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ- তোমাদের কৃত অসিয়ত ও ঋণ পরিশোধের  
পর। যদি মাতা-পিতাহীন ও সন্তানহীন পুরুষ বা নারীর ওয়ারিস হয় এক  
বৈপিণ্ডেয় ভাই অথবা বোন তবে তাদের প্রত্যেকে পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। তাদের  
সংখ্যা এর অধিক হলে তারা এক-তৃতীয়াংশে সমান অংশীদার হবে- তার কৃত  
অসিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর, যদি কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়। এটা  
আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম সহিষ্ণু।

٣- يَسْتَفْتُونَكَ ط قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ ط إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ  
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ج وَهُوَ يَرِيئُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ  
لَهَا وَلَدٌ ط فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ ط وَإِنْ كَانُوا  
أَخَوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ط بَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ  
تَضِلُّوا ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -

৩। অর্থ : লোকজন আপনার নিকট ফতোয়া প্রার্থনা করে। আপনি বলুন, আল্লাহ  
তোমাদেরকে 'কালাহা' সম্পর্কে ফতোয়া দিচ্ছেন। কোনো ব্যক্তি (নারী বা  
পুরুষ) নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে এবং তার এক বোন থাকলে সে তার  
পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। আবার বোন যদি নিঃসন্তান হয় তবে সে  
(ভাই) তার ওয়ারিস হবে। বোন দু'জন হলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির

দুই-তৃতীয়াংশ তারা পাবে। যদি একত্রে ভাই-বোন থাকে তাহলে (এক) পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। আল্লাহ তোমাদের জন্য (তঁার বিধান) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। আল্লাহ সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (সূরা নিসা : ১১-১২ ও ১৭৬)

## আমানতদারী

### আমানতদারী সম্পর্কে আয়াত

আমানত অর্থ গচ্ছিত রাখা। এটি ষিয়ানতের বিপরীত শব্দ। সাধারণত কারও কাছে কোনো অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়। যিনি গচ্ছিত দ্রব্যকে যথাযথভাবে হেফাযতে রাখেন এবং তার প্রকৃত মালিক চাওয়া মাত্র তা প্রত্যর্পণ করেন, তাকে আমীন বা আমানতদার বলা হয়। কারও কাছে কোনো ব্যক্তি যদি কিছু মাল-পত্র বা ধন-সম্পদ আমানত রাখে, তা যত্নসহকারে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে। আর মালিক যখন তা ফেরত চাবে, সাথে সাথে ফেরত দিবে। এটাই ইসলামের নীতি। আমানতদারী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

۱- اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّواْ الْاٰمِنٰتِ اِلٰى اٰهْلِهَا.

১। অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ কর। (সূরা আন নিসা : ৫৮)

۲- يَاۡٓيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمِنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

২। অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তোমাদের ওপর ন্যস্ত আমানতের ষিয়ানত কর না। অথচ তোমরা এর গুরুত্ব জান। (সূরা আনফাল : ২৭)

### আমানতদারী সম্পর্কে হাদীস

۱- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ اِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ اٰمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيْثٍ وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ وَعِفَّةٌ فِيْ طُعْمَةٍ.

১। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যদি তোমাদের মধ্যে চারটি জিনিস থাকে তবে পার্থিব কোনো কোনো জিনিস হাত ছাড়া হয়ে গেলেও তোমার ক্ষতি হবে না। (১) আমানতের হেফায়ত, (২) সত্য ভাষণ, (৩) উত্তম চরিত্র ও (৪) পবিত্র রিয়ক। (আহমদ)

۲. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

২। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি তোমার নিকট আমানত রেখেছে তার আমানত তাকে ফেরত দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার আমানত আত্মসাৎ করে, তুমি তার আমানত আত্মসাৎ কর না। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

## আমলনামা

আমলনামা সম্পর্কে আয়াত

۱. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزَّيْرِ. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ.

১। অর্থ : তারা যা কিছু করেছে তা সবই আমলনামায় আছে। তাতে লিপিবদ্ধ আছে ছোট ও বড় সবকিছুই। (সূরা কামার : ৫২-৫৩)

۲. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ط وَكُلُّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُّبِينٍ.

২। অর্থ : আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং আমি লিপিবদ্ধ করে রাখি যা তারা পূর্বে প্রেরণ করে আর যা তারা পশ্চাতে রেখে যায়। আমি প্রত্যেক বস্তুর হিসাব স্পষ্ট কিতাবে হেফায়ত করে রেখেছি। (সূরা ইয়াসীন : ১২)

۳. كَلَّا ط سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا لَا وَنُرِيهِ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا.

৩। অর্থ : কখনই নয়, আমি লিখে রাখি যা সে বলে এবং তার শাস্তি বৃদ্ধি করত

থাকি। আর সে যা বলে তা থাকবে আমারই অধিকারে এবং সে আমার কাছে আসবে একাকী। (সূরা মারিয়াম : ৭৯-৮০)

৪. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ط وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.  
 ৪. ৫

৪। অর্থ : অতএব, কেউ অণু পরিমাণ নেক কাজ করে থাকলে, সে তা দেখতে পাবে; আর কেউ অণু পরিমাণ বদ কাজ করে থাকলে, সেও তা দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল : ৭-৮)

৫. فَمَا مِنْ أُمَّةٍ مِنْ أُمَّةٍ كَتَبَ بِمِيزَانٍ يُبَيِّنُهَا لَكُمْ وَفِي قُلُوبِكُمْ نُذُرَاتٌ لَكُمْ أَنْ تُعْبَدُوا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَلِيمِ.  
 ৫. ৫

৫। অর্থ : সেদিন যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে : নাও তোমরাও আমার আমলনামা পড়ে দেখ, আমি তো জানতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সশুধীন হতে হবে। (সূরা হাঙ্কাহ : ১৯-২০)

৬. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ لَ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا لَ وَيَصْلَى سَعِيرًا ط إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ط إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ.  
 ৬. ৫

৬। অর্থ : কিন্তু আমলনামা তার পিঠের পশ্চাৎ দিক থেকে দেয়া হবে, সে তো মৃত্যুকে আহ্বান করবে এবং দোষখের আশুনে প্রবেশ করবে। সে তো তার স্বজনদের মধ্যে সানন্দে ছিল, সে মনে করত যে, তাকে কখনও প্রত্যাবর্তন করতে হবে না। (সূরা ইনশিকাক : ১০-১৪)

৭. وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوَيْلَتْنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ج وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ط وَلَا يَظْلَمُ رَبُّكَ أَحَدًا.  
 ৭. ৫

৭। অর্থ : আর আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে এবং তাতে যা রয়েছে তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত দেখতে পাবেন। তারা বলবে : হায় আফসোস আমাদের! এ কেমন আমলনামা! এতে ছোট বড় কোনো কিছুই বাদ দেয়নি, বরং সবই এতে রয়েছে। তারা যা করেছিল তা সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার রব কারো প্রতি যুলম করবেন না। (সূরা কাহফ : ৪৯)

۸. وَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ ط كُلِّ الْيَنَّا رَجِعُونَ ع فَمَنْ يَعْمَلْ مِّنَ الصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ج وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ.

৮। অর্থ : কিন্তু মানুষ তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। যে ব্যক্তি মুমিন অবস্থায় নেক কাজ করে, তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে না; আমি তো তা লিখে রাখি। (সূরা আশিয়া : ৯৩-৯৪)

۹. وَلَا تَنْكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

৯। অর্থ : আর আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না এবং আমার কাছে এক কিতাব আছে, যা প্রত্যেকের ঠিক ঠিক অবস্থা প্রকাশ করে দেবে এবং তাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না। (সূরা মুমিনুন : ৬২)

۱۰. هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ط إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

১০। অর্থ : এ আমলনামা আমার লিখিত দফতর। যা তোমাদের সম্পর্কে সত্য বলছে। তোমরা যা করতে আমি তা লিখে নিতাম। (সূরা জাসিয়া : ২৯)

۱۱. وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طِئْرَهُ فِي عُنُقِهِ ط وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا.



১১। অর্থ : প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তার খীবালাগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব। যা সে পাবে উন্মুক্ত। (সূরা বনী ইসরাঈল : ১৩)

## নফস

নফস সম্পর্কে আয়াত

১- وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ.

১। অর্থ : আর যে ব্যক্তি স্বীয় রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে কুপ্রবৃত্তি থেকে জান্নাতই হবে তার বাসস্থান। (সূরা নাযিয়াত : ৪০-৪১)

২- وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۚ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ لَقَدْ أَقْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا.

২। অর্থ : কসম মানুষের আত্মার এবং যিনি তাকে সূঠাম আকৃতিতে গঠন করেছেন। অতঃপর তাকে মন্দ কর্ম ও তাকওয়ার জ্ঞান দান করেছেন। অবশ্যই সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে। (সূরা আশ শামস : ৭, ৮, ৯)

৩- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ إِلَهِ النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۙ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ.

৩। অর্থ : আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছি মানুষের রবের, মানুষের মালিকের। মানুষের মাবুদের, তার অপকারিতা থেকে যে মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয় আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। (সূরা নাস : ১-৫)

৪- فَإِنَّ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

৪। অর্থ : অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? নিচয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। (সূরা কাসাস : ৫০)

٥. أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوهُ ۗ أَهْوَاءَهُمْ.

৫। অর্থ : যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত নিদর্শন অনুসরণ করে, সে কি তার সমান, যার কাছে তার মন্দ কর্ম শোভনীয় করা হয়েছে এবং যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। (সূরা মুহাম্মদ : ১৪)

٦. بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَالَهُمْ مِنْ نَّصِيرِينَ.

৬। অর্থ : বরং যারা যালিম, তারা অজ্ঞানতাবশতঃ তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে থাকে। অতএব আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কে বুঝাবে? তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। (সূরা আর-রুম : ২৯)

## মিথ্যাচার

মিথ্যাচার সম্পর্কে আয়াত

١. لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ.

১। অর্থ : যে মিথ্যাবাদী তার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। (সূরা আলে ইমরান : ৬১)

٢. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا.

২। অর্থ : আর যে ব্যক্তি নিজে কোনো অন্যায বা পাপ করে, অতঃপর কোনো নির্দোষ ব্যক্তির উপর তার দোষ চাপিয়ে দেয়, সে তো নিজের মাথায় বহন করে জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গুনাহ। (সূরা নিসা : ১১২)

۳- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ.

৩। অর্থ : আর সেই ব্যক্তি হতে অধিক অত্যাচারী কে হবে, যে আল্লাহর ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে? (সূরা ছফ : ৭)

৪- وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ -

৪। অর্থ : এবং মিথ্যা কখন থেকে দূরে সরে থাক। (সূরা হজ্জ : ৩১)

মিথ্যাচার সম্পর্কে হাদীস

১- بِهِزْ بِنِ حَكِيمٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيْلٌ لِّمَن يَحْدِثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ .

১। অর্থ : হযরত বাহয ইবনে হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ধ্বংস ও বিফলতা সে ব্যক্তির জন্যে যে লোকদের হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে। তার জন্যে রয়েছে ধ্বংস তার জন্যে রয়েছে অমঙ্গল। (তিরমিযী)

২- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أُسَيْدِ الْحَضْرَمِيِّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا وَهُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ .

২। অর্থ : হযরত সুফিয়ান ইবনে উসাইদ আল হায়রামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা বা খিয়ানত হলো, তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে এমন কথা বলবে, যা সে সত্য বলে গ্রহণ করবে, অথচ তাকে মিথ্যা বলেছ। (আবু দাউদ)

৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ فِي جِدٍّ وَلَا هَزْلٍ وَلَا أَنْ يَعِدَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ شَيْئًا ثُمَّ لَا يُنْجِزُ لَهُ .

৩। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, কৌতুক ছলে ও

গৌরব প্রদর্শন কোনো অবস্থায়ই মিথ্যা সমীচীন নয়। আর তোমাদের সন্তানদের সাথে তোমরা এমন কোন ওয়াদা করবে না, যা তোমরা পূরণ করতে পারবে না। (আল আদাবুল মুফরাদ)

৪. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (رض) قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ ثَلَاثًا. الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مُتَكِنًا فَجَلَسَ مَا زَالَ يُكْرِرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ .

৪। অর্থ : হযরত আবু বাকরাতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন একদা আমরা নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহর কথা বলে দেব না? কথাটা তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি বললেন, তা হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া কিংবা কথা বলা। হযর (সা) হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় কথাগুলো বলছিলেন। হঠাৎ তিনি কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করার নিমিত্তে সোজা হয়ে বসলেন এবং উক্ত কথাটি বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা মনে মনে বলছিলাম, আহ! হযর যদি এখন থেমে যেতেন। (বুখারী, মুসলিম)

৫. عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفَرَى الْفَرَى أَنْ يَرَى الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا .

৫। অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সবচেয়ে বড় মিথ্যা হলো, মানুষ তার দু'চোখকে এমন জিনিস দেখাবে যা এ দু'টো চোখে দেখেনি। (বুখারী)

## ছুরি

ছুরি সম্পর্কে আয়াত

۱- وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

১। অর্থ : যে পুরুষ এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃত কর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি। আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। (সূরা মায়দাহ : ৩৮)

۲. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَاعِعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يَشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

২। অর্থ : হে নবী! মুমিন নারীরা যখন আপনার কাছে এসে এই মর্মে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করবে না, তারা চুরি করবে না, তারা ব্যভিচার করবে না, তারা নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনে শুনে কোনো অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং ভালো কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন আপনি তাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু। (সূরা মুমতাহিনা : ১২)

চুরি সম্পর্কে হাদীস

۱- عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ (رض) أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَاتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَمَرَ فَقَطَّعَتْ يَدَهَا، قَالَتْ عَانِشَةُ فَحَسُنْتَ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجْتَ، وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَارْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১। অর্থ : হযরত উরওয়া ইবনু যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতহ যুদ্ধকালে (মক্কা বিজয়ের অভিযানকালে) এক মহিলা চুরি করলে তাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আনা হলো তিনি হাত কাটার নির্দেশ দিলে তার হাত কেটে দেয়া হলো। আয়েশা (রা) বলেন : তার তাওবা উত্তম তাওবা প্রমাণিত হলো। সে বিবাহ

বন্ধনে আবদ্ধ হলো এবং পরবর্তী সময়ে সে (আমার বাড়িতে) আসত। আমি তার প্রয়োজনগুলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে পেশ করতাম। (বুখারী)

٢- عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالَ وَمَنْ يَكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ثُمَّ قَامَ، فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِيمِ اللَّهُ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، فَقَطَعْتَ يَدَهَا -

২। অর্থ : হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মাখযুমী গোত্রের এক মহিলা চুরি করেছিল। তার এই ব্যাপারটি কুরাইশদের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ভীষণ দুশ্চিন্তায় ফেলল। (কারণ একটি অভিজাত পরিবারের মেয়ের হাত চুরির অপরাধে কিভাবে কাটা যেতে পারে?) তারা বলতে লাগলো, তার এই ব্যাপারে নবী (সা)-এর সাথে (সুপারিশের) কথা বলবে? কয়েকজন বললো, যদি (এ ব্যাপারে) তাঁর কাছে কেউ বলার সাহস করে, তবে একমাত্র ওসামা ইবনু যয়িদই করতে পারে। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রিয়তম ব্যক্তি। (তাঁকে পাঠানো হলো) অতঃপর ওসামা (এ ব্যাপারে) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে কথা বললেন। নবী (সা) বললেন : তুমি কি আল্লাহর (জারি করা) দণ্ডবিধিগুলোর মধ্যে একটি সাজার বিধান মূলতবি করার ব্যাপারে সুপারিশ করছো? অতঃপর তিনি উঠে পড়লেন এবং (সবার সামনে) এক ভাষণ দান করলেন। বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো এ জন্যেই ধ্বংস হয়েছে, যে তাদের মধ্যে যখন কোনো উচ্চ বংশের লোক চুরি করতো, তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যদি তাদের মধ্যে দুর্বল কেউ চুরি করত, তবে তাকে সাজা দিত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদ (সা)-এর মেয়ে (আমার মেয়ে) ফাতিমাও চুরি করে, তবে অবশ্যই তার হাতও আমি কেটে ফেলব। (বুখারী)

## নগ্নতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা

### নগ্নতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা সম্পর্কে আয়াত

নগ্নতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, লজ্জাকর অশালীন নোংরা- এ জাতীয় কাজের উৎসাহদাতা হচ্ছে শয়তান। এ জাতীয় খারাপ কাজগুলোর মাধ্যমে শয়তান একজন মানুষের চরিত্রকে শেষ করে দিয়ে পত্তর স্তরে নিয়ে যায়। নগ্নতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার মারাত্মক রোগ-জীবাণুর মাধ্যমে মানব জীবনে হাজারো খারাপ কাজের অনুপ্রবেশ ঘটে।

۱- اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتْيَايِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ .

১। অর্থ : আল্লাহ ন্যায়নীতি, ইহসান তথা পরোপকার ও আত্মীয়-স্বজনদের দান করার হুকুম দেন এবং অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা মুনকার তথা দুষ্কৃতি ও অত্যাচার বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা লাভ করতে পার। (সূরা নাহল : ৯০)

একজন মুমিনের উচিত নগ্নতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ত্যাগ করা।

### সত্যবাদিতা

#### সত্যবাদিতা সম্পর্কে আয়াত

۱- قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ . لَهُمْ جَنّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

১। অর্থ : আল্লাহ বলেন, আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয়, তারা সেখানে অনন্তকাল বসবাস করবে। মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। আর এটাই হচ্ছে বিরাট সাফল্য। (সূরা আল মায়দাহ : ১১৯)

۲. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ . وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا .

২। অর্থ : হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (সূরা আল আহযাব : ৭০-৭১)

সত্যবাদিতা সম্পর্কে হাদীস

۱. عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلتَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشَّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১। অর্থ : হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : একজন বিশ্বস্ত, সত্যবাদী মুসলমান ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদগণের সাথী হবে অর্থাৎ শহীদগণের সাথে তার হাশর হবে। (আল মুসতাদরিকুল হাকিম)

۲. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ . وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا .

২। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (সা) বলেছেন : তোমরা সদা সত্য কথা বলবে, নিশ্চয়ই সত্য কথা সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে এবং সৎকর্ম বেহেশতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আর নিশ্চয়ই মানুষ যখন সদা সত্য কথা বলতে থাকে ও সত্যের সন্ধানে লিপ্ত থাকে অবশেষে



আল্লাহর দরবারে সে পরম সত্যবাদী বলে লিখিত হয়ে থাকে (সিদ্ধিক হিসেবে তার নাম লিখা হয়ে থাকে)। (বুখারী, মুসলিম)

## বিনয়, নম্রতা ও কোমলতা

বিনয়, নম্রতা ও কোমলতা সম্পর্কে আয়াত

۱- وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ -

১। অর্থ : মানুষের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে রেখে কথা বলো না এবং পৃথিবীতে গর্বের সাথে চলবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো বড়াইকারী ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা লুকমান : ১৮)

۲- وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَمًا -

২। অর্থ : রাহমানের (আসল) বান্দা তারাই, যারা যমীনের বুকে নরম হয়ে চলে। আর জাহিল লোকেরা তাদের সাথে যখন কথা বলে তখন তারা তাদেরকে 'সালাম' দিয়ে (বিদায় করে)। (সূরা ফুরকান : ৬৩)

۳- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِمَّنْ آتَرَ السُّجُودَ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ قَدْ كَفَّرَ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا -

৩। অর্থ : মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। যারা তাঁর সাথে আছে তারা কাফিরদের উপর কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে কোমল। তুমি যখন তাদেরকে দেখবে তখন

তাদেরকে রুকু-সিজদা অবস্থায় এবং আল্লাহর মেহেরবানি ও সন্তুষ্টির তালাশে মগ্ন পাবে। তাদের চেহারায়ে সিজদার আলামত রয়েছে, যা থেকে তাদেরকে আলাদাভাবে চেনা যায়। তাওরাতে তাদের এ পরিচয় রয়েছে। আর ইনজীলে তাদের উদাহরণ এভাবে দেয়া হয়েছে যে, যেন একটি বীজ বপন করা হলো, যা থেকে প্রথমে অঙ্কুর বের হলো, তারপর তা মজবুত হলো, তারপর পুষ্ট হলো, এরপর নিজের কাণ্ডের উপর খাড়া হয়ে গেল। (এ দৃশ্য) চাষীকে খুশি করে দেয়, যাতে কাকিরদের (দিলে) জ্বালা সৃষ্টি হয়। এ লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে আল্লাহ তাদের সাথে মাগফিরাত ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন। (সূরা ফাত্হ : ২৯)

**বিনয়, নম্রতা ও কোমলতা সম্পর্কে হাদীস**

১. عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخِرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ -

১। অর্থ : ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ আমার নিটক ওহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা পরস্পরের সাথে বিনয় ও নম্র আচরণ করো, এমনকি কেউ কারো উপর গৌরব করবে না এবং একজন আরেকজনের উপর বাড়াবাড়ি করবে না। (মুসলিম)

২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَا لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ -

২। অর্থ : আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দানের দ্বারা সম্পদ কমে না। বান্দার ক্ষমার গুণ দ্বারা আল্লাহ তার ইয়যত সম্মান বৃদ্ধি করেন। কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করলে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। (মুসলিম)

۳. عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صَبِيَّانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ .

৩। অর্থ : আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কিছু সংখ্যক বালকের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম দিলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাই করতেন। (বুখারী, মুসলিম)

৪. عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَنَّ كَانَتْ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ .

৪। অর্থ : আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার কোন বাঁদি (অনেক সময় তার প্রয়োজন পূরণ করে দেয়ার জন্য) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেত। (বুখারী)

৫. عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ يَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ .

৫। অর্থ : আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে কি কাজ করতেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে থাকাকালে কাজ করতেন অর্থাৎ নিজ পরিবার-পরিজনদের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। নামাযের সময় হলে তিনি নামাযের জন্য চলে যেতেন। (বুখারী)

## লজ্জা ও শালীনতা

### লজ্জা ও শালীনতা সম্পর্কে আয়াত

লজ্জা ও শালীনতা মুমিন জীবনের চারিত্রিক সৌন্দর্যের ভূষণ। রাসূল (সা) লজ্জাকে ঈমানের অঙ্গ বলে উল্লেখ করেছেন। সুন্দর জীবন গড়ার জন্য লজ্জা ও শালীনতার গুরুত্ব অপরিহার্য।

۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظْرٍ إِنَّهُ لَا وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۗ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زَوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا .

১। অর্থ : হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নবীর ঘরে অনুমতি ছাড়া ঢুকে পড়বে না। আর (ঘরে এলে) খাওয়ার সময়ের জন্য বসে থেক না। যদি তোমাদেরকে খাবার জন্য দাওয়াত দেয়া হয় তাহলে অবশ্যই আসবে। কিন্তু তোমাদের খাওয়া হয়ে গেলে চলে যাবে। কথাবার্তায় লেগে থেক না। তোমাদের এ সব আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়। কিন্তু তিনি লজ্জায় কিছু বলেন না। আল্লাহ হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। নবীর স্ত্রীদের কাছে যদি তোমাদের কিছু চাইতে হয় তাহলে পর্দার পেছন থেকে চাও। এটা তোমাদের ও তাদের মনের পবিত্রতার জন্য বেশী ভালো। তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া মোটেই জায়েয নয় এবং তার পরে কখনো তার স্ত্রীগণকে বিয়ে করা জায়েয নয়। এটি আল্লাহর নিকট বড় গুনাহ। (সূরা আহযাব : ৫৩)

۲- فَذَلَّهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۗ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ۖ

২। অর্থ : এভাবে ধোঁকা দিয়ে সে দু'জনকেই (ধীরে ধীরে) বশ করে ফেলল। যখন তারা ঐ গাছের স্বাদ গ্রহণ করল তখন দু'জনেরই লজ্জাস্থান একে অপরের

সামনে খুলে গেল। তখন তারা বেহেশতের (গাছের) পাতা দিয়ে তাদেরই শরীর ঢাকতে লাগল। তাদের রব তাদের দু'জনকেই ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে ঐ গাছটি থেকে নিষেধ করিনি এবং তোমাদেরকে বলে দেইনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুষমন? (সূরা আ'রাফ : ২২)

۳- وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۔

৩। অর্থ : যারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফায়ত করে। (সূরা মুমিনুন : ৫)

**লজ্জা ও শালীনতা সম্পর্কে হাদীস**

۱- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ شِدَّةِ حَيَاتِهِ كَأَنَّهُ جَارِيَةٌ فِي خَدْرِهَا۔

১। অর্থ : আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরম লজ্জাবোধের দরুন তাঁকে পর্দানশীল কুমারীর মতো মনে হতো।

۲- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيِّئًا لَا يَسْتَلُّ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أُعْطِيَ۔

২। অর্থ : সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) খুব লজ্জাশীল ছিলেন। যে জিনিসই তাঁর কাছে চাওয়া হতো, তিনি তা দিয়ে দিতেন।

۳- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خَدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ۔

৩। অর্থ : আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) পর্দানশীল কুমারী অপেক্ষাও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি যখন কোনো কিছু অপছন্দ করতেন তা তাঁর চেহারা মুবারক দেখেই বুঝা যেত।

**মদ, জুয়া ও লটারী**

**মদ, জুয়া ও লটারী সম্পর্কে আয়াত**

۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ - فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ.

১। অর্থ : হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা ও লটারী এসবই শয়তানের অপবিত্র কাজ। তোমরা তা হতে বিরত থাক। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। (সূরা আল মায়দাহ : ৯০)

۲- إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ - فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

২। অর্থ : শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং আল্লাহর যিক্র ও নামায হতে তোমাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। তাই তোমরা এসব জিনিস হতে বিরত থাকবে কি? (সূরা আল মায়দাহ : ৯১)

۳- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ - قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ - وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا.

৩। অর্থ : তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, উভয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মহাপাপ। যদিও তাতে মানুষের জন্যে কিছুটা উপকারিতাও রয়েছে, এগুলোর পাপ উপকারের চেয়ে অনেক বড়। (তখনও মদ সম্পূর্ণ হারাম হয়নি) (সূরা আল বাকারা : ২১৯)

মদ, জুয়া ও লটারী সম্পর্কে হাদীস

۱- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتَّبِعْ مِنْهَا حَرْمَهَا فِي الْآخِرَةِ.

১। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে লোক দুনিয়ায় মদ পান করল, অতঃপর তা থেকে তাওবা করল না, সে আখেরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে। (বুখারী)

۲. عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِنَّ يَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَقِلُّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ الزِّنَا وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ وَتَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قِيمُهُنَّ رَجُلًا وَاحِدًا.

২। অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে একটি হাদীস শুনেছি। আমি ব্যতীত আর কেউ সেটি তোমাদের কাছে বর্ণনা করবে না। তিনি বলেছেন, কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে এ-ও আছে যে, অজ্ঞতা ও মূর্খতা বেড়ে যাবে, ইলম হ্রাস পাবে, যেনা-ব্যভিচার প্রকাশ্য হতে থাকবে, অবাধে মদপান চলবে, পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাবে, নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এমনকি অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌছবে যে, পঞ্চাশজন নারীর পরিচালক হবে মাত্র একজন পুরুষ। (বুখারী)

৩. عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ.

৩। অর্থ : ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, শরাব এমন সময় হারাম করা হয়েছে, যখন মদীনায় একটু মদও ছিল না। (বুখারী)

৪. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأَبِي بَنُ كَعْبٍ (رض) مِنْ فَضِيحِ رَحْوٍ وَتَمَرَ فَجَاءَهُمْ أَتٍ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَالْحَةَ قُمْ يَا أَنَسُ فَاهْرِقْهَا فَاهْرِقْتُهَا.

৪। অর্থ : আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেছেন, আমি উবাইদা, আবু তালহা এবং উবাই ইবনে কাব (রা) কে কাঁচা ও পাকা খেজুরের তৈরি মদ পান করতে

দিয়েছিলাম। তখন তাদের কাছে একজন এসে বলল, মদ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আবু তালহা বললেন, হে আনাস! দাঁড়িয়ে যাও এবং তা ঢেলে ফেল। সুতরাং আমি তা ঢেলে ফেললাম। (বুখারী)

٥. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ لَا تَعُوذُ وَشُرَابَ  
الْخَمْرِ إِذَا مَرِيضًا.

৫। অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদ্যপায়ী অসুস্থ হলে তাকে দেখতে ও সেবা করতে যোগ্য না। (আদাবুল মুফরাদ)

### ওজনে কম-বেশি ও মজুতদারি করা

#### ওজনে কম-বেশি ও মজুতদারি করা সম্পর্কে আয়াত

যে সকল লোক ক্রয় করার সময় বেশি করে নেয়, আর বিক্রি করার সময় কম দেয়, তারা আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হবে। কেননা, এটা একটা নিকৃষ্টতম বদভ্যাস। পরিমাপে কম-বেশি করা ব্যক্তি আসলে গোপনে চুরি ও আত্মসাৎ করে এবং হারাম খায় আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন।

١. وَيَلِّ لِلْمُطَفِّفِينَ - الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ -

১। অর্থ : ওজনে হেরফেরকারী ব্যক্তিদের জন্য দুর্ভোগ সর্বনাশ, যারা লোকের কাছ থেকে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় নেয়, আর যখন মানুষদেরকে মেপে বা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। (সূরা মুতাফফিফীন : ১-৩)

٢. أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ - وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ  
الْمُسْتَقِيمِ - وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ -

২। অর্থ : তোমরা পরিমাপ পূর্ণ কর এবং যারা মাপে ঘাটতি করে তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। আর সঠিক পাল্লায় ওজন কর, লোকদের দ্রব্যাদি



ওজনে কম দিও না এবং দুনিয়াতে সীমালঙ্ঘন করে ফাসাদ সৃষ্টিকারী হয়ো না ।  
(সূরা শু'আরা : ১৮১-১৮৩)

যেকোন পণ্যের মজুতদারি করার মাধ্যমে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে কতিপয় ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা অর্জন করে, ফলে অধিকাংশ ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় । তাই ইসলাম এটাকে নিষিদ্ধ করেছে ।

এ ব্যাপারে আল্লাহর নবী (সা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন খাদদ্রব্য চল্লিশ দিনের বেশি গুদামজাত করে রাখবে, সে উক্ত খাদ্য সদাকা করে দিলেও তার গুদামজাত করার গুনাহ মাফ হবে না । (মিশকাত)

## অর্থ ব্যবস্থা

অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে আয়াত

۱- وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ .

১। অর্থ : ধনীদের ধন-সম্পদে শ্রাণী, অভাবী এবং বঞ্চিতদের জন্য হক বা অধিকার রয়েছে । (সূরা আয যারিয়াহ : ১৯)

۲- مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

২। অর্থ : আল্লাহ জনগণের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন- তা আল্লাহর, রাসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবী এবং মুসাফিরদের জন্যে যাতে ধন-সম্পদ তোমাদের মধ্যে কেবল ধনী লোকদেরই কুক্ষিগত হয়ে কেবল ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে । রাসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর । নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা । (সূরা আল হাশর : ৭)

۳- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ . وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ . إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ  
نُصَلِّيهِ نَارًا.

৩। অর্থ : হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে বা অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসায়িক লেন-দেন করতে পারো। আর তোমরা একে অন্যকে হত্যা করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড় দয়ালু। আর যারা যুল্মসহকারে এভাবে সীমা অতিক্রম করবে তাদেরকে আমি জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করব। (সূরা আন নিসা : ২৯-৩০)

۴. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

৪। অর্থ : তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তিতে কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারককে উৎকোচ দিও না। (সূরা আল বাকারা : ১৮৮)

۵. وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلُّ ط وَمَنْ يَغُلُّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

৫। অর্থ : নবী অন্যায়ভাবে কোনো ধন-সম্পদ গোপন করবে এটা অসম্ভব। আর যে অন্যায়ভাবে কোনো সম্পদ গোপন করবে কিয়ামতের দিন সে, সেই গোপনকৃত মাল নিয়ে উঠবে। অতঃপর প্রত্যেককে তাদের কৃতকর্মের ফলাফল প্রদান করা হবে। কারো প্রতি অবিচার করা হবে না। (সূরা আলে ইমরান : ১৬১)

۶. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا  
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ  
لَأُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

৬। অর্থ : আল্লাহ তোমাকে যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তা দ্বারা পরকালের ঘর

(জান্নাত) তালাশ করো, তবে দুনিয়ায় তোমার যে অংশ রয়েছে, তা পেতে ভুল করবে না। আর আল্লাহ তোমার প্রতি যেমন দয়া করেছেন, তুমিও তেমনিভাবে লোকদের প্রতি দয়া করো এবং দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেষ্টা কর না। কেননা আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আল কাসাস : ৭৭)

۷. وَلَا تَزُتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

৭। অর্থ : তোমাদের অর্থ-সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবনের স্থিতিস্থাপক করে সৃষ্টি করেছেন, তা নির্বোধ ও অজ্ঞ লোকদের হাতে ছেড়ে দিও না। অবশ্য তা হতে তাদের খাওয়া-পরা প্রভৃতি বুনিনাদী প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করে দাও এবং তাদেরকে সাশ্বনার বাণী শোনাও। (সূরা আন নিসা : ৫)

۸. وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرِجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ -  
لِيُؤْتِيَهُمُ اجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ.

৮। অর্থ : যারাই আমার দেয়া রিয়ক 'ধন-সম্পদ' হতে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করে, তারা এমন এক ব্যবসায়ের আশা পোষণ করে, যাতে কখনো লোকসান হতে পারে না। আল্লাহ তার বিনিময়ে তাদেরকে পূর্ণ মাত্রায় ফলদান করবেন। (সূরা আল ফাতির : ২৯-৩০)

অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে হাদীস

۱. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ  
وَمُسْلِمَةٍ.

১। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : হালাল রুখির সন্ধান করা সকল নারী-পুরুষের জন্য ফরয।

۲. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا.

২। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : দারিদ্র্যতা মানুষকে কাফির বানিয়ে দিতে পারে।

৩. عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَىٰ أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ يَجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاءُوا أَوْ عَرَوْا إِلَّا بِمَا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ إِلَّا وَإِنَّ اللَّهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

৩। অর্থ : হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মুসলমান ধনী লোকদের ধন-মাল হতে এমন পরিমাণ দিয়ে দেয়া ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের গরীব-ফকীরদের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হতে পারে। ফলে ফকীর গরীবরা যে ক্ষুধার্ত কিংবা উলঙ্গ থেকে কষ্ট পায়, তা মূলে ধনী লোকদের আচরণ ছাড়া অন্য কোনো কারণই থাকতে পারে না। এ ব্যাপারে সকলের সতর্ক হওয়া উচিত। নিশ্চয়ই জেনে রাখা আল্লাহ তা'আলা এই লোকদের খুব শক্তভাবে হিসাব গ্রহণ করবেন এবং তাদেরকে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি দেবেন। (তাবারানী-আসসগীর ও আওসাত)

৪. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي الْخُبْزِ وَلَا تُفْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَلَوْلَا الْخُبْزُ مَا صَلَّيْنَا وَلَا صُمْنَا وَلَا أَدِينَا فَرَأَيْتُمْ رَبَّنَا.

৪। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : হে আমাদের আল্লাহ তুমি আমাদের খাদ্যে বরকত দাও। আর আমাদের ও আমাদের খাদ্যের মাঝে তুমি কোনো ব্যবধান সৃষ্টি করো না। কেননা যথারীতি খাদ্য না পেলে আমরা নামায-রোযা করতে পারব না, আমাদের মহান রব নির্দেশিত কর্তব্যসমূহ পালন করাও আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না।

৫. أَلْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءً أَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ.

৫। অর্থ : ইবাদতের সত্তরটি অংশ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে হালাল রিয়কের সন্ধান।

## ব্যবসা-বাণিজ্য

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে আয়াত

۱. الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

১। অর্থ : যারা সুদ খায় তারা কিয়ামতে দাঁড়াবে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যাকে শয়তান স্পর্শ করে মোহবিষ্ট করে দেয়। এ অবস্থা তাদের এ জন্য যে, তারা বলে বেচা-কেনা তো সুদেরই মত। অথচ আল্লাহ বেচা-কেনাকে বৈধ এবং সুদকে অবৈধ করেছেন। (সূরা বাকারা : ২৭৫)

۲. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

২। অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়াভাবে গ্রাস কর না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। (সূরা নিসা : ২৯)

۳. رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ.

৩। অর্থ : এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কয়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (সূরা নূর : ৩৭)

۴. وَيَلِّ لِلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.

৪। অর্থ : মাপে কমদাতাদের জন্য সর্বনাশা পরিণাম; যারা মানুষের কাছ থেকে

যখন মেপে নেয়; তখন পুরোপুরি নেয় আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। (সূরা মুতাফ্ফিীন : ১-৪)

۵. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ.

৫। অর্থ : তোমরা সঠিক ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিও না। (সূর আর রহমান : ৯)

۶. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

৬। অর্থ : অতঃপর নামায শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা জুম'আ : ১০)

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে হাদীস

۱. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (رض) قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ -

১। অর্থ : হযরত রাফে ইবনে খাদিজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযর (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর নবী! মানুষের যাবতীয় উপার্জনের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে পবিত্র? হযর (সা) বললেন, মানুষ নিজ হাতে যা কামাই করে এবং হালাল ব্যবসার মাধ্যমে ঈ উপার্জন করে। (মিশকাত)

۲. عَنْ أَبِي سَعِيدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلْتَا جِرُ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ -

২। অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দিক এবং শহীদানদের সাথে থাকবে। (তিরমিযী)

۳. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ  
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا وَفِي رِوَايَةٍ وَجَاءَ الشَّيْطَانُ .

৩। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন : আল্লাহ বলেন, কারবারের দুই অংশীদারের কোনো একজন যে পর্যন্ত ঋিয়ানতে লিপ্ত না হয়, সে পর্যন্ত আমি তাদের সাথেই অবস্থান করি। কিন্তু তাদের কেউ যখন ঋিয়ানত শুরু করে তখন আমি তাদেরকে পরিত্যাগ করি। অন্য এক বর্ণনা মতে, তখন তাদের মাঝখানে শয়তান এসে যায়। (আবু দাউদ)

٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ  
لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالُ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ .

৪। অর্থ : আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, মানুষের জন্য এমন এক সময় আসবে যখন সে তার হালাল না হারাম পছন্দ উপার্জন করল তা যাচাই করার কোনো প্রয়োজনবোধ করবে না। (বুখারী)

৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : এক মুসলিম কোনো জিনিসের দর করার সময় অন্য মুসলিম সেই একই জিনিসের দর করতে পারে না। (মুসলিম, হা: ৩৬৭১)

৬। হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য ক্রয় করে সে যেন পুরোপুরি নিজের দখলে আনার পূর্বে বিক্রি না করে। (মুসলিম, হা: ৩৬৯৮)

৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি : বেচা-কেনার মধ্যে মিথ্যা শপথ করা যদিও উপস্থিতভাবে লাভজনক। কিন্তু মূলতঃ তা মুনাফা ও কল্যাণের জন্য ধংসকর। (মুসলিম, হা: ৩৯৭৯)

## হালাল-হারাম

হালাল-হারাম সম্পর্কে আয়াত

١. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ  
كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ .

১। অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে সকল পবিত্র বস্তু জীবিকারূপে দান করেছি, তা হতে ভক্ষণ কর এবং আত্মাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা একান্তভাবে তাঁরই ইবাদত কর। (সূরা আল বাকারা : ১৭২)

২. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ - تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

২। অর্থ : হে নবী! তুমি কেন সেই জিনিস হারাম কর যা আল্লাহ তোমার জন্য হালাল করেছেন? (তা কি এই জন্য যে) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তোষ পেতে চাও? আল্লাহ ক্ষমাকারী, অনুগ্রহকারী। (সূরা তাহরীম : ১)

৩. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ.

৩। অর্থ : হে নবী! তাদের বল, আমার আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন তাতে এই, নির্লজ্জতার কাজ প্রকাশ্য বা গোপনীয় এবং শুনাহের কাজ ও সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি। (সূরা আল আ'রাফ : ৩৩)

৪. يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ - إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

৪। অর্থ : হে মানবমণ্ডলী! তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তুর মধ্য থেকে ভক্ষণ কর। আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা আল বাকারা : ১৬৮)

৫. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ.

৫। অর্থ : তোমরা নিজের জবান দ্বারা এ মিথ্যা বিধান জারি করো না যে, এটি হালাল এবং এটি হারাম। (সূরা নাহল : ১১৬)

৬. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ



بِهِ وَالْمُنْخِنَقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ  
 إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ - وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ -  
 ذَلِكُمْ فِسْقٌ .

৬। অর্থ : তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের গোশত এবং এমন জন্তু, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করা হয়েছে। যেসব জন্তুর গলায় ফাঁস পড়ে বা আঘাত লেগে অথবা উপর থেকে পড়ে কিংবা সংঘর্ষের কারণে মরেছে বা হিংস্র জন্তুর আঘাতে মরেছে (তা হারাম)। কিন্তু যা জীবিত পেয়ে যবেহ করা হয়েছে (তা হালাল)। আর যে জন্তু পূজাখানায় যবেহ করা হয়েছে এবং পাশা খেলার মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তা হারাম। এসব কাজই ফাসেকী। (সূরা আল মায়দাহ : ৩)

۷- إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ  
 لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

৭। অর্থ : তিনি তো তোমাদের উপর মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের গোশত এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহকৃত প্রাণী হারাম করেছেন। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানি ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য তা ভক্ষণ করাতে কোনো পাপ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহা ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু। (সূরা নাহল : ১১৫)

হালাল-হারাম সম্পর্কে হাদীস

۱- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ  
 مِنَ السَّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السَّحْتِ كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ .

১। অর্থ : হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে গোশত হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। হারাম খাদ্যে গঠিত দেহের জন্য জাহান্নামের আগুনই উত্তম। (আহমাদ, বায়হাকী)

۲. عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ بْنِ الْمُزَنِيِّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ  
 الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ  
 حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ  
 حَرَامًا.

২। অর্থ : উমর ইবনে আউফ মুযানী নবী করীম (সা) থেকে শুনে বর্ণনা করেন, মুসলমানরা পরস্পরের মধ্যে চুক্তি ও অঙ্গীকার করতে পারে। তবে এমন চুক্তি ও অঙ্গীকার জায়েয নেই যা হালালকে হারাম করে দেয় এবং হারামকে দেয় হালাল করে। মুসলমানরা তাদের শর্তাবলী পালন করবে। তবে এমন কোনো শর্ত মানা যাবে না যা হারামকে হালাল করে দেয় আর হালালকে করে দেয় হারাম। (তিরমিযী)

۳. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ  
 لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا حَرَامًا فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يَنْفِقُ مِنْهُ  
 فَيَبَارِكُ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ إِنَّ  
 اللَّهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِأَسَىءٍ وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ إِنَّ  
 الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ.

৩। অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : হারাম পথে সম্পদ উপার্জন করে বান্দা যদি তা দান করে দেয় আল্লাহ সে দান গ্রহণ করেন না। প্রয়োজন পূরণের জন্যে সে সম্পদ ব্যয় করলেও তাতেও কোনো বরকত হয় না। সে ব্যক্তি যদি সে সম্পদ রেখে ইস্তেকাল করে তা জাহান্নামের সফরে তার পাথেয় হবে। আল্লাহ অন্যায দিয়ে অন্যাযকে মিটান না। বরং তিনি নেক কাজ দিয়ে অন্যাযকে মিটিয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই মন্দ মন্দকে দূর করতে পারে না। (মিশকাত)

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন-৩০৫

٤. عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ أَنْ يَكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ.

৪। অর্থ : হযরত মিকদাম ইবনে মায়াদীকারাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মানুষের খাদ্যের মধ্যে সেই খাদ্যই সবচেয়ে উত্তম, যে খাদ্যের ব্যবস্থা সে নিজ হস্ত উপার্জিত সম্পদ দ্বারা করে। আর আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত দাউদ (আ) আপন হাতের কামাই হতে খাদ্য গ্রহণ করতেন। (বুখারী)

## বিচার ব্যবস্থা

বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আয়াত

١. وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.

১। অর্থ : নবীগণের নিকট আমি কিতাব এবং নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড নাযিল করেছি- যেন মানুষ এই সবেদ সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে সুবিচার ও ইনসাফ কামেয় করে। (সূরা আল হাদীদ : ২৫)

٢. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدُوا.

২। অর্থ : তোমরা দুশ্চব্দির দাসত্ব করে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার পরিত্যাগ কর না। (সূরা আন নিসা : ১৩৫)

٣. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىَٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ.

৩। অর্থ : এবং তুমি নিজের ইচ্ছা বাসনা-খায়েশকে অনুসরণ করে হুকুম দিও না; ফায়সালা কর না যদি তাই কর তাহলে তোমার ইচ্ছা-বাসনা কামনা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করে দেবে। (সূরা আছ ছোয়াদ : ২৬)

٤. فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ.

৪। অর্থ : আপনি আমাদের দুইজনের মধ্যে পরম সত্যতা-সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতাসহকারে ফায়সালা করে দিন, অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ বলে দিন। (সূরা আছ ছোয়াদ : ২২)

۵- وَأَمِرْتُ لَأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ -

৫। অর্থ : এবং তোমাদের মধ্যে আদল-সুবিচার কায়ম করার জন্যে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (সূরা আশ শূরা : ১৫)

۶- وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ -

৬। অর্থ : (প্রত্যেকটি বিচার্য ব্যাপারে) তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাও। (সূরা আত তলাক : ২)

۷- وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا - اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ - اِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ -

৭। অর্থ : নির্দিষ্ট কোনো জাতির বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে তাদের প্রতি অবিচার করতে উদ্বুদ্ধ না করে। তোমরা নির্বিশেষে সকলের প্রতি সুবিচার কর, কারণ তাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। (জেনে রেখ) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন। (সূরা আল মায়েরা : ৮)

۸- وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ - اِنَّ اللَّهَ نَعِيْمٌۢ بِعٰظِكُمْ بِهٖ -

৮। অর্থ : আর মানুষের পরস্পরের মধ্যে যখন কোনো ব্যাপারে তোমরা ফায়সালা করবে পূর্ণ সুবিচার ও নিরপেক্ষ ইনসাফের সাথে ফায়সালা কর, আল্লাহ তোমাদেরকে কতই না ভালো কাজের উপদেশ দিচ্ছেন! (সূরা আন নিসা : ৫৮)

۹- يَحْكُمُۢ بِهٖ ذُو عَدْلٍ مِّنكُمْ -

৯। অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা ন্যায় নীতিবান কেবল তাঁরাই বিচার কাজ চালাবে। (সূরা আল মায়েরা : ৯৫)

## বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে হাদীস

১. عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لَهُمُ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

১। অর্থ : হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যে শাসক মুসলমানের উপর শাসন ক্ষমতা লাভ করে বালেম ও খিয়ানতকারী হিসেবে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য জান্নাত হারাম করবেন। (বুখারী, মুসলিম)

২. عَنْ بَرِيدَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ.

২। অর্থ : হযরত বারীদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন : তিন প্রকার বিচারক রয়েছে, তন্মধ্যে একজন মাত্র বেহেশতে যেতে পারবে। আর অপর দু'জন জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে। যে বিচারক বেহেশতে যাবে সে এমন ব্যক্তি, যে প্রকৃত সত্যকে জানতে পেরেছে, অতঃপর তদনুযায়ী বিচার ও ফায়সালা করেছে। যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্যকে জানতে পেরেও ফায়সালা করার ব্যাপারে অবিচার ও যুলুম করেছে, সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতা সত্ত্বেও জনগণের জন্যে বিচার ফায়সালা করেছে সেও জাহান্নামী হবে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُبَيْرٍ (رض) قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ الْخَصْمَيْنِ يُقْعِدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ.

৩। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন

রাসূলুল্লাহ (সা) ফায়সালা করে দিয়েছেন যে (বিচারের সময়) বিবাদমান পক্ষদ্বয়কে বিচারকের সম্মুখে বসাতে হবে। (আহমদ, আবু দাউদ)

৪. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَلِيُّ إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْأَخْرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ.

৪। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা) কে ডেকে বলেন : হে আলী! দুই পক্ষ যখন তোমার সামনে বিচারের জন্য বসবে, তখন এক পক্ষের বক্তব্য যেমন শুনবে, অনুরূপভাবে অপর পক্ষের বক্তব্য না শুনেই তুমি কখনো উভয়ের মধ্যে বিচারের রায় ঘোষণা করবে না। যদি তুমি এরূপ নীতি অবলম্বন করো তাহলে তোমার দ্বারা সুষ্ঠু বিচার নীতি প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

৫. عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمُّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اتَّشَفِعْ فِي حَدِّ مَنْ حَدُّوهُ اللَّهُ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلِكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعْفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيْمِ اللَّهُ لَوْ فَاطَمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتَ يَدَهَا.

৫। অর্থ : হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কুরাইশগণ একদা মাখযুমী বংশের একটি স্ত্রীলোকের অবস্থার জন্য অত্যন্ত ভাবিত ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। এই স্ত্রীলোকটি চুরি করেছিল। তারা পরস্পরের জিজ্ঞাসাবাদ করল এ স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে নবী করীম (সা)-এর নিকট কে কথা বলবে? তারাই একে অপরকে

বলল, রাসূলের প্রিয় পাত্র উসামা ইবনে যায়েদ ভিন্ন আর কে কথা বলার সাহস করতে পারে? উসামা তাঁর নিকট উক্ত বিষয়ে কথা বললেন। শুনে রাসূলে করীম (সা) বললেন : আল্লাহর অনুশাসন কার্যকর করার ব্যাপারে তুমি সুপারিশ করছো? অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে খুতবার উদ্দেশ্যে বললেন- পূর্ববর্তী মানুষ ঠিক তখনই ধ্বংস হয়ে গেছে, যখন তাদের অভিজাত বংশের কোন লোক চুরি (কিংবা অনুরূপ কোনো অপরাধ) করত, তখন তারা তাকে রেহাই দিত, কিন্তু যখন কোনো দুর্বল বা নিচু বংশের লোক যদি চুরি কিংবা কোনো অপরাধ করত তার উপর জগদদল শাসনভার চাপিয়ে দিত। (তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সব সময় নিরপেক্ষ হইনসাক কর।) আল্লাহর নামে শপথ, আমার কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে জেনে রেখ কুরআনের বিচার ব্যবস্থা অনুসারে আমি তারও হাত কেটে দেব, তাতে সন্দেহ নেই। (বুখারী, মুসলিম)

## ইসলামী সংস্কৃতি

ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে আয়াত

১. صِبْغَةَ اللَّهِ ج وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ز وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ .

১। অর্থ : আল্লাহর রং-এ রঞ্জিত হয়ে যাও। আর আল্লাহর রং-এর চেয়ে উত্তম কার রং হতে পারে এবং আমরা তাঁর-ই ইবাদতকারী। (সূরা বাকারা : ১৩৮)

২. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ط وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا .

২। অর্থ : যে সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি নিজের মুখমণ্ডল (নিজেকে) আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের ধর্মাঙ্গ অনুসরণ করেছে- ধার্মিকতায় তার চেয়ে উত্তম আর কে আছে? আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। (সূরা নিসা : ১২৫)

৩. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ .

৩। অর্থ : যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ অবস্থায় নিজেকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে

দেয় সে তো একটি শক্তিশালী আশ্রয় শক্তভাবে অবলম্বন করলো। সকল কাজের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর এখতিয়ারে। (সূরা লুকমান : ২২)

۴. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۚ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ -  
 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا  
 مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ -

৪। অর্থ : আপনি কি লক্ষ্য করেননি, ওরা উদ্ভ্রান্তের ন্যায় প্রতিটি (অলিঙ্গ কল্পনার) উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় ? নিশ্চয়ই ওরা যা বলে তা করে না। কিন্তু যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, পর্যাপ্ত পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অত্যাচারিত হলেই কেবল প্রতিশোধ গ্রহণ করে (সেই সকল কবি এর ব্যতিক্রম)। অত্যাচারী যালেমরা অচিরেই জানতে পারবে, কোন ধরনের গন্তব্যে তারা পৌছবে। (সূরা শু'আরা : ২২৫-২২৭)

**ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে হাদীস**

۱. عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا  
 فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ  
 لِسِحْرًا -

১। অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা পূর্বাঞ্চলের দু'জন লোক আগমন করলেন এবং বক্তব্য দিলেন, লোকেরা তাদের বক্তব্য শুনে খুবই মুগ্ধ হলো। তখন রাসূলে কারীম (সা) ইরশাদ করলেন, নিশ্চয়ই কোনো কোনো বক্তৃতায় জাদুর প্রভাব থাকে। (বুখারী)

۲. عَنْ أَبِي ابْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ  
 حِكْمَةً -

২। অর্থ : উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম (সা) ইরশাদ করেছেন, কোনো কোনো কবিতা বিজ্ঞোচিত কথায় ভরা। (বুখারী)



۳. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَدَقُ كَلِمَةً  
قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةً لَبِيدٍ أَلَّا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ.

৩। অর্থ : আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (সা) ইরাশাদ করেছেন, যদি কোনো কবি কোনো সত্য কথা বলে থাকে, তবে তা কবি লবীদের উক্তি জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত। (বুখারী ও মুসলিম)

### পররাষ্ট্রনীতি

পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আয়াত

۱. الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ  
يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ.

১। অর্থ : তোমরা যে মুশরিকদের সাথে চুক্তি করেছো, পরে তারা যদি সেই চুক্তির কিছুই ভঙ্গ না করে থাকে, তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেই সাহায্যও না করে থাকে, তাহলে তাদের সাথে করা ওয়াদা চুক্তিকে তার মেয়াদ পর্যন্ত সম্পূর্ণ কর। (সূরা তাওবা : ৪)

۲. فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.

২। অর্থ : দ্বিতীয় পক্ষের লোক যতক্ষণ তোমাদের সাথে অঙ্গীকারে অটল থাকে, তোমরাও অটল থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকী, পরহেযগারদের পছন্দ করেন। (সূরা তাওবা : ৭)

۳. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

৩। অর্থ : তোমরা পারস্পরিক ওয়াদাসমূহ পূর্ণ কর। কেননা এই ওয়াদা সম্পর্কে কিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৪)

۴. أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا آيْمَانَهُمْ.

৪। অর্থ : যে জাতি নিজেদের সন্ধি-চুক্তি এবং শপথ ভঙ্গ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ ঘোষণা কর না কোন্ কারণে? (সূরা তাওবা : ১৩)

۵. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ.

৫। অর্থ : মুশরিকদের মধ্যে কেউ যদি তোমার নিকট আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দান কর- যেন সে আল্লাহর কালাম শুনবার সুযোগ লাভ করতে পারে। (সূরা তাওবা : ৬)

۶. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

৬। অর্থ : তারা যদি শান্তি ও সন্ধির জন্য আগ্রহী হয়, তাহলে তুমিও তার জন্য আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভর কর। নিশ্চয়ই তিনি সব শুনে এবং সব জানেন। (সূরা আনফাল : ৬১)

۷. وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَنْتُمْ أَكْثَرُ. إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ.

৭। অর্থ : ওরা যদি তাদের ওয়াদা করার পর তাদের কসম ভঙ্গ করে ও তোমাদের ধ্বিনের ব্যাপারে গালমন্দ করে, তাহলে তখন কাফির সরদারদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর। কেননা ওদের কসমের কোনো মূল্য নেই- তাহলে হয়তো ওরা ওয়াদা ভঙ্গ করা থেকে বিরত থাকবে। (সূরা তাওবা : ১২)

۸. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ.

৮। অর্থ : আর তোমরা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তাহলে শুধু ততটুকুই গ্রহণ করবে, যতখানি তোমাদের উপর অভ্যচার করা হয়েছে। আর যদি ধৈর্যধারণ করতে পার, তাহলে নিঃসন্দেহে ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য অতীব কল্যাণ রয়েছে। (সূরা নাহল : ১২৬)

পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে হাদীস

১. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيْفَ إِذَا وَعَدَ .

১। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার সে যেন ওয়াদা করলে তা পূরণ করে।

২. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَبُكُمْ مِنِّي غَدًا فِي لِمَوْفٍ أَصَدَقَكُمْ فِي الْحَدِيثِ وَأَقَاكُمْ لِلْأَمَانَةِ وَأَوْقَاكُمْ بِالْعَهْدِ .

২। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন আমার অতি নিকটবর্তী হবে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে কথার দিক দিয়ে অতীব সত্যবাদী, আমানতের খুব বেশী আদায়কারী এবং ওয়াদা খুব বেশী পূরণকারী।

৩. عَنْ سَلِيمِ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ وَلَا غَدْرَ فَنظَرَ فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحِلُّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدُّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْدِدُوا إِلَيْهِمْ عَلَى سِوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ .

৩। অর্থ : হযরত সালীম ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। মুয়াবিয়া (রা) এবং রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ না করার চুক্তি হয়েছিলো। চুক্তির মেয়াদ শেষ না হতেই মুয়াবিয়া তাঁর বাহিনী নিয়ে রোম সীমান্তের দিকে রওয়ানা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল চুক্তির মেয়াদ শেষ হতেই তিনি তাদের ধাওয়া করবেন। পশ্চিমদ্যে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো এক ঘোড়সওয়ার। তিনি বলছিলেন, আল্লাহ আকবার,

আল্লাহ আকবার, চুক্তি রক্ষা করো, চুক্তি ভঙ্গ করো না। তাঁর দিকে তাকাতেই মুয়াবিয়া দেখলেন, তিনি আমার ইবনে আবাসা (রা)। মুয়াবিয়া বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমি রাসূলে পাক (সা)-কে বলতে শুনেছি, যার সাথে কোনো কণ্ডমের চুক্তি হয়। তার পক্ষে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে তাতে কোনো পরিবর্তন সাধন করা বৈধ নয়। তার পক্ষে এটাও বৈধ নয় যে, সে চুক্তি শত্রুর মুখে নিক্ষেপ করবে। হাদীস শুনে মুয়াবিয়া তাঁর ফৌজ নিয়ে ফিরে আসলেন।

٤. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ لَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَّةِ كَتَبَ عَلَيَّ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لَا تَكْتُبُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ كُنْتَ رَسُولًا لَمْ تُقَاتِلْكَ فَقَالَ لِعَلِيِّ امْحُهُ فَقَالَ عَلِيُّ مَا أَنَا بِالَّذِي امْحَاهُ فَمَاحَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ وَصَاحَهُمْ عَلِيُّ أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلْبَانِ السِّلَاحِ فَسَأَلُوهُ مَا جُلْبَانُ السِّلَاحِ فَقَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ .

৪। অর্থ : হযরত বারা'য়া ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হৃদয়বিয়ার সন্ধিপত্র আলী (রা) লিখেন। তিনি লিখেন মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সা), এই লেখায় মুশরিকরা আপত্তি তুলে বলে, 'মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ' লেখো না। কেননা যদি তুমি রাসূল হতে (আমরা যদি রাসূল মেনে নিতাম) তাহলে আমরা তোমার সঙ্গে লড়াই করতাম না। তিনি আলী (রা)-কে বলেন, শব্দটি মুছে ফেলো। আলী (রা) বলেন, আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয়। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ হাতে শব্দটি মুছে ফেলেন এবং তাদের সঙ্গে এই শর্তে সন্ধি করেন, তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা আগামী বছর তিন দিনের জন্য মক্কায় আসতে পারবেন এবং তাদের সঙ্গে কেবলমাত্র কোষবদ্ধ হাতিয়ার থাকবে। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, জুলুববান কি? তিনি বললেন, কোষ ও তার মধ্যে যা থাকে। (বুখারী)

## স্বামী-স্ত্রীর অধিকার

### স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে আয়াত

۱- وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ . وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ .

১। অর্থ : আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। (সূরা বাকারা : ২২৮)

۲- هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ .

২। অর্থ : তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরাও তাদের জন্য পোশাক। (সূরা বাকারা : ১৮৭)

۳- نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ .

৩। অর্থ : তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহর সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাৎ করতেই হবে। (সূরা বাকারা : ২২৩)

۴- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهُبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ح فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا .

৪। অর্থ : হে মু'মিনগণ! এটা তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হও; এবং প্রকাশ্য অশ্লীলতা ব্যতীত তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ, তার কিয়দংশ গ্রহণের জন্য তাদেরকে প্রতিরোধ করো না এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে সম মর্যাদায় অবস্থান কর; কিন্তু যদি অপছন্দ কর তাহলে তোমরা যে বিষয় অপছন্দ মনে কর আল্লাহ সেটাকে প্রচুর কল্যাণকর করতে পারেন। (সূরা নিসা : ১৯)

۵. وَلَٰكِن تَسْتَطِيعُونَ أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا  
 كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ط وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 غَفُورًا رَّحِيمًا.

৫। অর্থ : তোমরা কখনও স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না যদিও তোমরা  
 তা কামনা কর, সুতরাং তোমরা কোন একজনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো  
 না ও অপরজনকে ঝুলান অবস্থায় রেখো না এবং যদি তোমরা পরস্পর  
 সমঝোতায় আসো ও সংযমী হও তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।  
 (সূরা নিসা : ১২৯)

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে হাদীস

১. عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ  
 خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلَ  
 مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ.

১। অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন : যে  
 মহিলা পাঁচ ওয়াক্তের নামায নিয়মিত আদায় করবে, রমযানে রোযা রাখবে,  
 নিজের ইচ্ছত আবব্বর হেফায়ত করবে এবং স্বামী অনুগত থাকবে সে  
 বেহেশতের যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। (মিশকাত)

২. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَنْفَقَ  
 الرَّجُلُ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ.

২। অর্থ : হযরত আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :  
 পরকালের সওয়াবের নিয়তে যখন কোনো ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজনের  
 প্রয়োজনে ব্যয় করে, তখন তা তার জন্য সদাকাব্বরূপ হয় অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায়  
 সদাকা বা দান করে যেভাবে মানুষ সওয়াবের অধিকারী হয়, উপরোক্ত ব্যক্তিও  
 নেক নিয়তের ফলে সওয়াবের অধিকারী হবে।

৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرَهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ.

৩। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম (সা)-কে প্রশ্ন করা হলো যে মহিলাদের মধ্যে কোন মহিলাটি সবচেয়ে উত্তম? হযরত (সা) বললেন, ঐ মহিলাটি, যার দিকে দৃষ্টি করে স্বামী আনন্দ পায়; যাকে কোন লুকুম করলে সে তা মান্য করে এবং স্বামীর মন মত নয়, এমন কোন কাজ সে নিজের কিংবা নিজের সহায়-সম্পদের ব্যাপারে করে না। (নাসাই)

৪. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ.

৪। অর্থ : হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে মহিলা স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মৃত্যু বরণ করে, সে অনায়াসে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী)

৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

৫। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন : যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে শয়নের বিছানায় ডাকে আর স্ত্রী অস্বীকার করে, ফলে স্বামী রাত্রিভর স্ত্রী উপর অসন্তুষ্ট থাকে, ভোর পর্যন্ত ফেরেশতারা সে নারীকে লানত করতে থাকে। (বুখারী, মুসলিম)

### পিতা-মাতার অধিকার

পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে আয়াত

۱- وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَيَالِئَالِ الَّذِينَ أَحْسَانًا أَمَا يَبْلُغُونَ

عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا  
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ  
رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

১। অর্থ : আর তোমার প্রতিপালক এই আদেশ করেছেন যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্‌ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন কিংবা উভয়ে বার্বক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদেরকে কখনও 'উহ' শব্দটিও উচ্চারণ করবে না এবং তাদেরকে ধমক দিবে না। বরং তাদের সাথে সম্মানজনক ও নরম ভাষায় কথা বলবে। আর তাদের উদ্দেশ্যে বিনয়ের বাহু অবনত করে দাও। আর বল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পিতা-মাতা শৈশবে যেমন আমাকে লালন-পালন করেছে, তুমি তাদের প্রতি তেমনি দয়া করো। (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩-২৪)

۲- رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدِيْ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ  
وَالْمُؤْمِنَاتِ.

২। অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আমার পিতা-মাতা ও আমার গৃহে মুমিন হয়ে প্রবেশকারীদেরকে এবং সকল ঈমানদার নর-নারীকে ক্ষমা করুন। (সূরা নূহ : ২৮)

۳- وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا  
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا.

৩। অর্থ : আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। আর যদি তোমার পিতা-মাতা তোমাকে আমার সাথে শিরক করার জন্যে পীড়াপীড়ি করে, যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের (শিরকী কাজে) আনুগত্য করো না। (সূরা আল আনকাবূত : ৮)

۴- وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.

৪। অর্থ : তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, কোন কিছুর সাথে তাঁর শরীক করো না এবং পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার কর। (সূরা নিসা : ৩৬)



۵. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ  
فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ.

৫। অর্থ : আমি মানুষকে আদেশ করেছি তার পিতা-মাতা সম্পর্কে। তার মাতা কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভধারণ করেছে। দু'বছর পর্যন্ত তাকে দুধ দান করেছে। অতএব তোমরা আমার ও তোমাদের পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আর আমার কাছেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। (সূরা লোকমান : ১৪)

۶. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ  
كُرْهًا ط وَحَمَلَهُ وَفِصْلَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ط حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ  
أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَن أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ  
وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ.

৬। অর্থ : আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তারা যেন পিতা-মাতার সাথে সদ্ভাবহার করে। (কেননা) তার মাতা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট স্বীকার করেই তাকে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার দুধ ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস। শেষ পর্যন্ত যখন সে শক্তি অর্জন করল এবং চল্লিশ বছরে পৌঁছলো, তখন সে বললো, হে আমার খোদা! তুমি আমাকে তাওফিক দাও আমি যেন তোমার সেই সব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ। (সূরা আহকাফ : ১৫)

পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে হাদীস

۱. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ  
أَجَاهِدُ قَالَ لَكَ أَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ.

১। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আমি কি জিহাদ করবো? তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতা আছে কি? লোকটি জবাব দিল হ্যাঁ আছে। হজ্বুর

(সা) বললেন : তবে তাদের দু'জনের মধ্যে জিহাদ করো অর্থাৎ তাদের দু'জনের খেদমত করো। (বুখারী)

٢- عَنْ أَبِي أُسَيْدِنِ الصَّاعِدِيِّ (رض) قَالَ بَيْنَ نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ بَقِيَ مِنْ أَبِي شَيْءٍ أَبْرَهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا إِتْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصَلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوَصَّلُ إِلَّا بِهِمَا وَأَكْرَامُ صَدِيقِهِمَا.

২। অর্থ : হযরত আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে বসা ছিলাম। হঠাৎ বনী সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে হুজুর (সা)-কে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর নবী (সা)! পিতা মাতার ইস্তিকালের পরেও কি তাদের হক আমার উপর আছে, যা পূরণ করতে হবে? হুজুর (সা) বললেন, হ্যাঁ তাদের জন্য দু'আ, ইসতেগফার করবে, তাদের কোনো অসিয়ত থাকলে তা পূরণ করবে, পিতৃ ও মাতৃকুলের আত্মীয়দের সাথে সদ্‌ব্যবহার করবে এবং পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবকে সম্মান করবে। (আবু দাউদ)

٣- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رض) أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَيَّ وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ.

৩। অর্থ : আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলল হে আল্লাহর রাসূল (সা), সন্তানের উপর পিতা-মাতার কি হক আছে? তিনি বললেন তারা তোমার বেহেশত ও দোষখ। (ইবনে মাজাহ)

٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

৪। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন : তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! সে হতভাগ্য ব্যক্তিটি কে? হুজুর (সা) বললেন, সে হলো সেই ব্যক্তি যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা কোন একজনকে বার্ষিক্য অবস্থায় পেয়েও বেহেশতে যেতে পারল না। (মুসলিম)

৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبُوكَ.

৫। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার সর্বোত্তম ব্যবহারের হকদার কে? হুজুর (সা) বললেন তোমার মা। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করল অতঃপর কে? হুজুর (সা) বললেন তোমার মা! লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল অতঃপর কে? হুজুর (সা) এবারও জবাব দিলেন তোমার মা। লোকটি পুনঃ জিজ্ঞেস করল অতঃপর কে? এবারে নবী করীম (সা) জবাব দিলেন যে, তোমার বাবা। (বুখারী, মুসলিম)

৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُبَايِعُهُ عَلَى الْهَجْرَةِ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِمَا وَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتُهُمَا.

৬। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় ত্যাগ করে হিজরতের উদ্দেশ্যে বাইয়াত করার জন্যে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে এসে হাজির হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন ফিরে যাও তোমার পিতা-মাতার কাছে এবং তাদের খুশী করে এসো যেমনি তাদের কাঁদিয়ে এসেছিলে। (আদাবুল মুফরাদ)

৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتَوَفَّيْتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا.

৭। অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সা'আদ ইবনে উবাদাহ নবী করীম (সা)-এর নিকট তাঁর মায়ের মানত সম্পর্কে ফতোয়া চাইলেন- যে মানত পুরা করার আগেই তিনি (তাঁর মা) মারা যান। নবী করীম (সা) ফতোয়া দিলেন যে, তাঁর পক্ষ থেকে তুমি মানত পুরা করে দাও। (বুখারী, মুসলিম)

## সন্তানের অধিকার

### সন্তানের অধিকার সম্পর্কে আয়াত

পিতা-মাতার যেমন সন্তানের উপর অধিকার রয়েছে তেমনিভাবে পিতা-মাতার উপরও সন্তানের অধিকার রয়েছে। একজন উন্নত আদর্শবান সন্তান পেতে হলে পিতা-মাতাকে অবশ্যই সন্তানের অধিকারের প্রতি নজর দিতে হবে। অন্যথায় আমরা একদিকে যেমন ভালো সন্তান গড়ে তুলতে পারবো না, অন্যদিকে আল্লাহর পাকড়াও থেকেও রেহাই পাবো না।

۱. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ط إِنَّ فَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا .

১। অর্থ : তোমাদের সন্তানদেরকে অভাবের ভয়ে মেরে ফেল না। আমি তাদেরকেও রিয়ক দেবো, তোমাদেরকেও দেবো। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মন্ত বড় গুনাহ। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩১)

۲. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ .

২। অর্থ : 'হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা এবং তোমাদের নিজেদের পরিজনকে সেই জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবসম্পন্ন ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করেন না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।' (সূরা তাহরীম : ৬)

۳. رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ  
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي -

৩। অর্থ : হে আমার রব! আমাকে তাওফীক দিন, যেন আমি ঐসব নিয়ামতের গুণকরিয়া আদায় করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দিয়েছেন এবং যেন আমি এমন নেক আমল করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন। আর আমার সন্তানদেরকেও নেককার বানিয়ে আমাকে সুখী করুন। (সূরা আহকাফ : ১৫)

সন্তানের অধিকার সম্পর্কে হাদীস

১. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكُمْ تَدْعُونَ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ -

১। অর্থ : আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে নিজের এবং তোমাদের পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। অতএব, তোমাদের ভালো নাম রাখো। (আবু দাউদ)

২. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا  
أَدَبَهُمْ -

২। অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের নিজেদের সন্তানদের সাথে কোমল ব্যবহার করো এবং তাদেরকে উত্তম আদব-কায়দা, তালিম ও তরবিয়াত শিক্ষা দাও। (ইবনে মাজাহ)

৩. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا نَحَلُّ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلُ مِنْ  
أَدَبٍ حَسَنٍ -

৩। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, পিতা সন্তানকে যা কিছুই উপহার দিক, সবচেয়ে ভালো উপহার হলো তাকে উত্তম শিক্ষা দান। (মিশকাত)

٤- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَنْثَى فَلَمْ يَدِّهَا وَلَمْ يَهْنَهَا وَلَمْ يُؤْتِرْهُ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِي الذُّكُورَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ .

৪। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তির মেয়ে সন্তান জন্মে এবং সে জাহেলী প্রথা অনুসারে তাকে জীবিত মাটিতে পুঁতে ফেলে না, তাকে তুচ্ছ তাম্বিল্য ও অবজ্ঞা করে না কিংবা তার ওপর ছেলে সন্তানকে অগ্রাধিকার দেয় না, তাকে আল্লাহ বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। (রাহে আমল, হাদীস নং ১৬৬)

## ইয়াতিমের অধিকার

### ইয়াতিমের অধিকার সম্পর্কে আয়াত

ইয়াতিমরা মানব সমাজের অক্ষম ও দুর্বল সদস্য। তারা জীবন যাপনে সমাজের অন্যের মুখাপেক্ষী। তাদের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করার জন্য কুরআন মুসলমানদের বাধ্য করেছে।

١- وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ .

১। অর্থ : তোমরা পিতামাতা, আত্মীয় ও ইয়াতিমের সাথে সদ্যবহার করো। (সূরা নিসা : ৩৬)

٢- وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
مَرَّ فَلْيَقُولُوا لِلَّهِ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا .

২। অর্থ : লোকদের এ কথা মনে করে ভয় করা উচিত, যদি তারা অসহায় সন্তান রেখে যেতো তাহলে মরার সময় তাদের জন্য কতই না আশঙ্কা হতো। কাজেই তাদের আল্লাহকে ভয় করা এবং ন্যায় সঙ্গত কথা বলা উচিত। (সূরা নিসা : ৯)

٣- فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ .

৩। অর্থ : তুমি ইয়াতীমকে ধমক দিয়ো না। (সূরা দোহা : ৯)

٤- قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ .

৪। অর্থ : বলে দিন, তোমরা কল্যাণার্থে যা কিছু খরচ করো, তার অধিকতর হকদার বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতিমগণ। (সূরা বাকারা : ২১৫)

৫. اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتِيْمِ ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا۔

৫। অর্থ : যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের ধন-সম্পদ খায়, তারা আশুন দিয়ে নিজেদের পেট পূর্ণ করে। অবশ্যই তাদের পরিণাম জাহান্নামের জ্বলন্ত আশুন। (সূরা নিসা : ১০)

৬. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا۔

৬। অর্থ : আল্লাহ তোমাদের জীবন ধারণের উপকরণ হিসেবে যে সম্পদ দিয়েছেন তা তোমরা নির্বোধের হাতে তুলে দিয়ো না। তবে তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করো এবং সদুপদেশ দিতে থাকো। (সূরা নিসা : ৫)

**ইয়াতিমের অধিকার সম্পর্কে হাদীস**

১. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَاَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا۔

১। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি ও ইয়াতিমের পৃষ্ঠপোষক এবং অন্যান্য অসহায় মানুষের পৃষ্ঠপোষক বেহেশতে এভাবে এক সাথে থাকবো এ কথা বলে তিনি লাগোয়া দু'টো আঙ্গুলকে দেখালেন এবং উভয়ের মাঝখানে সামান্য ফাঁকা রাখলেন। (বুখারী)

২. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسِنُ اِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يَسْأُ اِلَيْهِ۔

২। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে বাড়িতে ইয়াতিমের প্রতি সদ্যবহার করা

হয়, তা সর্বোত্তম বাড়ি। আর যে বাড়িতে ইয়াতিমের প্রতি খারাপ ব্যবহার করা হয়, তা সবচেয়ে নিকৃষ্ট বাড়ি। (ইবনে মাজাহ)

৩-۳. اِنَّ رَجُلًا شَكَاَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَوَّاهُ قَلْبَهُ قَالَ اِمْسَحْ رَاسَ الْيَتِيْمِ وَاَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ -

৩। অর্থ : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জানালো যে, তার মন অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও কঠোর। তিনি বললেন, ইয়াতিমের মাথায় স্নেহের হাত বুলাও এবং মিসকিনদেরকে (দরিদ্র) খানা খাওয়াও। (মিশকাত)

৪-۴. عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّا أَضْرَبُ يَتِيْمِي؟ قَالَ مِمَّا كُنْتُ ضَارِبًا مِنْهُ وَكَذَلِكَ غَيْرَ وَاَقِ مَالِكَ بِمَالِهِ وَلَا مُتَّئِلًا مِنْ مَالِهِ مَالًا -

৪। অর্থ : জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার পালিত ইয়াতিমকে কী কী কারণে প্রহার করতে পারি? রাসূল (সা) বললেন, যে যে কারণে তোমার নিজ সন্তানকে প্রহার করতে পার। সাবধান, নিজের সম্পত্তি রক্ষার্থে তার সম্পত্তি নষ্ট করো না এবং তার সম্পত্তি দিয়ে নিজের সম্পত্তি বানিও না। (মু'জাম)

## আত্মীয়-স্বজনের অধিকার

আত্মীয়-স্বজনের অধিকার সম্পর্কে আয়াত

۱-۱. فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَاَبْنَ السَّبِيْلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَرِيْدُوْنَ وَجَهَ اللّٰهِ وَاَوْلٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

১। অর্থ : আর হে নবী! আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য হক দিয়ে দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরদেরও। এটা তাদের জন্যে উত্তম, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। আর তারাই হলো সফলকাম। (সূরা আর রুম : ৩৮)

২-۲. اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ وَاَوْلُوا



الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَٰكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي  
الْكِتَابِ مَسْطُورًا.

২। অর্থ : নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা বেশি হকদার এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা। আন্নাহর বিধান অনুযায়ী মুমিন ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরে অধিক হকদার। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য করতে চাও, তবে করতে পারো। এটা লাওহে মাহফুযে (সংরক্ষিত ফলকে) লিখিত আছে। (সূরা আহযাব : ৬)

৩. كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَانَ الْوَصِيَّةَ  
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

৩। অর্থ : তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে ধন-সম্পত্তি রেখে যেতে লাগলে তার পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়দের জন্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী অসিয়ত করাকে তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হয়েছে। এটা মুত্তাকী লোকদের নির্দিষ্ট অধিকার বিশেষ। (সূরা আল বাকারা : ১৮০)

৪. وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ - وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ  
الْمُؤْمِنِينَ.

৪। অর্থ : (হে নবী!) তুমি (সর্বপ্রথম) তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন করো এবং তোমার অনুসারী মুমিনদের প্রতি নম্র ব্যবহার করো। (সূরা আশ শুআরা : ২১৪-২১৫)

৫. وَأْتِ ذَٰلِقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا.

৫। অর্থ : তোমরা তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায় করো এবং অভাবী ও মুসাফিরদের হক আদায় করো। আর কিছুতেই অপব্যয় করো না। (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৬)

٦. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ - إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

৬। অর্থ : আল্লাহকে ভয় কর যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয় হক) দাবি করে থাক এবং আত্মীয়তা (এর হক বিনষ্ট করা) হতে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন। (সূরা আন নিসা : ১)

আত্মীয়-স্বজনের অধিকার সম্পর্কে হাদীস

١. عَنْ عَائِشَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّحِمُ شِجْنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتْهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَتْهُ.

১। অর্থ : হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন : রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা (রহমানের সাথে মিলিত) ঢালস্বরূপ। যে ব্যক্তি এর সাথে সম্পর্ক ছুড়ে রাখে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছুড়ে থাকি। আর যে লোক এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। (বুখারী)

٢. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَوْفَى (رض) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَتُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعٌ رَحِمٍ.

২। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি : যেই সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী লোক আছে সেই সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয় না। (বায়হাকী-শোয়াবুল ইমান)

٣. عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ.

৩। অর্থ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : রহম (রাহেম) আরশের সাথে ঝুলানো আছে, সে বলে, “যে

আমাকে (আত্মীয়তাকে) মিলিয়ে রাখবে, আল্লাহ তাকে মিলিয়ে রাখুন। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহও তাকে ছিন্ন করুন।” (বুখারী, মুসলিম)

৪. عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رض) أَخْبَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

৪। অর্থ : হযরত যুবাইর ইবনে মুতয়ীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছেন : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারী, মুসলিম)

৫. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي آثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

৫। অর্থ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রিয়ক বেড়ে যাক এবং তার হায়াত দীর্ঘায়িত হোক, সে যেন আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করে। (মুসলিম)

৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي قَرَابَةٌ أَصْلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسْتُونَنِي وَإِلَى وَاحِلْمٍ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسْفَهُمُ الْمَلُ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ عَلَى ذَلِكَ.

৬। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। জন্মের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এমন কিছু আত্মীয় আছে, যাদের সাথে আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলি আর তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করি, কিন্তু তারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। আমি সহিষ্ণুতার সাথে তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেই, কিন্তু তারা আমার সাথে মুর্খের মতো ব্যবহার করে। (এখন আমি কি করবো?) রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : যদি ঘটনা এমনই হয়ে থাকে যা তুমি

বলছে, তাহলে তুমি যেন তাদের উপর উত্তম ছাই নিষ্ক্ষেপ করছো অর্থাৎ তোমার ধৈর্যের আশুনে তাদেরকে শেষ করে দিবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বদা তোমার সাথে তাদের বিরুদ্ধে একজন সাহায্যকারী (ফেরেশতা) মঞ্জুদ থাকবে। (মুসলিম)

## প্রতিবেশীর অধিকার

### প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে আয়াত

প্রতিবেশী মুসলিম, অমুসলিম, আত্মীয়, অনাত্মীয়, দূরের ও কাছের সব ধরনেরই হতে পারে। নীতিগতভাবে সকলের সাথেই সদ্যবহারের তাকিদ দিয়েছে কুরআন ও হাদীস।

۱- وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَأَنَّ يُحِبَّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا ۝

১। অর্থ : তোমরা সবাই আল্লাহর গোলামি কর; তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না; পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকিনদের সাথে নেক আচরণ কর এবং আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী মুসাফির ও তোমাদের অধীনে যেসব দাস-দাসী রয়েছে তাদের প্রতি সদয় হও। নিশ্চয়ই জেনে রাখ যে, আল্লাহ এমন লোককে পছন্দ করেন না, যে বড় হওয়ার গৌরব করে ও অহংকার করে। (সূরা নিসা : ৩৬)

### প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে হাদীস

۱- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ جَارَهُ بَوَاقْفِهِ ۝

১। অর্থ : আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়; আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়; আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কে? তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার কষ্টদায়ক আচরণ থেকে নিরাপদ থাকে না। (বুখারী ও মুসলিম)

২. عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُؤْصِيَنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِثُهُ .

২। অর্থ : আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জিবরাঈল আমাকে প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্য এত ঘন ঘন উপদেশ দিতে থাকেন যে, আমি ভেবেছিলাম, হয়তো শেষ পর্যন্ত প্রতিবেশীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَانِعٌ إِلَى جَنْبِهِ .

৩। অর্থ : ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি : সেই ব্যক্তি মুমিন নয় যে নিজে তৃপ্তিসহকারে আহার করে, অথচ তার প্রতিবেশী তার পাশেই অনাহারে থাকে। (মিশকাত ও বায়হাকী)

৪. عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ .

৪। অর্থ : আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হে আবু যর, তুমি যখন ঝোল রান্না করবে, তখন তাতে পানি বেশি করে দাও এবং তা দিয়ে প্রতিবেশীর খবর নাও। (মুসলিম)

৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تُحْقِرَنَّ جَارَةَ نَجَّةٍ لِحَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنِ شَاةٍ .

৫। অর্থ : আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হে মুসলিম নারীগণ, কোন প্রতিবেশিনী পর প্রতিবেশিনীকে যত সামান্য উপহারই দিক, তাকে তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়; এমনকি তা যদি ছাগলের একটা ক্ষুরও হয়। (বুখারী, মুসলিম)

## অমুসলিমদের অধিকার

অমুসলিমদের অধিকার সম্পর্কে আয়াত

۱. لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

১। অর্থ : আল্লাহ তোমাদেরকে (হে মুসলিমগণ) নিষেধ করেন না এ কাজ থেকে, যারা দ্বীনের ব্যাপার নিয়ে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেননি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিস্কৃতও করেনি, তাদের সাথে তোমরা কল্যাণময় ও সুবিচারপূর্ণ নীতি অবলম্বন করবে। কেননা সুবিচারকারীদের তো আল্লাহ পছন্দ করেন, ভালবাসেন। (সূরা আল মুমতাহিনা : ৮)

۲. وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا أَمْنَا بِالَّذِي نَزَّلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ.

২। অর্থ : তোমরা আহলে কিতাব লোকদের সাথে বাকবিতণ্ডা করো না। যদি করই তবে তা উত্তমভাবে করবে। তবে যারা যালিম, তাদের প্রসঙ্গে এই নির্দেশ নয়। তোমরা বরং বল আমরা ঈমান এনেছি যা আমাদের জন্য নাযিল হয়েছে তার প্রতি, আর যা তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে, তার প্রতিও। (সূরা আল আনকাবূত : ৪৬)

অমুসলিমদের অধিকার সম্পর্কে হাদীস

۱. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ اتَّقَضَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بغيرِ طِيبِ نَفْسٍ فَإِنَّا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মনে রেখ, যদি কোনো মুসলমান কোনো অমুসলিম নাগরিকের ওপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার কোনো বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয় তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বন করব। (আবু দাউদ)

২. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ظَلَمَ مَعَاهِدًا وَكَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ فَأَنَا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

২। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে লোক কোন চুক্তিবদ্ধ নাগরিকের উপর যুলুম করবে ও তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজের চাপ দিয়ে করতে বাধ্য করবে কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী হয়ে দাঁড়াব।

৩. وَجَعَلْتُ لَهُمْ أَيَّمَا شَيْخٍ ضَعْفَ عَنِ الْعَمَلِ أَوْ أَصَابَتْهُ آفَةٌ مِّنَ الْأَفَاتِ أَوْ كَانَ غَنِيًّا فَافْتَفَرَ وَصَارَ أَهْلُ دِينِهِ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ طُرْحَتَ جَزَيْتِهِ وَعَيْلٌ مِّنْ بَيْتِ الْمَالِ الْمُسْلِمِينَ وَعِيَالِهِ مَا أَقَامَ بَدَارِ الْهَجْرَةِ دَارِ الْإِسْلَامِ.

৩। অর্থ : এবং আমি তাদেরকে এ অধিকার দান করলাম যে, তাদের কোনো বৃদ্ধ যদি উপার্জন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে কিংবা কারও উপর কোনো আকস্মিক বিপদ এসে পড়ে অথবা কোনো ধনী ব্যক্তি যদি সহসা এতটুকু দরিদ্র হয়ে পড়ে যে, তার সমাজের লোকেরা তাকে ভিক্ষা দিতে শুরু করে। তখন তার উপর ধার্য জিমিয়া কর প্রত্যাহার করা হবে সেই সঙ্গে তার ও তার সন্তানদের ভরণ-পোষণ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মাল হতেই (প্রদান) করা হবে যতদিন সে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে থাকবে।

### শ্রমিকের অধিকার

শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে আয়াত

۱. قَالَتْ أَحَدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَاجِرْهُ إِنْ خَيْرَ مَنْ اسْتَاجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ - قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.

১। অর্থ : (হযরত শোয়াইব আ এর) কন্যাঘরের মধ্যে একজন বলল, হে পিতা : তাকে (মূসাকে) আমাদের চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা, শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ততার দিক থেকে আপনার চাকর হিসেবে সে-ই উত্তম হবে। পিতা মূসাকে বললেন, আমি আমার এই কন্যাঘরের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকুরি করবে। যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ করো, এটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ দিয়ে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাহে তো তুমি আমাকে সজ্জন ও সদাচারী হিসেবেই দেখতে পাবে। (সূরা আল কাছফ : ২৬-২৭)

۲- وَلَتَسْتَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

২। অর্থ : তোমরা যা কিছু করো সে বিষয়ে তোমরা অবশ্যই (আখেরাতে) জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরা আন নাহল : ৯৩)

۳- إِنْ لِلَّهِ لَأَيْحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا.

৩। অর্থ : যে লোক বিশ্বাস ভঙ্গ করে অর্পিত কাজ বা জিনিস বিনষ্ট করে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন না। (সূরা আন নিসা : ১০৭)

۴- لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا.

৪। অর্থ : কোনো মানুষকে তার শক্তি-সামর্থ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেয়া হবে না। (সূরা আল বাক্বারা : ২৮৬)

۵- وَآخِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

৫। অর্থ : ঈমানদার লোকদের মধ্যে যারা তোমাদের অধীনস্থ, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করো। (সূরা আশ শোয়ারা : ২১৫)

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সম্বলন-৩৩৫



## শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে হাদীস

১. عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيَطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَعْنَهُ عَلَيْهِ.

১। অর্থ : হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমাদের চাকর-চাকরাণী ও দাস-দাসীরা প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই ভাই। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং, আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন সে তার ভাইকে যেন তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়। তাকে তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। তার সাধ্যের অতিরিক্ত যেন কোনো কাজ তার উপর না চাপায়। একান্ত যদি চাপাতেই হয়, তবে তা সমাধা করার ব্যাপারে তার সাহায্য করা উচিত। (বুখারী, মুসলিম)

২. عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

২। অর্থ : হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমরা মজুরের শরীরের ঘাম শুকাবার আগেই তার মজুরি দিয়ে দাও। (ইবনে মাজাহ)

৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمَهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ وَقَدْ وَلى حُرَّهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنَّ الطَّعَامَ مَشْفُوهًا قَلِيلًا فَلْيُضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكَلْتَيْنِ.

৩। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমাদের খাদেম যদি খাবার তৈরি করে এবং তা নিয়ে তোমার কাছে আসে, যা রান্না করার সময় আঙনের তাপ ও ধোঁয়া তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, তখন তাকে তোমার সঙ্গে বসিয়ে খাওয়াবে। খানা যদি অল্প হয়, তবে তা হতে তার হাতে এক মুঠো, দু'মুঠো অবশ্যই তুলে দিবে। (মুসলিম)

৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.

৪। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে আমার ঝগড়া হবে (১) ঐ ব্যক্তি, যে আমার নামে কোনো চুক্তি করে তা ভঙ্গ করেছে। (২) সেই ব্যক্তি, যে কোনো মুক্ত মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ডক্ষণ করেছে। (৩) আর সেই ব্যক্তি, যে মজুরের দ্বারা কাজ পুরোপুরি করিয়ে নিয়েছে কিন্তু তার পারিশ্রমিক দেয়নি। (বুখারী)

৫. عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ كَانَ آخِرُ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَاةُ وَاتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

৫। অর্থ : হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর সর্বশেষ বাণী ছিলো- (১) নামায এবং (২) যারা তোমাদের অধীন তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। (আদাবুল মুফরাদ)

৬. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ.

৬। অর্থ : নবী করীম (সা) কখনো মজুর শ্রমিকদের মজুরি দানের ব্যাপারে কোনোরূপ যুলুম করতেন না, যুলুমের প্রশ্রয় দিতেন না। (বুখারী)

۷. أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ اسْتِجَارَةِ الْأَجِيرِ حَتَّىٰ بَيْنَ لَهُ أَجْرَهُ.

৭। অর্থ : নবী করীম (সা) মজুরের মজুরি নির্ধারণ না করে কাজে নিযুক্ত করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন।

۸. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُعْطُوا الْعَامِلَ مَنَ عَمَلِهِ فَإِنَّ عَامِلَ اللَّهِ لَا يُخِيبُ.

৮। অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমরা শ্রমিককে তার শ্রমোৎপন্ন জিনিস হতে অংশ দান করো। কারণ আল্লাহর শ্রমিককে কিছুতেই বঞ্চিত করা যেতে পারে না।

## জান্নাত

জান্নাত সম্পর্কে আয়াত

۱. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ.

১। অর্থ : তোমরা তোমাদের প্রভু পরওয়ারদিগারের ক্ষমা এবং সে জান্নাতের প্রতি দ্রুত ধাবিত হও, যার আয়তন আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সমান। (সূরা আলে ইমরান : ১৩৩)

۲. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.

২। অর্থ : হে মুহাম্মদ! আপনি সুসংবাদ প্রদান করুন যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। (সূরা আল বাকারা : ২৫)

۳. وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সংগ্ৰহ-৩৩৮

خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ رِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ -  
ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

৩। অর্থ : আল্লাহ মুমিন নর-নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের। যার নিম্নদেশে ঝর্নাধারা প্রবাহমান, সেখায় তারা চিরদিন থাকবে। এই সবুজ শ্যামল জান্নাতে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র পরিচ্ছন্ন বসবাসের স্থান। আল্লাহর সন্তোষ লাভ করে তারা হবে সৌভাগ্যবান আর তা হবে তাদের জন্যে সবচেয়ে বড় সাফল্য। (সূরা আত তাওবা : ৭২)

৪. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ.

৪। অর্থ : জান্নাতে তোমাদের জন্য তোমাদের মন যা চাইবে তা-ই দেয়া হবে এবং তোমরা সেখানে যা চাইবে তা-ই পাবে। (সূরা হা-মীম সিজদাহ : ৩১)

৫. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ط فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ -  
وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّم يَتَغَيَّر طَعْمُهُ ج وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّرِيبِينَ ط  
وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى ط وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ.

৫। অর্থ : আল্লাহ তা'আলাকে যারা ভয় করে তাদের সে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, যেখানে থাকে পানির নির্মল ফোয়ারা, আছে দুধের এমন কিছু ঝর্নাধারা যার স্বাদ কখনো পরিবর্তিত হয় না, আছে পানকারীদের জন্যে সুপেয় নহরসমূহ, আছে বিশুদ্ধ মধুর ঝর্নাধারা, (আরো) আছে সব ধরনের ফলমূল যেখানে আছে তাদের মালিকের কাছ থেকে (পাওয়া) ক্ষমা। (সূরা মুহাম্মাদ : ১৫)

৬. فَهَوْ فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ - فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ - قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ - كُلُوا  
وَأَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ .

৬। অর্থ : বেহেশতের উদ্যানে সে (চির) সুখের জীবন যাপন করবে, সে

(উদ্যান) হবে আলীশান জান্নাতের মধ্যে, এর ফলমূল তাদের নাগালের পাশেই ঝুলতে থাকবে। (আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিনন্দনের ঘোষণা আসবে) অতীতে যা তোমরা কামাই করে এসেছো তারই পুরস্কার হিসেবে (আজ) তোমরা (প্রাণভরে এগুলো) খাও এবং তৃপ্তিসহকারে এর পানীয় গ্রহণ কর। (সূরা হাক্বাহ : ২১-২৪)

۷- جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا -  
وَلِبَاسَهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ.

৭। অর্থ : (সে দিন) তারা এক চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে, যেখানে তাদের সোনায় বাঁধানো ও মুক্তাখচিত কাঁকন পরানো হবে, সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। (সূরা আল ফাতির : ৩৩)

### জান্নাত সম্পর্কে হাদীস

۱- عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَعُرْفًا يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا، وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا. فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ هِيَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

১। অর্থ : আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : জান্নাতে এমন কিছু অট্টালিকা রয়েছে, যার ভেতর থেকে বাইরের সবকিছু দেখা যায় এবং বাহির থেকেও ভেতরের সব কিছু দেখা যায়। একজন আরব বেদুঈন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! এ অট্টালিকাসমূহ কাদের জন্য? তিনি বললেন : যারা উত্তম ও মিষ্টি ভাষায় কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়, বেশী বেশী রোযা রাখে এবং গভীর রাতে মানুষ যখন ঘুমে অচেতন থাকে, তখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য (তাহাজ্জুদ) নামায আদায় করে। (তিরমিযী)

۲- عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

২। অর্থ : হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি এ কথার ঘোষণা দেয় “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং এ অনুযায়ী আমল করে) এবং এরই উপর মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى  
أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا  
خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.

৩। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন : আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন সব নিয়ামতসমূহ তৈরি করে রেখেছি যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শুনেনি এবং কোনো অস্তুরকরণও তা সম্পর্কে ধারণা রাখেনি। (বুখারী, মুসলিম)

৪. عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ  
يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَتَفَلُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا  
يَخْتَصِمُونَ قَالُوا مَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ جُشَاعٌ وَرَشْحٌ كَرَشِحِ الْمِسْكِ  
يَلْهُمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا تَلْهُمُونَ النَّفْسَ.

৪। অর্থ : হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : অবশ্যই জান্নাতবাসীরা জান্নাতে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করবে। কিন্তু তাদের থুথু ফেলার, পেশাব-পায়খানা করার বা নাক ঝাড়ার প্রয়োজন হবে না। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন, তাদের ভক্ষ্যবস্তুর (পেটে) কি দশা হবে? হুজুর (সা) বললেন, ঢেকুর ও সুগন্ধের মাধ্যমে বের হবে। কিন্তু মিশকের সুগন্ধ বের হবে। আর জান্নাতবাসীর অন্তরে আল্লাহর তাসবীহ ও তাহমীদ এমনভাবে বেধে দেয়া হবে যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস। (জান্নাতীরা শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করতে থাকবে)। (মুসলিম)

জান্নাতের আটটি স্তর রয়েছে এবং এ স্তর অনুযায়ী আটটি নামকরণ করা হয়েছে। যেমন :

- (১) জান্নাতুল ফিরদাউস - (جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ)
- (২) দারুল মাকাম - (دَارُ الْمَقَامِ)
- (৩) জান্নাতুল মাওয়া - (جَنَّةُ الْمَأْوَى)
- (৪) দারুল করার - (دَارُ الْقَرَارِ)
- (৫) দারুল সালাম - (دَارُ السَّلَامِ)
- (৬) জান্নাতুল আদন - (جَنَّةُ الْعَدْنِ)
- (৭) দারুল নায়িম - (دَارُ النَّعِيمِ)
- (৮) দারুল খলদ - (دَارُ الْخُلْدِ)

### জাহান্নাম

জাহান্নাম সম্পর্কে আয়াত

۱- وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ - لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا - كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ.

১। অর্থ : যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্যে শাস্তি কমিয়েও দেয়া হবে না, এভাবেই আমি প্রত্যেক কাফিরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (সূরা আল ফাতির : ৩৬)

۲- فِي سُمُومٍ وَحَمِيمٍ - وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُومٍ - لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ.

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সংকলন-৩৪২

২। অর্থ : তারা (জাহান্নামের অধিবাসীরা) লু-হাওয়া, টগবগ করা ফুটন্ত পানি এবং কালো ধোয়ার মাঝে থাকবে। তা না ঠাণ্ডা না শান্তিপ্রদ হবে। (সূরা আল ওয়াকিয়া : ৪২-৪৪)

৩। অর্থ : যে তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্যে তো জাহান্নাম। সেথায় সে মরবেও না বাঁচবেও না। (সূরা জ্বা : ৭৪)

৪। **إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا . لِللَّطْفَيْنِ مَابًا . لِّبِئْسَ فِيهَا أَحْقَابًا . لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا . إِلَّا حَمِيمًا وَعَسَاقًا . جَزَاءً وَفَاقًا . إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا . وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا .**

৪। অর্থ : নিশ্চয়ই জাহান্নাম সীমালঙ্ঘনকারীদের আশ্রয়স্থলরূপে প্রতীক্ষায় থাকবে। সেথায় তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। সেথায় তারা ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত ঠাণ্ডা এবং কোনো পানীয় আবাদন করবে না। তা তাদের উপযুক্ত প্রতিফল। তারা কখনও হিসাবের আশা করত না এবং তারা আমার আয়াতসমূহকে পুরোপুরি মিথ্যারোপ করত। (সূরা নাবা : ২১-২৮)

৫। **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ . وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ .**

৫। অর্থ : যারা (আল্লাহর নির্দেশের অবমাননা করে) কুফরি করেছে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে পৃথিবীতে যা কিছু আছে (এ সব কিছু) এবং এর সমান বস্তুও যদি এর সাথে দেয়া হয় তবু তা তাদের পক্ষ হতে গৃহীত হবে



না। বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করবে, কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না আর তাদের জন্য রয়েছে অসীম অনন্তকাল স্থায়ী শাস্তি। (সূরা আল মায়েদাহ : ৩৬-৩৭)

٦. اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ.

৬। অর্থ : (আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণকারী) গুনাহগার লোকেরা অনন্তকাল ধরে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। (সূরা যুখরুফ : ৭৪)

**জাহান্নাম সম্পর্কে হাদীস**

١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلَهُ جَوْرُهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ.

১। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি মুসলমানের বিচারকের পদ প্রার্থনা করল এবং পদ লাভের পর তার ন্যায় বিচার যুলুমের উপর বিজয়ী হলো, সে জান্নাতবাসী হবে আর যদি ন্যায় বিচারের উপর যুলুম বিজয়ী হয়ে যায় তবে তার জন্যে জাহান্নাম। (আবু দাউদ)

٢. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ.

২। অর্থ : মহানবী (সা) বলেছেন : তোমরা অবশ্যই মিথ্যা হতে দূরে থাকবে। কেননা মিথ্যা মানুষকে পাপ ও নাকরমানির কাজের দিকে পরিচালিত করে। আর পাপ ও নাকরমানি মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়।

٣. عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْحُمَى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرِدُوهَا بِالْمَاءِ.

৩। অর্থ : হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন : জ্বর জাহান্নামের প্রচণ্ড উত্তাপের অংশ বিশেষ। তোমরা পানি দিয়ে তা ঠাণ্ডা কর। (বুখারী, মুসলিম)

৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَارَكُمْ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِّنْ نَّارِ جَهَنَّمَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ الْكَافِيَةُ قَالَ فَصَلَّتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلَ حَرِّهَا.

৪। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন : তোমাদের এ পৃথিবীস্থ অগ্নি তাপের দিক দিয়ে জাহান্নামের অগ্নির সত্তর ভাগের একভাগ। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কেন, এ আগুনই কি যথেষ্ট ছিল না? হুজুর (সা) বললেন, দুনিয়ার অগ্নি হতে জাহান্নামের অগ্নিকে (দাহিকা শক্তির দিক দিয়ে) ঊনসত্তর অংশে বর্ধিত করা হয়েছে। এর প্রতিটি অংশই আলাদাভাবে দুনিয়ার আগুনের সমতুল্য। (বুখারী, মুসলিম)

৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أُرْقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى إِحْمَرَّتْ ثُمَّ أُرْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى أَبْيَضَتْ ثُمَّ أُرْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى أَسْوَدَتْ فَهِيَ سَوْدَاءٌ مُّظْلَمَةٌ.

৫। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন : জাহান্নামের অগ্নিকে হাজার বছর যাবত তাপ দেয়া হয়েছিল, ফলে তা রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল। অতঃপর তাকে আরও হাজার বছর তাপ দেয়া হয়েছিল যার ফলে তা স্বেতবর্ণ ধারণ করেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে আরও হাজার বছর উত্তপ্ত করার পরে উক্ত অগ্নি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। ফলে তা নিবিড় কালো অন্ধকারে রূপান্তরিত হয়েছে। (তিরমিযী)

জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে এবং সে অনুযায়ী নামকরণ করা হয়েছে। যেমন :

(১) জাহান্নাম - (جَهَنَّمَ)

(২) হাবিয়াহ - (هَابِيَاءَ)

(৩) জাহীম - (جَهِيمٌ)

(৪) সাক্বার - (سَقْرًا)

(৫) সায়ীর - (سَعِيرًا)

(৬) হুতামাহ - (حُطَمَاءَ)

(৭) লাযা - (لَظَى)

## কবীরা শুনাহ

কবীরা শুনাহ সম্পর্কে আয়াত

۱- اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبِيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ  
مُدْخَلًا كَرِيمًا.

১। অর্থ : যদি তোমরা দূরে থাকতে পার সেসব বড় শুনাহ থেকে যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তবে আমি তোমাদের ছোট শুনাহগুলো মার্জনা করে দিব এবং দাখিল করব এক সম্মানজনক স্থানে। (সূরা নিসা : ৩১)

কবীরা শুনাহ সম্পর্কে হাদীস

۱- عَنْ أَنَسٍ (رَضِيَ) قَالَ سُنِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْكَبَائِرِ؛ قَالَ  
الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ  
الزُّورِ.

১। অর্থ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা)-কে কবীরা শুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : (কবীরা শুনাহ হলো) আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া বা তাদের অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। (বুখারী, মুসলিম)

২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ، قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ إِنَّ تَزْنِيَّ حَلِيلَةَ جَارِكَ -

২। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আল্লাহর কাছে কোন গুনাহটি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, তুমি যদি কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে কর, অথচ তিনিই তো তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটা তো অত্যন্ত মারাত্মক কথা। তারপর বললাম, এরপর কোন গুনাহটি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি (নবী সা.) বললেন তোমার সাথে খাবার খাবে এ আশঙ্কায় তোমার সম্ভানকে হত্যা করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন : তোমার নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা। (বুখারী, মুসলিম)

৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكِبَائِرُ؟ قَالَ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ، قَالَ فَمَاذَا؟ قَالَ ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ ثُمَّ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ، قُلْتُ وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ -

৩। অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেন, জ্ঞানেক বেদুঈন নবী (সা)-এর নিকটে আসল এবং বলল, হে আল্লাহর নবী! কবীরা (বৃহত্তম) গুনাহসমূহ কি? নবী (সা) বললেন, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা। বেদুঈন (পুনরায়) বলল, এছাড়া আর কি? নবী (সা) বললেন : কারো পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালনের অবহেলা করা। বেদুঈন (আবার) বলল,

এছাড়া আর কি? নবী (সা) বলেন : ক্ষমার অযোগ্য মিথ্যা কসম গ্রহণ করা। বেদুঈন বলল, ক্ষমার অযোগ্য মিথ্যা কসম কি? নবী (সা) বললেন, এমন মিথ্যা কসম যা দ্বারা কোনো মুসলিমকে তার সম্পত্তি থেকে (অন্যায়ভাবে) বঞ্চিত করে। (বুখারী)

৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بَعْضِ حِطَّانِ الْمَدِينَةِ، فَسَمِعَ صَوْتَ انْسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ يُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرَةٍ، إِنَّهُ لَكَبِيرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَكَانَ الْأَخْرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكَسْرَتَيْنِ أَوْ اثْنَيْنِ، فَجَعَلَ كِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا، فَقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا.

৪। অর্থ : হযরত ইবনু আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী (সা) একবার মদীনার একটি বাগান থেকে বেরিয়ে আসলেন। তখন দু'জন লোকের চীৎকার শুনলেন। এদের কবরে আযাব দেয়া হচ্ছিল। নবী (সা) বললেন, কোনো বড় গুনাহর কারণে এদের আযাব দেয়া হচ্ছে না। যদিও আসলে তা খুব বড় গুনাহ (কবীরা গুনাহ)। 'এদের একজন পেশাব থেকে বেঁচে চলতো না (সতর্কতা ও পবিত্রতা অবলম্বন করতো না), আরেকজন চোগলখোরী করে বেড়াতো। অতঃপর নবী (সা) একটি খেজুর গাছের কাঁচা ডাল চেয়ে আনলেন এবং তা দু'টুকরো করলেন। এক টুকরা এর কবরের এবং অপর টুকরা ওর কবরে গেঁড়ে দিলেন। তারপর বললেন, সম্ভবতঃ যতক্ষণ এ ডাল না শুকাবে, তাদের আযাবের কষ্ট কিছুটা হ্রাস করা হবে। (বুখারী)

৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبِقَاتِ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاهُنَّ؟ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ

الرِّبَا، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ  
الْمُؤْمِنَاتِ .

৫। অর্থ : আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে তোমরা বিরত থাকো। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর নবী, সেগুলো কি কি? তিনি বললেন : আল্লাহর সাথে শরীক করা, যাদু টোনা করা, আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন এমন প্রাণীকে অকারণে হত্যা করা, ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা, সুদ খাওয়া, জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং সতী-সাক্ষী নিষ্কলুষ মুমিন স্ত্রীলোকের ওপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা। (মুসলিম)

### শবে মি'রাজ

শবে মি'রাজ সম্পর্কে আয়াত

۱- سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى  
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا . إِنَّهُ هُوَ  
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ .

১। অর্থ : তিনি পবিত্র মহিমাময়, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চতুর্পার্শ্বকে আমি বরকতময় করেছি; যাতে আমি তাকে দেখাই আমার কুদরতের কিছু নিদর্শন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন। (সূরা বনী ইসরাঈল : ১)

۲- مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى . أَفْتُمِرُونَ عَلَىٰ مَا يُرَى . وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً  
أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ . عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۖ إِذْ يَغْشَى  
السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۖ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ . لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ  
رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ .

২। অর্থ : যা তিনি দেখেছেন, তার অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি; এখন তোমরা কি সে ব্যাপারে তার সাথে ঝগড়া কর; যা সে নিজ চক্ষে দেখেছে? তিনি তো উক্ত ফেরেশতাকে আরও একবার দেখেছেন, সিদ্রাতুল মুনতাহার নিকটে, যার কাছে অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া, যখন সিদ্রাতুল মুনতাহাকে আচ্ছাদিত করেছিল, যা আচ্ছাদিত করার ছিল। তখন তার দৃষ্টি বলসিয়ে যায়নি এবং তিনি সীমাশঙ্কনও করেননি। তিনি তো স্বীয় রবের মহান নিদর্শনসমূহ দর্শন করেছেন। (সূরা নাজম : ১১-১৮)

শবে মি'রাজ্জ সম্পর্কে হাদীস

১- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَمَّا كَذَّبْنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَّى اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَطَفَّقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظَرُ إِلَيْهِ .

১। অর্থ : হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন, মি'রাজ্জের ব্যাপারে কুরাইশরা যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করল, তখন আমি কাবার হিজর অংশে দাঁড়ালাম। আর আল্লাহ বাইতুল মুকাদ্দাস মাসজিদটিকে আমার সামনে উদ্ভাসিত করলেন। ফলে আমি তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁর চিহ্ন ও নিদর্শনগুলো কুরাইশদেরকে বলে দিতে থাকলাম। (বুখারী)

২- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أَرِيهَا رَسُولُ اللَّهِ كَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ .

২। অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, কুরআনের এ আয়াত “আর আমি আপনাকে মিরাজ্জের রাতে যেসব দৃশ্য দেখিয়েছি সেগুলোকে আমি লোকদের জন্য পরীক্ষার বিষয়রূপে পরিণত করেছি” -প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঐ দৃশ্যসমূহ (স্বপ্ন নয়) চাক্ষুস দৃশ্য ছিল। যে রাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বাইতুল

মাকদাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল, সেই রাতে তাঁকে ঐ দৃশ্যগুলো চর্মচক্ষু দিয়ে অবলোকন করানো হয়েছিল। (বুখারী)

۳. عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ أَتَيْتُ عَلَى نَهْرٍ حَافَتَاهُ قَبَابُ اللَّوْثِ مُجَوَّفٌ. فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرَائِيلُ؟ قَالَ هَذَا الْكُوْثَرُ.

৩। অর্থ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মিরাজের রাতে নবী (সা)-কে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়। নবী (সা) বলেন : আমি এমন একটি নদীর ধারে পৌছলাম, যার উভয় তীরে ফাঁপা মোতির তৈরি তাঁবু পাতা আছে। আমি বললাম, হে জিবরাঈল একি? উত্তরে জিবরাঈল বললেন, এটি হলো হাওযে কাওসার। (বুখারী, ৪৫৯৫)

### শবে কদর

শবে কদর সম্পর্কে আয়াত

۱. اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

১। অর্থ : আমি এ (কুরআন)-কে কদরের রাতে নাযিল করেছি। (সূরা কদর : ১)

۲. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ.

২। অর্থ : কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। (সূরা কদর : ৩)

۳. تَنْزِيلُ الْمَلَكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ.

৩। অর্থ : (সে রাতে) ফেরেশতা ও রুহ, তাদের রবের অনুমতিক্রমে প্রতিটি ছকুম নিয়ে (দুনিয়ায়) নেমে আসে। (সূরা কদর : ৪)

۴. سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ.

৪। অর্থ : ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত ঐ রাতটি পুরোপুরি শান্তিময়। (সূরা কদর : ৫)

۵. اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبْرَكَةٍ.

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সংকলন-৩৫১



৫। অর্থ : অবশ্যই আমি একে একটি বরকতপূর্ণ রাতে নাযিল করেছি। (সূরা দুখান : ৩)

۶- فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ.

৬। অর্থ : এই রাতে সব ব্যাপারে জ্ঞানগর্ভ ফায়সালা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। (সূরা দুখান)

শবে কদর সম্পর্কে হাদীস

۱- عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ شَدَّ مِيزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيَّقَطَ أَهْلَهُ.

১। অর্থ : হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন (রমযানের শেষ) দশ দিন এসে যেত, তখন নবী (সা) পরনের কাপড় মজবুত করে বাঁধতেন। (দৃঢ়তার সাথে প্রস্তুতি নিতেন), রাতে জাগতেন এবং পরিবারের লোকজনকেও জাগাতেন। (বুখারী, ১৮৮২)

۲- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

২। অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা পালন করল, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় কদরের রাতে ইবাদতে দাঁড়াল, তার আগেকার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী, ১৮৭১)

۳- عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

৩। অর্থ : হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, তোমরা লাইলাতুল কদরকে রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে তালাশ কর। (বুখারী, ১৮৭৪)

৪- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ دَخَلَ رَمَضَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرَمَهَا فَقَدْ حَرَّمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يَحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا كُلُّ مَحْرُومٍ -

৪। অর্থ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, একবার রমযান মাসের আগমনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, দেখ এ মাসটি তোমাদের নিকট এসে উপস্থিত হয়েছে। এতে এমন একটি রাত আছে, যেটি হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে এর কল্যাণ হতে বঞ্চিত হলো, সে যাবতীয় কল্যাণ হতেই বঞ্চিত হলো। আর চিরবঞ্চিত ব্যক্তিই কেবল এর সুফল হতে বঞ্চিত হয়। (ইবনে মাজাহ)

## সাদাকাতুল ফিতর

সাদাকাতুল ফিতর সম্পর্কে আয়াত

۱- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى.

১। যে ব্যক্তি পবিত্রতা অবলম্বন করেছে সে সফলকাম হয়েছে। (সূরা ষা'া : ১৪)

এ আয়াতটি সাদাকাতুল ফিতর সম্পর্কে নাখিল হয়েছে বলে তাফসীরে পাওয়া যায়। এতে ঈমান ও চরিত্রগত শুদ্ধি এবং আর্থিক যাকাত প্রদান সবই অন্তর্ভুক্ত।

সাদাকাতুল ফিতর সম্পর্কে হাদীস

۱- عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْرِبَهَا أَنْ تُوَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ -

১। অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) প্রতিটি মুসলমান ক্রীতদাস, আযাদ, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলের জন্যে সদকায়ে ফিতর এক সা' পরিমাণ খেজুর কিংবা যব নির্ধারণ করেছেন। আর ঈদগাহে রওয়ানার আগেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : ফিতরা প্রকতপক্ষে রোযার যাকাত অর্থাৎ যাকাত যেমন মালকে পবিত্র করে, তেমনি ফিতরাও রোযাকে পবিত্র করে অর্থাৎ রোযার ভেতর যেসব ঋণ-বিচ্যুতি ঘটে ফিতরা দ্বারা তা পূরণ হয়ে যায়।

ক্ষমতা ওয়াজিব। তাই প্রতিটি মালদার ব্যক্তি তার ও তার ক্রমসম্পদের পক্ষ হইতে ঈদের দিন নামায়ে রওয়ানা হবার আগেই তা আদায় করবে। যাকাতের জন্যে যেমন নিসাব পরিমাণ মালের পুরা এক বছর মালিক থাকা প্রয়োজন, ফিতরার জন্যে তা নয়; বরং ঈদের দিন সকালে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হলেই তাকে অবশ্যই ফিতরা আদায় করতে হবে।

ইসলামে যেসব পর্ব বা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে তা সর্বজনীন অর্থাৎ অনুষ্ঠান পালন ও তার আনন্দ উৎসব গরিব-ধনী নির্বিশেষে যাতে সকলেই উপভোগ করতে পারে, ইসলাম তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। ফলে ঈদের আনন্দ যাতে সম্বল ঘরেই সীমাবদ্ধ না থাকে সে জন্যে রাসূল (সা) নির্দেশ দিয়েছেন যে, ঈদের নামায়ে রওয়ানা হওয়ার আগেই যেন সম্বল লোকেরা প্রত্যেকেই নিজ ও তার পোষ্যদের পক্ষ হতে ফিতরা আবশ্যই গরিব-মিসকীনকে আদায় করে দেয়, যাতে করে ঈদের আনন্দ শুধু ধনীদের ঘরেই সীমাবদ্ধ না থাকে।

ফিতরার পরিমাণ হলো প্রতিটি এলাকার প্রধান খাদ্য অর্থাৎ আটা কিংবা চালের জন প্রতি এক সের সাড়ে বার ছটাক।

২. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرًا لِلصِّيَامِ مِنَ اللِّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ .

২। অর্থ : ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা) বাজে কথা ও অশ্লীলতা হতে রোযাকে পবিত্র করার ও মিসকীনদেরকে অনুদানের উদ্দেশ্যে সাদাকায়ে ফিতর নির্ধারণ করেছেন। (আবু দাউদ)

## কুরবানী

কুরবানী সম্পর্কে আয়াত

۱. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَكُم مِّنْ  
بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ. فَأَلْهَكُمُ اللَّهُ وَوَّاحِدًا فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ.

১। অর্থ : আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেয়া চতুর্ভুজ জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। অতএব তোমাদের আল্লাহ তো একমাত্র আল্লাহ সুতরাং তাঁরই আশ্রয়ধীন থাক এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও। (সূরা হজ্জ : ৩৪)

۲. لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ.  
كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.

২। অর্থ : এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, কিন্তু পৌঁছে তাঁর কাছে তোমাদের অন্তরের তাকওয়া। এমনিভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা কর এ কারণে যে, তিনি তোমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং সং কর্মশীলদের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। (সূরা হজ্জ : ৩৭)

۳. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ.

৩। অর্থ : অতএব আপনার রবের উদ্দেশে নামায পড়ুন ও কুরবানী করুন। (সূরা কাউসার : ২)

۴. قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

৪। অর্থ : আপনি বলুন, আমার নামায, আমার ইবাদত (কুরবানী, হজ্জ) এবং আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রভুর জন্য নিবেদিত। (সূরা আনয়াম : ১৬২)

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সংকলন-৩৫৫

## কুরবানী সম্পর্কে হাদীস

১. عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَاعَمِلَ ابْنِ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطَبِّئُوا بِهَا نَفْسًا.

১। অর্থ : হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল করীম (সা) বলেছেন, কুরবানীর দিনে মানব সন্তানের কোনো নেক কাজই আল্লাহর নিকটে তত প্রিয় নয় যত প্রিয় রক্ত প্রবাহিত করা (কুরবানী করা)। কুরবানীর জানোয়ারগুলো তাদের শিং, পশম ও কুরসহ কিয়ামতের দিন (কুরবানী দাতার পাল্লায়) এনে দেয়া হবে। কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহর নিকটে সম্মানিত স্থানে পৌছে যায়। সুতরাং তোমরা আনন্দচিন্তে কুরবানী করবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

২. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يَضَعْ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّنًا.

২। অর্থ : রাসূল করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, সামর্থ্য থাকতেও যারা কুরবানী করে না, তারা যেন আমার ঈদগাহের কাছে না আসে। (ইবনে মাজাহ)

## কাবা ঘর

### কাবা ঘর সম্পর্কে আয়াত

১. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ.

১। অর্থ : নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। (সূরা আলে ইমরান : ৯৬)

২. إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সংকলন-৩৫৬

২। অর্থ : মুশরিকরা অপবিত্র, তারা যেন মসজিদে হারামের নিকটে না যায়।  
(সূরা তাওবা : ২৮)

৩- سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

৩। অর্থ : সেই আল্লাহর জন্য পবিত্রতা যিনি তার বান্দাকে রাত্রে মসজিদে হারাম থেকে মিরাজে নিয়ে গেছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল : ১)

৪- وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا - وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ  
إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى - وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ  
لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.

৪। অর্থ : যখন আমি কাবাগৃহকে মানুষের জন্য সম্মিলন স্থান ও নিরাপত্তার স্থান করলাম, আর তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াকফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ। (সূরা বাকারা : ১২৫)

কাবা ঘর সম্পর্কে হাদীস

১- قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ رَأَى فِي مَنْامِهِ فَقَدْ رَأَى - فَإِنَّ الشَّيْطَانَ  
لَا يَتَمَثَّلُ بِي وَلَا بِالْكَعْبَةِ -

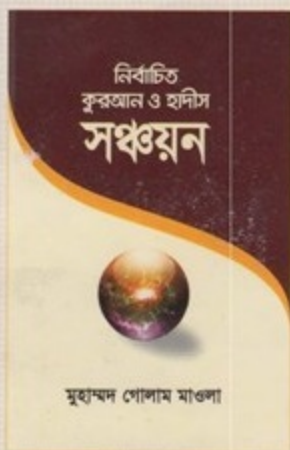
১। অর্থ : রাসূল (সা) বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে আমাকে ঠিকই দেখে কেননা, শয়তান আমার এবং কাবার ছবি ধারণ করতে পারে না। (মুজাম)

২- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ  
دَخَلَ فِي حَسَنَةٍ وَخَرَجَ مِنْ سَيِّئَةٍ مَغْفُورًا -

২। অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন : যে আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করে সে নেক ও কল্যাণের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে যখন বের হয় তখন গুনাহ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বের হয়।

۳۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ طَافَ  
بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ وَشَرِبَ مِنْ مَاءٍ زَمَزَمَ  
غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا۔

৩। অর্থ : হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন : যে বাইতুল্লাহ শরীফের সাত চক্র তওয়াফ করবে, মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকাত নামায পড়বে এবং যমযমের পানি পান করবে তার গুনাহ যত বেশীই হউক না কেন, তা মাফ করে দেয়া হবে।



ISBN: 978-984-8808-47-4



আহসান পাবলিকেশন

কাতামেন বাংলাদেশ মগবাজার  
www.ahsanpublication.com

www.pathagar.com